সূচীপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

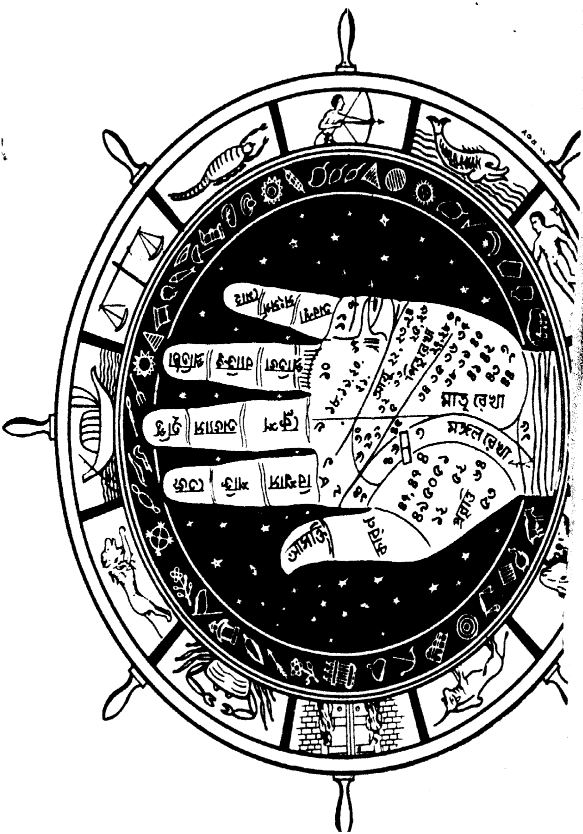
সপ্তম অধ্যায়

সূচীপত্র সমাপ্ত ।

= চিত্রসূচী =

—চিত্রশিল্পী—

শ্রীমুরারিমোহন দত্ত


মাতৃ রেখা
মঙ্গলরেখা

বৃহৎ সামুদ্রিক

প্রথম অধ্যায়।

গজমুখমমরপ্রবরং সিদ্ধিকরং বিঘ্নহর্ত্তারং।
গু[illegible]বগমনয়নপ্রদমিষ্ঠ করিমিষ্টদেবতাং বন্দে॥
শ্রীপতিপদপ্রসাদাদাশীভির্ভূমি দেবানাম্।
মহাসামুদ্র সংহিতা গ্রন্থোঽয়ং পঠতাং সর্ব্বৈঃ॥

গ্রন্থসূচনা।

কৈলাসশিখরে রম্যে সিদ্ধচারণ-সেবিতে।
শঙ্করং পরিপ্রপচ্ছ শঙ্করী মধুরং বচঃ॥

একদা সিদ্ধচারণ-সেবিত রমণীয় কৈলাসশিখরে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর সুখাসনে সমাসীন আছেন, ইত্যবসরে শঙ্করী মধুর বচনে শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
সামুদ্রং বদ মে নাথ যদ্যস্তি করুণা ময়ি॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! মহাদেব! তোমার প্রসাদেই সংসার অর্ণব পার হয়। হে নাথ! যদি আমার প্রতি তোমার করুণা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে আমার নিকট সামুদ্রিকশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা কর।

শ্রীমহাদেব উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ত্বং মে প্রাণসমা প্রিয়া।
সামুদ্রীং পরমাং বিদ্যাং দেবনামপি দুর্ল্লভং॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! তুমি আমার প্রাণসমা প্রিয়তমা, পরমবিদ্যা সামুদ্রিক দেবগণেরও দুর্ল্লভ, সেই সম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ কর।

বামভাগে তু নারীণাং দক্ষিণে পুরুষস্য চ।
নিৰ্দ্দিষ্টং লক্ষণং তেষাং সামুদ্রে চ যথোদিতং॥

নারীজাতির বামদিকে এবং পুরুষগণের দক্ষিণদিকে সামুদ্রিক লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

পরমায়ু নিরূপণ

শ্রীমহাদেব উবাচ

পূৰ্ব্বমায়ুঃ পরীক্ষেত পশ্চাদ্লক্ষণমেব চ।
আয়ুর্হীনং নরাণাঞ্চ লক্ষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! প্রথমতঃ পরমায়ু পরীক্ষা করিবে, তৎপরে অপরাপর লক্ষণ পরীক্ষা করিবে। ইহার কারণ এই যে যাহার পরমায়ু বিদ্যমান নাই, তাহার অপরাপর লক্ষণ দেখিয়া কি ফল?

শরীরজীবয়োর্ যোগো জীবনং।
তে নাবচ্ছিন্নঃ কাল আয়ুঃ॥
অনামিকাপূর্ব্বমূলে কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তৎ।
আয়ুষং দশবর্ষাণি সামুদ্রবচনং যথা॥

যাহার হস্ততলে কনিষ্ঠার মূল হইতে অনামিকাঙ্গুলীর মূলের পূর্ব্বভাগ যাবৎ রেখা অঙ্কিত দৃষ্ট হয়, সে দশবৎসর মাত্র জীবন ধারণ করে। সামুদ্রিক শাস্ত্রে এইরূপ নিরূপিত আছে।

অঙ্গুষ্ঠস্যাপ্যূর্দ্ধরেখা বর্ত্ততে নৃপতিঃ শুভা।
সেনাপতির্ধনেশশ্চ মধ্যমায়ুর্নরো ভবেৎ ॥

যে ব্যক্তির* বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরিভাগে শুভ লক্ষণযুক্ত উর্দ্ধরেখা বিদ্যমান থাকে, সে নরপতি, সেনাপতি অথবা বহুসম্পত্তিশালী হয় আর সে ব্যক্তি মধ্যমায়ু ধারণ করে অর্থাৎ অনুমান পঞ্চাশ ষাট বৎসর জীবিত থাকে।

যেষাং পাণ্যূর্দ্ধরেখা স্যাৎ কনিষ্ঠামূলসংস্থিতা।
তে নরাঃপরদেশেষু শতমায়ুর্লভন্তি বৈ ॥

যে সকল ব্যক্তির হস্ততলে উর্দ্ধরেখা কনিষ্ঠার মূল যাবৎ অঙ্কিত দেখা যায়, তাহারা বিদেশবাসী হয় এবং একশত বৎসর পরমায়ু ধারণ করে।

আয়ুষ্মতী ভবেৎ রেখা তর্জ্জনীমূলসংস্থিতা।
শতবর্ষং ভবেদায়ুঃ সুখমৃত্যু র্ন সংশয়ঃ ॥

হস্ততলে কনিষ্ঠার মূল হইতে তর্জ্জনীর মূল যাবৎ রেখা বিস্তৃত থাকিলে সেই ব্যক্তি একশত বৎসর পরমায়ু ধারণ করে এবং সুখে তাহার মৃত্যু হয়।

মধ্যমামূলপর্য্যন্তমায়ুরেখা চ দৃশ্যতে।
চতুর্দ্দশচতুর্ব্বিংশত্যায়ুর্ব্বলবিনাশনং ॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে আয়ুরেখা কনিষ্ঠার মূল হইতে মধ্যমার মূল যাবৎ

*এই অধ্যায়ে ব্যক্তি শব্দে নারী ও পুরুষ উভয়কেই বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে নারীর আয়ু পুরুষ অপেক্ষা অধিক।

অঙ্কিত দেখা যায়, সে অষ্টত্রিংশৎ বৎসর পরমায়ু ধারণ করে এবং তাহার শারীরিক বল হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

আয়ুর্ব্বলং ভবেৎ রেখানামিকামূলসংস্থিতা ।
ত্রিদশং বা ত্রিষষ্টিং বা আয়ুর্ব্বলবিনাশনং ॥

যদি আয়ুরেখা কনিষ্ঠার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া অনামার মূলদেশ পর্য্যন্ত অঙ্কিত দেখা যায় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ত্রিংশৎ কিংবা ত্রিষষ্টি বৎসর পরমায়ু ধারণ করে, কিন্তু তাহার শরীরে বল থাকে না।

আয়ুর্হীনং যথা স্বল্পা বহুদীর্ঘঞ্চ দৃশ্যতে ।
তে নরাঃ সুখদুঃখেন চাল্পমৃত্যুর্নসংশয়ঃ ॥

যে সকল ব্যক্তির হস্ততলে আয়ুরেখা ক্ষুদ্ররূপে অঙ্কিত দেখা যায়, তাহারা অল্পদিনের মধ্যে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। যে সকল ব্যক্তির হস্ততলে আয়ুরেখা দীর্ঘরূপে অঙ্কিত থাকে, তাহারা সুখদুঃখভোগী হইয়া অত্যল্পকালমাত্র পরমায়ু ধারণ করে সন্দেহ নাই।

কনিষ্ঠামূলরেখা তু কুর্য্যাচ্চৈব শতায়ুষং ।
অনামিকামধ্যমাভ্যামন্তরে সংযুতা সতী ॥

যাহার হস্ততলে কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে রেখা উদ্গত হইয়া অনামা ও মধ্যমার মধ্যস্থলে মিলিত হয়, সে শতবৎসরকাল জীবন ধারণ করে।

ঊনা ঊনায়ুষং কর্য্যাদ্রেখাশ্চাঙ্গুষ্ঠমূলগাঃ ।
বৃহত্তাঃ পুত্রাস্তাঃ ক্ষীণাঃ প্রমদাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর মূলদেশ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি রেখা গমন করিয়াছে, সেই সকল রেখা যদি ক্ষুদ্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তির পরমায়ু অতি অল্প বুঝিতে হইবে; কিন্তু যদি ঐ সমস্ত রেখা বৃহৎ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে

সেই ব্যক্তি বহুসংখ্যক পুত্রলাভ করে এবং ঐ রেখাগুলি ক্ষীণ হইলে তাহার বহুসংখ্যক কন্যা সমুৎপন্ন হয়।

কনিষ্ঠাং হি সমাশ্রিত্য মধ্যমায়ন্নুপাগতা।
ষষ্ঠিবর্ষায়ুষং কুর্য্যাদায়ুরেখা নসংশয়ঃ ॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে মধ্যমার মূলদেশ পর্য্যন্ত রেখা অঙ্কিত দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি ষষ্টিবর্ষ যাবৎ জীবিত থাকে সন্দেহ নাই।

কনিষ্ঠাঙ্গুলিদেশাত্তু রেখা গচ্ছতি তর্জ্জনীং।
অবিচ্ছিন্না ভবেদ্যস্য শতমায়ুর্বিনির্দ্দিশেৎ ॥

যে ব্যক্তির করতলে কনিষ্ঠার মূল অবধি তর্জ্জনীর মূলদেশ পর্য্যন্ত রেখা অঙ্কিত থাকে, আর তাহার মধ্যে যদি কোনরূপ ছেদ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি একশত বৎসর যাবৎ জীবিত থাকে।

কনিষ্ঠাঙ্গুলীমধ্যস্থা রেখা চেদবতিষ্ঠতি :
ঊর্দ্ধচ্ছিন্না ভবেদ্যস্য বিংশত্যায়ুর্বিনির্দ্দিশেৎ ॥

যে ব্যক্তির করতলে কনিষ্ঠার মধ্যে রেখা বিদ্যমান থাকে এবং সেই রেখার ঊর্দ্ধদেশ যদি ছিন্ন হয়; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বিংশতি বৎসর মাত্র জীবিত থাকে।

কনিষ্ঠাঙ্গুলীমূলস্থা রেখা গচ্ছতি মধ্যমাং।
অবিচ্ছিন্না ভবেদ্ যস্যাশীতিস্তস্য বিনির্দ্দিশেৎ ॥

যাহার হস্ততলে কনিষ্ঠার মূল হইতে মধ্যমার মূল যাবৎ অবিচ্ছিন্নরূপে রেখা অঙ্কিত দৃষ্ট হয়, সে অশীতি বৎসর পরমায়ু ধারণ করে সন্দেহ নাই।

কনিষ্ঠাঙ্গুলীদেশে তু রেখা গচ্ছতি নান্যতঃ।
অচ্ছিন্না বিরলা চৈব বিংশত্যায়ুর্বিনির্দ্দিশেৎ ॥

যে ব্যক্তির করতলে কনিষ্ঠার মূলদেশে রেখা পরিবেষ্টিত থাকে আর

সেই রেখা যদি অন্য কোনদিকে বিস্তৃত না হয়, ছিন্ন ভিন্ন না হয় এবং বিরল কিম্বা বিবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বিংশতি বৎসর মাত্র জীবন ধারণ করে সন্দেহ নাই।

কনিষ্ঠাঙ্গুলীমূলে তু রেখা গচ্ছত্যনামিকাং।
অবিচ্ছিন্না ভবেদ্যস্য চত্বারিংশৎ স জীবতি॥

যে ব্যক্তির করতলে কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অনামার মূলদেশ যাবৎ রেখা অঙ্কিত দৃষ্ট হয়, আর যদি সেই রেখা ছিন্ন না হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি চত্বারিংশৎ বৎসর যাবৎ জীবিত থাকে।

মধ্যমোত্তীর্ণক[illegible] চ তর্জনী মধ্যমা সমা।
কনিষ্ঠায়াং শতায়ুঃ স্যাত্তর্জ্জন্যাং [illegible]পতির্ভবেৎ॥

যাহার করতলে কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে [illegible] করিয়া মধ্যমার মূলদেশ যাবৎ রেখা অঙ্কিত থাকে সে ব্যক্তি শ[illegible] বৎসর জীবন ধারণ করে সন্দেহ নাই, আর যে ব্যক্তির করতলে কনিষ্ঠার মূল হইতে তর্জ্জনীর মূল যাবৎ রেখা অঙ্কিত দেখা যায়, সে নৃপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকে।

তর্জ্জন্যা মধ্যমাঙ্গুল্যা আয়ুরেখা তু মধ্যতঃ।
সংপ্রাপ্তা যা ভবেচ্চৈব স জীবেচ্ছরদঃ শ[illegible]

যাহার করতলে কনিষ্ঠার মূল হইতে মধ্যমা ও [illegible]জনীর মূলদেশের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত রেখা বিদ্যমান থাকে সে একশত বৎসর জীবিত থাকে সন্দেহ নাই।

প্রদেশিনীগতা রেখা কনিষ্ঠামূলগামিনী।
শতায়ুষঞ্চ কুরুতে ছিন্নয়া তরুতো ভয়ং॥

যাহার করতলে কনিষ্ঠার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনীর মূল

পর্য্যন্ত রেখা অঙ্কিত দেখা যায়, সেই ব্যক্তি একশত বৎসর জীবন ধারণ করে, আর যদি ঐ রেখা ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বৃক্ষ হইতে নিপতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

কনিষ্ঠিকামূলভবা রেখা কুর্য্যাচ্ছতায়ুষং।
প্রদেশিনীমধ্যমাভ্যামন্তরেণ গতা সতী॥

যাহার হস্ততলে কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে রেখা সমুত্থিত হইয়া মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মধ্যস্থল পর্য্যন্ত অঙ্কিত থাকে, সে ব্যক্তি একশত বৎসর যাবৎ জীবিত থাকে।

কনিষ্ঠাতর্জ্জনীং যাবদ্‌রেখা ভবতি চাক্ষতা।
বিংশত্যব্দাধিকশতং নরো জীবত্যনাময়ঃ॥

যে রেখা কনিষ্ঠার মূলদেশে হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মূল অতিক্রম করে, যদি সেই রেখা কোন স্থলে ছিন্ন না হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিরোগী হইয়া একশত বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করে।

কনিষ্ঠাং মধ্যমাং যাবৎ রেখা ভবতি চাক্ষতা।
শতাব্দং বাথচাশীতিং নরো জীবেন্ন সংশয়ঃ॥

আয়ুরেখা কনিষ্ঠার মূলদেশের নিম্নভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যমার মূলদেশ পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক মিলিত হইলে এবং তাহা কোন স্থলে ছিন্ন না হইলে সেই ব্যক্তি একশত বা অশীতি বৎসর জীবন ধারণ করে।

কনিষ্ঠানামিকায়াঞ্চেদ্ রেখা ভবতি চাক্ষতা।
ষষ্টিং পঞ্চাশদব্দং বা নরাঃ জীবন্ত্যসংশয়ঃ॥

আয়ুরেখা কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে গমন পূর্ব্বক অনামাঙ্গুলীর মূল-

দেশের শেষে সংযুক্ত হইলে এবং ছিন্ন না হইলে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশৎ বা যষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

রেখয়া ভিদ্যতে রেখা স্বল্পায়ুশ্চ ভবেন্নরঃ।
বহুসংখ্যা ভিদ্যতে রেখা অপমৃত্যুশ্চ তদ্ভবেৎ॥

যে ব্যক্তির করতলে আয়ুরেখা অন্য কোন ক্ষুদ্ররেখা দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া যায়, সে অল্পদিন মাত্র জীবিত থাকে, আর যে ব্যক্তির হস্ততলে পরমায়ুরেখা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত দৃষ্ট হয়, অপমৃত্যুতে তাহার জীবন অপহৃত হয় সন্দেহ নাই।

গর্ভাৎ প্রভৃত্যরোগো যঃ শনৈঃ সমুপচীয়তে।
শরীরজ্ঞানবিজ্ঞানৈঃ স দীর্ঘায়ুঃ সমাসতঃ॥

আজন্ম যাহার শরীরে রোগ নাই এবং যে ব্যক্তির শরীরে জ্ঞান ও বিজ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে বহুদিন যাবৎ জীবন ধারণ করে।

তত্র মহাপাণি-পদ-পার্শ্ব-পৃষ্ঠ-স্তনাগ্র-দশন-বদন-স্কন্ধললাটং দীর্ঘাঙ্গুলী-পর্ব্বোচ্ছ্বাসপ্রেক্ষণবাহুং-বিস্তীর্ণ-ভ্রূস্তনান্তরোরস্কং হ্রস্ব-জঙ্ঘামেঢ্রগ্রীবং গম্ভীর-সত্ত্বস্বরনাভিমনুচ্চৈর্বদ্ধস্তনমুপচিতমহা-রোমশকর্ণং পশ্চান্মস্তিষ্কং স্নাতানুলিপ্তং মূর্দ্ধানুপূর্ব্ববিশুষ্যমাণ শরীরং পশ্চাচ্চ বিশুষ্যমাণহৃদয়ং পুরুষং জানীয়াদ্দীর্ঘায়ুঃ খল্বয়মিতি। তমেকান্তে নোপক্রমেৎ। এভির্লক্ষণৈর্বিপরীতৈরল্পায়ুর্মিশ্রৈর্ম্মধ্যমায়ুরিতি॥

যাহাদিগের হস্ত, পদ, পার্শ্বভাগ, পৃষ্ঠ, স্তনাগ্র, দন্ত, স্কন্ধ ও ললাট বৃহৎ, যাহাদিগের অঙ্গুলী ও পর্ব্বের উচ্ছ্বাস, বাহু ও চক্ষু দীর্ঘ, যাহাদিগের ভ্রূ, স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ এবং বক্ষপ্রদেশ বিস্তৃত, যাহাদিগের জঙ্ঘা, মেঢ্র ও গ্রীবা হ্রস্ব, যাহাদিগের স্বর, নাভি ও বুদ্ধি গম্ভীর, যাহাদিগের স্তনদ্বয়

অনুন্নত ও দৃঢ়, যাহাদিগের শ্রবণ বিস্তৃত ও দীর্ঘরোমে আবৃত, যাহাদিগের মস্তিষ্ক পশ্চাদ্দিকে বর্ত্তমান, যাহারা স্নান করিলে শরীরে কোন প্রকার অনুলেপন প্রদান করিলে মস্তক হইতে শরীরের নিম্নভাগ শুষ্ক হইয়া যায় এবং তদনন্তর হৃদয় শুষ্ক হয়, তাহারা দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। যাহারা এই সমস্ত লক্ষণের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট, তাহাদিগের পরমায়ু অল্প জানিবে এবং যাহাদিগের শরীরে উপরোক্ত লক্ষণসমূহের মধ্যে কতিপয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহারা মধ্যমায়ু হয়।

মধ্যমস্যায়ুষো জ্ঞানমত-উর্দ্ধং নিবোধ মে।
অধস্তাদক্ষয়োর্যস্য লেখাঃ স্যুর্ব্যক্তমায়তাঃ।
দ্বে বা তিস্রোঽধিকা বাপি পাদৌ কর্ণৌ চ মাংসলৌ।
নাসাগ্রমূর্দ্ধঞ্চ ভবেদূর্দ্ধলেখাশ্চ পৃষ্ঠতঃ।
যস্য স্যুস্তস্য পরমায়ুর্ভবতি সপ্ততিঃ॥

অধুনা মধ্যমায়ু ব্যক্তির লক্ষণ বলিতেছি অবধান কর। যাহার চক্ষুদ্বয়ের নিম্নাংশ ব্যক্ত ও বিস্তৃত আর দুই তিন অথবা তদপেক্ষা বহু রেখায় অঙ্কিত, যে ব্যক্তির পদদ্বয় ও কর্ণযুগল মাংসময়, যে ব্যক্তির পৃষ্ঠভাগে উর্দ্ধরেখা লক্ষিত হয়, আর যাহাদিগের নাসাগ্রভাগ উচ্চ, তাহারা সপ্ততি বৎসর জীবন ধারণ করে।

গূঢ়সন্ধিশিরাস্নায়ুঃ সংহতাঙ্গঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ।
উত্তরোত্তরসুক্ষেত্রো যঃ স দীর্ঘায়ুরুচ্যতে॥

যাহাদিগের শরীরের সন্ধি ও শিরা এবং স্নায়ু সকল গূঢ়ভাবে অবস্থিত, যাহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ়বদ্ধ, ইন্দ্রিয়গ্রাম স্থির আর শরীর উত্তরোত্তর মনোহর দর্শন, সেই সকল ব্যক্তি বহুদিন জীবিত থাকে।

জঘন্যস্তস্যায়ুষো জ্ঞানমত-ঊর্দ্ধং নিবোধ মে।
হ্রস্বানি যস্য পর্ব্বাণি সুমহচ্চাপি মেহনং।
তথোরস্যবলীঢ়নি ন চ স্যাৎ পৃষ্ঠম..   ।
ঊর্দ্ধঞ্চ শ্রবণৌ স্থানাম্নাচ্চা চোচ্চা শরীরিণঃ।
হসতো জল্পতো বাপি দন্তমাংসং প্রদৃশ্যতে।
প্রেক্ষতে যচ্চ বিভ্রান্তং স জীবেৎ পঞ্চবিংশতিম্॥

যাহারা অল্পদিনমাত্র জীবনধারণ করে, অধুনা তাহাদিগের লক্ষণ বলিতেছি অবধান কর। যাহার অঙ্গুলীর পর্ব্বসমূহ হ্রস্ব, শিশ্ন বৃহৎ বক্ষঃস্থল রোমহীন ও মাংসহীন পৃষ্ঠদেশ প্রশস্ত নহে, কর্ণদ্বয় নির্দ্দিষ্ট স্থল হইতে ঈষৎ উর্দ্ধে অবস্থিত, নাসিকা উচ্চ, বাক্য প্রয়োগকালে কিম্বা হাস্যকালে দন্তের মাংস অর্থাৎ মাড়ি দৃষ্ট হয় এবং যে সকল ব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহারা পঁচিশ বৎসর মাত্র জীবনধারণ করে।

অথ পুনরায়ুষো বিজ্ঞানার্থমঙ্গপ্রত্যঙ্গ-প্রমাণ সারানুপদেক্ষ্যামঃ।
তত্রাঙ্গান্যন্তরাধিসকথি-বাহুশিরাংসি তদবয়বাঃ প্রত্যঙ্গানীতি।
তত্র স্বৈরঙ্গুলৈঃ পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রাদেশিন্যৌ দ্ব্যঙ্গুলায়তে।
প্রাদেশিন্যাস্তু মধ্যমানামিকাকনিষ্ঠিকা যথোত্তরং পঞ্চমভাগহীনা।
চতুরঙ্গুলায়তে পঞ্চাঙ্গুলবিস্তৃতে প্রপদপাদতলে
পঞ্চচতুরঙ্গুলায়বিস্তৃতা পার্ষ্ণিঃ। চতুর্দ্দশাঙ্গুলায়তঃ পাদঃ।
চতুর্দ্দশাঙ্গুল-পরিণাহানি পাদগুল্ফ-জঙ্ঘা জানুমধ্যানি।
অষ্টাদশাঙ্গুলা জঙ্ঘা জানুপরিষ্টাদ্দ্বাত্রিংশদঙ্গুলমেবং পঞ্চাশৎ।
জঙ্ঘায়ামসমাবৃক্ষ।

দ্ব্যঙ্গুলানি বৃষণচিবুকদর্শন-নাসাপুটভাগ কর্ণমূলনয়নান্তরাণি।
চতুরঙ্গুলানি মেহনবদনান্তরনাসা-কর্ণললাট-গ্রীবোচ্ছ্রায়দৃষ্ট্যন্তরাণি
দ্বাদশাঙ্গুলানি ভগবিস্তারমেহনাভিহৃদয়শ্রীবাস্তনান্তরমুখায়মণিবন্ধ
প্রকোষ্ঠস্থৌল্যানি।
ইন্দ্রবস্তি-পরিণাহাংসপীঠকুর্পরান্তরায়ামঃ ষোড়শাঙ্গুলঃ।
চতুর্বিংশত্যঙ্গুলো দ্বাত্রিংশদঙ্গুলপরিমাণৌ ভুজৌ
দ্বাত্রিংশৎপরিণাহাবূরূ।
মণিবন্ধকুর্পরান্তরং ষোড়শাঙ্গুলং।
তত্র ষট্চতুরাঙ্গুলায়ামবিস্তারং।
অঙ্গুষ্ঠমূলপ্রাদেশিনীশ্রবণাপাঙ্গান্তরমধ্যমাঙ্গুলো পঞ্চমাঙ্গুলে।
অর্দ্ধপঞ্চাঙ্গুলে প্রাদেশিন্যনামিকে।
সার্দ্ধত্র্যঙ্গুলৌ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠৌ।
চতুর্বিংশতিবিস্তারপরিণাহং মুখগ্রীবং।
ত্রিভাগাঙ্গুলীবিস্তারা নাসাপুটমর্য্যাদা।
নয়নত্রিভাগপরিণাহা তারকা। নবমস্তারকাংশো দৃষ্টিঃ।
কেশান্তমস্তকান্তরমেকাদশাঙ্গুলং।
মস্তকাদবটুকেশান্তো দশাঙ্গুলঃ কর্ণাবট্বন্তরং চতুর্দ্দশাঙ্গুলং
পুরুষো বঃ প্রমাণবিস্তীর্ণাস্ত্রিশ্রোণিঃ।
অষ্টাদশাঙ্গুলবিস্তীর্ণমুরঃ। তৎপ্রমাণা পুরুষস্য কটী।
সবিংশমঙ্গুলশতং পুরুষায়াম ইতি॥

অধুনা পরমায়ুঃ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ সম্বন্ধীয় লক্ষণ কথিত হইতেছে। শরীরস্থ হস্ত, পদ, শিরঃ প্রভৃতির নাম অঙ্গ।

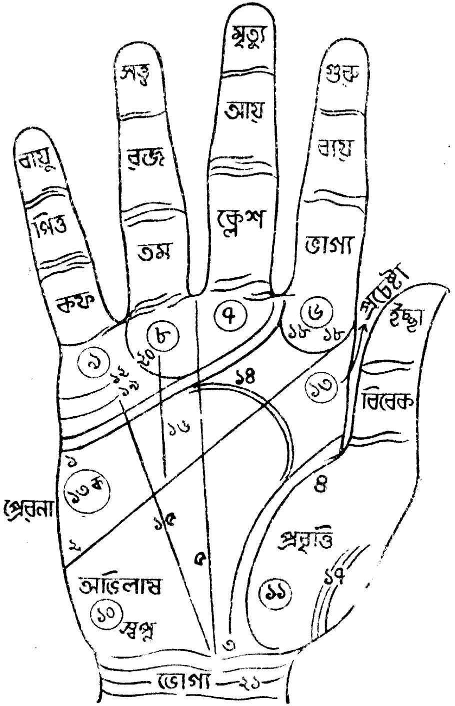
অঙ্গের অবয়বকে প্রত্যঙ্গ কহে। পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী প্রত্যেকেই স্বীয় অঙ্গুলীর দ্বি অঙ্গুল পরিমাণ হয়। মধ্যমার পরিমাণ তর্জ্জনীর পাঁচ অংশের চারি অংশ। অনামিকার পরিমাণ মধ্যমার পাঁচ অংশের চারি অংশ এবং কনিষ্ঠার পরিমাণ অনামিকার পাঁচ অংশের চারি অংশ হইয়া থাকে। পদ-তল ও পদতলের উর্দ্ধাংশ হইতে অঙ্গুলীর মূল যাবৎ এই দুই স্থল প্রত্যেক চতুরঙ্গুল আয়ত ও পঞ্চাঙ্গুল বিস্তৃত। পার্ষ্ণি পঞ্চাঙ্গুল আয়ত ও চতুরঙ্গুল বিস্তৃত। জঙ্ঘার দীর্ঘতা অষ্টাদশ অঙ্গুল। জানুর উর্দ্ধদেশ দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুলী দীর্ঘ হইয়া থাকে। এইরূপে পঞ্চাশৎ অঙ্গুলী দীর্ঘ হয়। উরুর পরিমাণ জঙ্ঘার তুল্য। কোষ, চিবুক, দন্ত, নাসা, শ্রবণমূল ও নেত্রমধ্যের পরিমাণ দুই অঙ্গুলী। শিশ্ন, মুখমধ্য, নাসা, শ্রবণ ললাট, গ্রীবার উচ্চতা ও চক্ষুর আয়তন চতুরঙ্গুলী। যোনির বিস্তার দ্বাদশ অঙ্গুলী। শিশ্ন হইতে নাভি-দেশ, নাভি হইতে বক্ষ এবং বক্ষ হইতে গ্রীবা পর্য্যন্তের পরিমাণ দ্বাদশাঙ্গুল। স্তনদ্বয়ের মধ্য ও মুখের দীর্ঘতা দ্বাদশাঙ্গুলী। মণিবন্ধ ও প্রকোষ্ঠের স্থূলত্বের পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুলী জানিবে। বস্তি ষোড়শাঙ্গুল বিস্তৃত, স্কন্ধ ও কনুই এই উভয়ের অন্তর ষোড়শ অঙ্গুল। হস্তের দীর্ঘতা চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল, হস্তদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেক হস্ত দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুল এবং উরুদ্বয়ের প্রত্যেকে দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুলী হয়। মণিবন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্তের বিস্তৃত ষোড়শ অঙ্গুল। করতলের দৈর্ঘ্য ছয় অঙ্গুলী। হস্ততল চতুরঙ্গুল বিস্তৃত। অঙ্গুষ্ঠের মূল হইতে তর্জ্জনী পর্য্যন্তের পরিমাণ দুই মধ্যমার ন্যায়। কর্ণাবধি চক্ষুর কোণ যাবৎ পরিমাণ পঞ্চাঙ্গুলী, তর্জ্জনী, ও অনামা এই অঙ্গুলীদ্বয়ের অন্তর সার্দ্ধ দ্বি অঙ্গুলী জানিবে। কনিষ্ঠার ও অঙ্গুষ্ঠের সার্দ্ধ তিন অঙ্গুল। মুখ ও গ্রীবা প্রত্যেক দ্বাদশ অঙ্গুলী বিস্তৃত। নাসারন্ধ্রের পরিমাণ একটি অঙ্গুলীর চারি অংশের তিন অংশ। চক্ষুর তারার পরিমাণ নেত্রের পরিমাণের চারি অংশের তিন অংশ। তারার

নয় অংশের একঅংশ নেত্রের পুত্তলিকার পরিমাণ শিরোদেশের যে অংশে মস্তিষ্ক থাকে, সেই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মুখের কেশান্ত যাবৎ স্থানের পরিমাণ একাদশ অঙ্গুলী। যে স্থলে মস্তিষ্ক বর্ত্তমান, সেই স্থল হইতে পশ্চাদ্ভাগের কেশান্ত যাবৎ স্থল দ্বাদশ অঙ্গুল। পুরুষের বক্ষঃস্থলের পরিমাণ নারীজাতির কটির পরিমাণের তুল্য। নারীজাতির বক্ষের পরিমাণ অষ্টাদশ অঙ্গুল এবং পুরুষের কটিও তৎপরিমিত। পুরুষের সর্ব্বদেহের পরিমাণ একশত বিংশতি অঙ্গুলী।

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥
দেহঃ স্বৈরঙ্গুলৈরেষ যথাবদনুকীর্ত্তিতঃ।
যুক্তপ্রমাণেনানেন পুমান্ বা যদি বাঙ্গনা॥
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি বিত্তঞ্চ মহদৃচ্ছতি।
মধ্যমং মধ্যমৈরায়ুর্ব্বিত্তং হীনৈস্তথাবরম্॥

পুরুষের বয়স পঞ্চবিংশতি ও নারীর বয়স ষোড়শ বর্ষ হইলে সমবীর্য্য হয়। স্ব স্ব অঙ্গুলীর পরিমাণানুসারে যেরূপ পরিমাণ বর্ণিত হইল, পুরুষ বা স্ত্রীর অঙ্গ সেই পরিমাণে হইলে, সেই পুরুষ ও সেই স্ত্রী বলশালী হয় এবং বহুকাল জীবিত থাকে সন্দেহ নাই। অধিকাংশ অঙ্গের পরিমাণ নিয়মিত হইলে, সে ধনী ও মধ্যমায়ুঃ হয়। যাহার কোন অঙ্গই নিয়মিত পরিমাণযুক্ত নহে কিম্বা সামান্য কতিপয় মাত্র অঙ্গ পরিমাণবিশিষ্ট, সে দরিদ্র ও অল্পায়ু হয় সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্য মতে রেখা পরিচয় দেখুন



(২নং চিত্র)

রেখা পরিচয়

পাশ্চাত্য মতে

১। হৃদয় রেখা
২। শির রেখা
৩। আয়ু রেখা
৪। মঙ্গল রেখা
৫। ঊর্দ্ধ রেখা
১৬। রবি রেখা

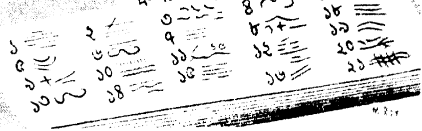
৬। বৃহস্পতির ক্ষেত্র
৭। শনির ক্ষেত্র
৮। রবির ক্ষেত্র
৯। বুধের ক্ষেত্র
১০। চন্দ্রের ক্ষেত্র
১১। শুক্রের ক্ষেত্র
১২। অনুগ রেখা
১৩.১৩ক মঙ্গলের ক্ষেত্র

১২। বিবাহ রেখা
১৪। প্রণয় রেখা
১৮। জ্ঞান রেখা
২০। শুক্র বন্ধনী
২১। মণি বন্ধ ১৫ স্বাস্থ্য রেখা

চিহ্ন

◇ চতুষ্কোণ △ ত্রিকোণ ▦ জালচিহ্ন / যবচিহ্ন ⊙ রবি ☽ চন্দ্র
✳ তারকাচিহ্ন ✗ ক্রসচিহ্ন ∞ শৃঙ্খলচিহ্ন ♄ শনি ☊ রাহু
♂ মঙ্গল ☿ বুধ ♃ বৃহস্পতি ♀ শুক্র
☋ কেতু ♅ হার্সেল ♆ নেপচুন ♇ প্লুটো

কপালচিহ্ন



(৩নং চিত্র)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হাত দেখার নিয়ম ও প্রণালী।

হাতের প্রকারভেদ।

১। আধ্যাত্মিক হাত।

২। পার্থিব হাত।

৩। শিল্পীর হাত।

৪। শ্রমিকের হাত।

৫। পেশাদারের হাত।

৬। ভবঘুরের হাত।

৭। *হত্যাকারীর হাত বা স্বভাব দুর্বৃত্তের হাত।

৮। বৈজ্ঞানিকের হাত।

৯। †বিদ্রোহীর হাত বা অপরাধপ্রবণের হাত।

১। মোটামুটি নয় প্রকার হাতের পরিচয় জানা উচিত। হাতের ন গঠন, অঙ্গুলী, গ্রন্থী দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পুরু অথবা পাতলা রেখা ও করতলের ব বিচার করিতে হইবে। হাতদেখা শিখিতে হইলে, প্রত্যহ অন্ততঃ ১০খানি হাত দেখিতে হইবে। উপযাচক হইয়া বিশেষজ্ঞ প[illegible]তের গৃহে উপস্থি হইয়া হাতের ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করা উচিত।

---

*স্বভাব দুর্বৃত্তেরা নৃশংসতাকে অভ্যাস করে। যাহারা ক্রোধ পরবশ হইয়া হত করিয়াছেন অথবা প্রতিহিংসার জন্য হত্যা করিয়াছেন, সেই সকল হাত এ শ্রেণীভুক্ত নয়।

†এক শ্রেণীর কিশোর কিশোরী দেখা যায় যাহারা অপরাধ-প্রবণ, অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল, কা তাহারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্বগুণবিহ্বল হইয়া কার্য্য করে।

সাধারণ ও অসাধারণের কারণ নির্ণয় না করিলে কোনপ্রকার উন্নতি সম্ভব নয়। অনেকে একখানি মাত্র পুস্তক পড়িয়া পেশাদার জ্যোতিষী হওয়ার চেষ্টা করেন, ইহাতে যশ, প্রতিষ্ঠা ও অর্থলাভ হয় না।

২। হাতের ক্ষেত্রগুলির অবস্থা এবং তাহার উপর রেখা অথবা চিহ্নগুলির বিচার করিবেন। (হাতের ২য় চিত্র দেখুন) ৬। বৃহস্পতির ক্ষেত্র, ৭। শনির ক্ষেত্র, ৮। রবির ক্ষেত্র, ৯। বুধের ক্ষেত্র, ১০। চন্দ্রের ক্ষেত্র, ১১। শুক্রের ক্ষেত্র, ১৩। মঙ্গলের ক্ষেত্র এবং ১৩ক, মঙ্গলের ক্ষেত্র।

১৩ক হইতে প্রেরণা এবং ১৩নং ক্ষেত্র হইতে প্রচেষ্টা বিচার করিতে হয়। ক্ষেত্রগুলির অবস্থা বিচার করিতে হইলে, প্রধানতঃ দেখিতে হইবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্র স্বাভাবিক, কোন্‌টি উন্নত, কোন্‌টি অবনত। একখানি পাতলা রেখাবহুল হাতে কোন ক্ষেত্রগুলিই প্রকৃষ্ট-ভাবে উন্নত দেখা সম্ভব নয়, কারণ স্বাভাবিকভাবে অবনত বলিয়াই হাতখানি পাতলা হইয়াছে, কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিবেন ঐ সমস্ত ক্ষেত্রগুলির মধ্যেও পার্থক্য আছে, পার্থক্য দেখিয়া অবস্থার পরিচয় পাইবেন।

বৃহস্পতির আঙ্গুল—বৃহস্পতির ক্ষেত্র (৬) ইহার প্রথম পর্ব্বের অবস্থা দেখিয়া ভাগ্য, দ্বিতীয় পর্ব্বের অবস্থা দেখিয়া বায় এবং তৃতীয় পর্ব্বের অবস্থা দেখিয়া গুরুত্ব অবস্থা বিচার করিতে হয়, ইহাকে তর্জ্জনী বলে। পৃথিবীতে ব্যক্তিত্ব, তর্জ্জন, গর্জ্জন, আস্ফালন প্রকাশ করিতে হইলে মানুষকে এই অঙ্গুলীটির সাহায্য লইতে হয়, মানুষ ভাগ্য অনুসারে ফলাফল লাভ করে। ব্যয়বায় হইল কি তর্জ্জন গর্জ্জনে অর্থব্যয় হইল, সুধীগণ হাত দেখিয়া বিচার করিতে পারিবেন। তর্জ্জন গর্জ্জনের গুরুত্ব বিচার করাও যেমন সম্ভব, তেমনি শিক্ষক অথবা

শিক্ষকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন তাহাও বিচার করা যায়। মানুষ সাধারণতঃ লিখিবার সময় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্ব্ব, সম্পূর্ণ তর্জ্জনীর সাহায্য এবং শনির অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বের উপর জোর দিয়া কার্য্য করে। প্রবাদ আছে "শতংবদ মা লিখ" কারণ লিখিতে হইলে মৃত্যু পর্ব্বের উপর কলমটিকে রাখিয়া তবে লিখিতে হয়। এই সামন্য অধ্যায়ে ইঙ্গিত দিয়া যাইব, শিক্ষার্থীগণ তথ্য আবিষ্কার করার সুযোগ পাইবেন। অনুশীলন করার অভ্যাস থাকিলে গবেষক হইতে পারিবেন, ফলে অধুনা লুপ্ত হিন্দু সামুদ্রিক শাস্ত্রের উদ্ধার হইবে এবং শাস্ত্রগুলি বিজ্ঞান-সম্মত হইতে পারিবে।

৩। হাতের ২য় চিত্রে (৭) চিহ্নিত স্থানটিকে শনির ক্ষেত্র বলে। মধ্যমাকে শনির আঙ্গুল বলে। প্রথম পর্ব্ব হইতে আয়, দ্বিতীয় পর্ব্ব হইতে ক্লেশের পরিমাণ এবং তৃতীয় পর্ব্ব হইতে মৃত্যুর, অথবা অপমানের কারণ নির্দ্দেশ করা যায়।

৪। (৮) চিহ্নিত স্থানটিকে রবির ক্ষেত্র বলা হয়। অনামিকাকে রবির আঙ্গুল বলে। মানুষ মাত্রই ত্রিগুণাত্মক। রবি আত্মার কারক। (প্রথম চিত্রে দেখুন) প্রথম পর্ব্বে দেখান হইয়াছে প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় পর্ব্বে ব্যক্তিত্ব এবং তৃতীয় পর্ব্বে প্রতিষ্ঠার পরিচয় লাভের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ২য় চিত্রে প্রথম পর্ব্ব তমোগুণের, দ্বিতীয় পর্ব্ব রজোগুণের এবং তৃতীয় পর্ব্ব সত্ত্বগুণের কারক বলা হইয়াছে। শিক্ষার্থীগণকে বিচার করিতে হইলে, দেখিতে হইবে, তমোগুণ প্রতিষ্ঠার আধার। মানুষ যে বংশে জন্মগ্রহণ করে, তমোগুণ প্রভাবে সংস্কারবদ্ধ হইয়া সেই প্রতিষ্ঠাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে।

৪। রজোগুণ অহম্ভাবের বিকাশক, আত্মশক্তিকে মর্য্যাদা দেয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং সত্ত্বগুণ তাহার প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব

দেখায়। সুতরাং শিক্ষার্থীগণ প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্রটিকে বুঝিবার চেষ্টা করিবেন।

৫। (৯) চিহ্নিত স্থানটিকে বুধের ক্ষেত্র বলে। কনিষ্ঠা বুধের আঙ্গুল। প্রথম চিত্রে অবস্থা, সংসর্গ ও মোহের কারক বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় চিত্রে কফ, পিত্ত ও বায়ুর কারক বলা হইয়াছে। বুধ মানুষকে বুদ্ধি যোগায়। শুভ বুদ্ধি অথবা অশুভ বুদ্ধির আধার এই আঙ্গুল, কারণ বিশ্লেষণ করিতে হইলে যেমন অবস্থা, সংসর্গ এবং আকর্ষণ বা মোহকে বিচার করিতে হয়, সেইরূপ কফ, পিত্ত ও বায়ু প্রকৃতির উপর বুদ্ধির বিচার করিতে হয়।

৬। ৯ এবং ১০ চিহ্নের মধ্যস্থলে ২য় চিত্র দেখুন। ১৩ক স্থান আছে, ইহা মঙ্গলের ক্ষেত্র। মানুষকে প্রেরণা যোগাইতে এই ক্ষেত্রটি বিশেষ কাজ করে। বুধ হইতে চন্দ্রের ক্ষেত্র পর্যন্ত স্থানটিতে বিশেষ জ্ঞানের রেখাগুলি প্রায়ই পাওয়া যায়। লিখিবার সময় এই তিনটি ক্ষেত্র সহযোগিতা করে। লেখার ভাবধারাকে যথাক্রমে চন্দ্র, মঙ্গল ও বুধ এই তিনটি ক্ষেত্র পরিচালিত করে। ১৩ চিহ্নিত স্থানটি বৃহস্পতি এবং শুক্রের মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্র। মানুষের প্রচেষ্টা আংশিকভাবে প্রবৃত্তি ও বিবেকের দ্বারা চালিত।

৭। (১০) চিহ্নিত স্থানটিকে চন্দ্রের ক্ষেত্র বলা হয়। চন্দ্র মানসিকতার কারক। এই ক্ষেত্র হইতে অভিলাষ এবং স্বপ্নের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বাস্তব ও অলীক কল্পনার পরিচয় দেয়। চন্দ্রের আধিপত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। সমুদ্র যাত্রার রেখা এই ক্ষেত্রে পাওয়া যায় শিররেখার সহিত এই ক্ষেত্রের সম্পর্ক থাকিলে শিক্ষার তারতম্য হইয়া থাকে। মৃগী, মূর্চ্ছা মস্তিষ্কের রোগাদির প্রকাশ, রেখা অনুসারে হইয়া থাকে।

৮। (১১) চিহ্নিত স্থানটি শুক্রের ক্ষেত্র। শুক্র রিপুকারক গ্রহ। এই স্থানটি প্রবৃত্তিভেদে রেখাবহুল অথবা অল্প রেখাবিশিষ্ট হয়। পুরুষের দেহজ শুক্র এবং নারীর শোণিত অথবা আর্ত্তব এবং তাহার রোগাদির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে ভাই বোনের রেখাগুলি দেখা যায়; স্নায়ুশক্তি অথবা স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতার চিহ্ন পাওয়া যায়। মানুষের প্রবৃত্তি-গুলির জটিলতার প্রকাশ পায়। শুক্রের আঙ্গুলের প্রথম পর্ব্ব হাতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ক্ষেত্র। দ্বিতীয় পর্ব্ব হইতে বিবেক এবং তৃতীয় পর্ব্ব হইতে ইচ্ছার শক্তি বুঝা যায়। পৃথিবীর উপর চন্দ্র সূর্য্য, যেমন প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে, শুক্রও যথেষ্ট আধিপত্য করিতেছে।

৯। ২য় চিত্র (১) হৃদয়রেখা বা আয়ুরেখা। জীবের দেহ ধারণের অনুকূলে তিনটি প্রাণময় কোষ আছে। যথা—১। হৃদয়, ২। মস্তিষ্ক ৩। যকৃৎ। মানুষের উদারতা, দয়া, মায়া, প্রেম, ভক্তি, কল্পনা, অনু-প্রেরণা এবং ধারা জানিবার পক্ষে এ রেখাটি সহায়তা করে। অনেক হাতে এই হৃদয় রেখাটি থাকে না বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাকে আয়ুরেখা করেন নাই। হৃদয়রেখা, শিররেখা অথবা যকৃৎরেখা বা আয়ুরেখার কোনটি দুর্ব্বল হইলে অথবা ভাঙ্গিয়া যাইলে সেই বয়সে মারাত্মক পীড়াদি হয়। উভয় হাতে যদি শিররেখা, হৃদয়রেখা অথবা আয়ুরেখা ভাঙ্গা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিত মৃত্যু হইবে বলা যায়।

কুমারী অথবা যুবতী স্ত্রীলোকদের হাতের বল বিশেষত্ব আছে, শিররেখা, হৃদয়রেখা ও আয়ুরেখা শৃঙ্খলপূর্ণ, লম্বা পাতলা হাত (বিদ্রোহীর হাত) অনেক সময় আত্মহত্যার যোগ আনে অথচ নারীর এই বিদ্রোহী হাতে সূক্ষ্ম উর্দ্ধরেখা থাকিলে ব্যভিচারী করে। চতুষ্কোণ হাত হইলে স্থায়ী জরায়ুর রোগ হইবার সম্ভাবনা আছে। স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতার রেখা এবং শিশুর অনুভূতির রেখার পার্থক্য শিক্ষার্থীর বিচার

করা উচিত। শিক্ষার্থীরা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন ২য় চিত্রের ১। হৃদয়রেখা ২। শিররেখা ৩। আয়ুরেখা বা যকৃৎরেখা। (পাশ্চাত্যমতে রেখা পরিচয়ের ছবি দেখুন)।

১০। রেখাগুলির মধ্যে কতকগুলি সুপ্ত, কতকগুলি লুপ্ত কতকগুলি সতেজ, কতকগুলি দুর্ব্বল। শিক্ষার্থীরা আগন্তুকের গুণ, ব্যবহার, শিক্ষা, সংসর্গ ও সভ্যতার বিচার করিবেন। হাত দেখিবার পূর্ব্বে লক্ষ্য রাখিতে হইবে জাতকের মুখ, ভাব ও ভাষার দ্বারা শিক্ষার্থীর কি ধারণা জন্মিয়াছে। এই ধারণা ও হাত দুইখানি শিক্ষার্থীর ধারণার অনুকূলে না প্রতিকূলে। হাতখানি পূর্ব্বোল্লিখিত ৯ প্রকার হাতের কোন্ শ্রেণীর। প্রশ্নগুলির আশা, আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি গভীর না দুর্ব্বল জাগতিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কতটুকু, এ সম্বন্ধে রেখাগত বিচার না করিলে কোন শিক্ষার্থী সুনাম অর্জ্জন করিতে পারিবেন না। Face is the index of mind. (মুখমণ্ডলের ভাবে যে ধারণা জন্মে, সেটার পিছনে বাস্তব সত্য আছে কি নেই সেইটাকে বিচার করিতে না শিখিলে কোন শিক্ষার্থী সামুদ্রিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন না।)

১১। দেশ, কাল, পাত্র ও সংসর্গভেদে রেখা ও ফলাফলের তারতম্য হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, কোন যুবকের হাতে ২৩ বছর বয়সে (বয়ঃক্রম জানিবার প্রণালী (৮৬ক) দেখুন) যকৃৎরেখা হইতে একটি ঊর্দ্ধরেখা বৃহস্পতির ক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছে, ইহা উন্নতির চিহ্ন। দেখা যায় এই বয়সে কাহারও বিবাহ কাহারও বা বিদ্যা উন্নতি, কেহ বা নূতন কর্ম্ম পাইয়াছেন, কেহ বা নূতন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কেহ বা লটারীতে অর্থ পাইয়াছেন; কিন্তু অর্থের পরিমাণ সকলের সমান নয়। সুযোগ সুবিধা পাত্রের পারিপার্শ্বিক অথবা পারিবারিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। পাত্রের অবস্থা,

সুযোগ সুবিধা, কাল ও দেশ, মানব-জীবনে আধিপত্য করে। আবার এইরূপ দেখা গিয়াছে, কোন নারী ২৩ বৎসরের ঊর্দ্ধরেখায় একটি সন্তান লইয়া বিধবা হইলেন, কিন্তু এই ঊর্দ্ধরেখাটির সুফল বর্ণনায় শিক্ষার্থী হতাশ হইলেন। কোথায় উন্নতি—কোথায় বৈধব্য বিড়ম্বনা, কালে এই পুত্রটি সংসারে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন এইরূপ দেখা গিয়াছে। সুপ্ত রেখাগুলির ফলাফল যেমন বিচিত্র লুপ্তরেখাগুলির ফলাফল আরও বিচিত্র। কোন কোন হাতে ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা কাজ করে। কোন কোন হাতে শুধু ভাগ্যই কাজ করিয়া থাকে।

১২। রেখাগুলির ক্ষেত্র অনুযায়ী সম্পর্কে অনুকূল অথবা প্রতিকূল বিচার করিতে হয়।

১৩। রেখার গতি, বর্ণ ও রক্তের প্রভাব বিচার করা উচিত নচেৎ সতেজ অথবা দুর্ব্বল রেখা বুঝা যায় না।

১৪। আঙ্গুলের করের রেখা বা চিহ্ন এবং পর্ব্বের রেখা ও চিহ্নের পার্থক্য বিচার করা উচিত।

১৫। মুখের সহিত কপালের রেখা (পাশ্চাত্যমতে রেখা পরিচয় ছবিখানি দেখুন) বা চিহ্নগুলির সম্পর্ক বিচার করা উচিত।

১৬। জাতক প্রকৃতি ও চরিত্রের অনুকূলে ক[illegible]ীন কি না বিচার করা উচিত।

১৭। বংশগত প্রভাব বা সংস্কার শিক্ষার ও [illegible]গের প্রভাব প্রায় ক্ষেত্রেই বিচার করা উচিত।

১৮। **করতলের অবস্থা**ঃ—যথা—মলিন, রুক্ষ, শুষ্ক, ঘর্ম্মাক্ত, তৈলাক্ত। রক্তাভ পীতাভ, বিবর্ণ বা তামাটে কৃষ্ণবর্ণ রেখা মানবজীবনে ফলাফলের পার্থক্য ঘটায়। ইহা রোগাদির লক্ষণ ও পরিচয় প্রদান করে। সিফিলিস্ রোগীর করতল টিউবার কিউলোসিস্ রোগীর নখ,

অভ্যাস করিয়া না দেখিলে ছবির দ্বারা জ্ঞান দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, ইহা অভিজ্ঞ সামুদ্রিকবিদের বিশেষ জ্ঞান।

১৯। নখ ও অঙ্গুলীগুলি স্বাস্থ্য, শক্তি ও অনুভূতির পরিচয় দেয়।

২০। মুখ দেখিয়া সাধারণ মানুষও সৎ ও অসৎ প্রকৃতির লোকের কতকটা পরিচয় পান, ইহা স্বতঃ জ্ঞান। যাহার স্বতঃজ্ঞান যত বেশী এবং অভ্যাস অনুশীলনকারী শিক্ষার্থী সংশয় ও সমস্যাগুলি যত বেশী মনে মনে বিচার বিবেচনা করেন, তিনি তত বেশী জ্ঞানলাভ করেন। মুখের গঠন দেখিয়া রাশি, লগ্ন বা জন্মমাস নির্ণয় করা অসম্ভব হয় না। গলার স্বর শুনিয়া শুক্রের প্রভাব ঠিক করা অসম্ভব হয় না।

২১। কপালের রেখাগুলি দুই প্রকার ১। প্রকাশ্য, ২। গুপ্ত। স্থানান্তরে কপালের রেখাগুলির ছবি দেওয়া হইয়াছে, ভাব বিহ্বল অবস্থায় রেখাগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। গুপ্ত রেখাগুলি নিদ্রিত অবস্থায় বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। তন্দ্রা অবস্থায় কতকগুলি মুখের ভাব প্রকাশিত হয় মাত্র।

২২। চোখে ও মুখে কতকগুলি সাময়িক ভাব বা উত্তেজনা প্রকাশ পায়। চতুর শিক্ষার্থী কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া আচরণগুলি সত্য, মিথ্যা অথবা কপট স্থির করিবেন। অভিনেতাদের মধ্যে ভাব সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়, সুতরাং সে ক্ষেত্রে সতর্কদৃষ্টিতে প্রকৃত ভাবগুলি বিচার করিবেন।

২৩। কোন সঙ্কেত, ইঙ্গিত সহসা চোখে পড়িলে মানুষের কানের উপর কতকগুলি অবস্থা পরিস্ফুট হয়, তাহা অবলোকন করা উচিত।

২৪। স্বভাব বুঝিতে হইলে কার্য্যরত অবস্থায়, অভ্যাস অথবা চাল চলনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত বিকট দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে সংশয় সৃষ্টি করিবেন, সেইজন্য চতুর শিক্ষার্থী বাসে, ট্রামে বসিয়া যে

জ্ঞানটুকু সংগ্রহ করিতে চান, বিকট দৃষ্টিতে কোন নর নারীকে নিশ্চয়ই দেখিবেন না। অনেকে মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে বিরক্ত হন। আলাপ পরিচয় করিলে সন্দেহ করেন, সুতরাং শিক্ষার্থী যোগনেত্রে* বা চতুর দৃষ্টিতে সব কিছু অবলোকন করিবেন।

২৫। উদ্দেশ্য ঠিক করিতে হইলে চলার ভঙ্গী, হাত দোলান, অথবা ঘরে প্রবেশ কালীন পশ্চাতে মুষ্টিবদ্ধ হাত রাখিয়া প্রবেশ ইত্যাদি লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথম প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করা উচিত। বিচারকগণ, গোয়েন্দাগণ, চিকিৎসকগণ এই সমস্ত অভ্যাসগুলিকে স্বতঃজ্ঞান প্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়া অভিনব বিচার-পদ্ধতি দেখাইয়া থাকেন।

২৬। কতকগুলি ভাব ফটোগ্রাফ-চিত্র ভিন্ন দেখান সম্ভব নয়। সামুদ্রিক শাস্ত্রবিদ্‌গণ অভিজ্ঞতার উপর ছাত্রদের বা মানুষের আত্মশক্তি, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, শ্রমশীলতা, মিতাচার শিক্ষা, অপব্যয়, চরিত্রহীনতা সংসারিক অবস্থা, অভিভাবকহীনত্ব ইত্যাদির পর্য্যালোচনা করেন। সরকারী অফিসে অথবা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে চাকুরীর উমেদারদের লক্ষ্য করিলে কিছুটা স্বতঃজ্ঞানের পরিচয় শিক্ষার্থীরা পাইতে পারেন, যদি শুধু মুখ ও কপালের চিহ্নগুলি লক্ষ্য করেন।

২৭। চোখের বর্ণ, আকার, জ্যোতি এবং পল্লব শিক্ষার্থীকে আলোচনার এবং জ্ঞানলাভের সাহায্য করে। মনের উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, দায়িত্বজ্ঞান, চতুর অথবা ধাপ্পাবাজ চোখে প্রকাশ পায়। চক্ষুলজ্জা মানুষের সহজ সরল ভাবপ্রকাশের অন্তরায় হয়। [illegible] কথা বলিতে অনেকে পারেন না, সেইজন্য অনেক আচরণ অপ্রকাশিত থাকে, ইহা মনে এক জটিলতার সৃষ্টি করে, চোখেই সেইটুকু প্রকাশ পায়। দালালদের বেশ

*আহারের সময় বিড়াল কাছে থাকিলে, বিড়াল যোগনেত্রে তাহার আহার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে অথচ বাহ্যিক শিষ্টতা ক্ষুণ্ণ হয় না।

ভূষার মধ্যে যোগ্যতা ততখানি প্রকাশ পায় না, যতখানি আত্ম বিশ্বাসের স্থায়ী তরঙ্গ চোখে এবং মুখে প্রকাশ পায়। কতকগুলি গুণ বা ভাব মানুষ কৃষ্টীর দ্বারা লাভ করে, কতকগুলি ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার আদর্শ এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কাহারও কোন বিশেষ গুণ সুপ্ত থাকিলে যে সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেওয়া এবং উৎসাহিত করা। কোন যুবক অভিনেতা হইতে চান, সেই সম্বন্ধে যিনি পরামর্শ চাহিতেছেন তাঁহার চোখে কতটুকু ভাব প্রকাশ হইতেছে তাহা লক্ষ্য না করিলে ভবিষ্যৎবাণী অহেতুক হইবে মাত্র।

২৮। চিহ্ন, রেখা ও মুখের লক্ষণগুলিকে সঙ্গতরূপ বিশ্লেষণ করিতে না পারিলে এই লুপ্তশাস্ত্রের প্রতি সুধী সমাজ আকৃষ্ট হইবেন না, শাস্ত্রের উন্নতি হইবে না, পেশাদারদের আয় ক্রমশই কমিয়া যাইবে। যশ খ্যাতি, প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হইবে না, শুধু চরিত্র ও প্রকৃতির পরিচয় পাইবামাত্র যে সকল শিক্ষার্থী পেশাদার সামুদ্রিক ব্যবসায়ী হইবেন তাঁহারা ক্রমেই শাস্ত্রচর্চ্চাকে নষ্ট করিবেন।

২৯। ক্ষুদ্র চক্ষু লোকেরা বুদ্ধিমান্, চঞ্চল ও অনিষ্টকারী হয়। মুখমণ্ডল ছোট এবং চোখ ছোট হইলে বানর স্বভাববিশিষ্ট হয়। (যদি গাল চড়ান মুখ হয়) প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বিচার করা উচিত। কাণ বড় হইলেই হস্তীমুর্খ হয় না।

৩০। আকৃতি ও গঠন বিচারকালে মানুষের মোটামুটি ৪টি প্রকৃতির বিচার করা উচিত। ১। বায়ু, ২। পিত্ত, ৩। কফ, ৪। পার্থিব। প্রকৃতিতে বংশগত আধিপত্য, রোগাদির প্রভাব এবং ব্যক্তিত্ব পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে প্রকৃতিগত জটিলতা বিচার করা যায়। বর ক'নের হাত দেখিয়া যোটক বিচার যতটুকু বৈজ্ঞানিক হয়, কোষ্ঠী দেখিয়া ততখানি বিজ্ঞান সম্মত হয় না। পুত্র কন্যা অথবা ভাই বোনের

সংখ্যার উপর বংশগত প্রভাব নিতান্ত কম নয়। উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য এই যুক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যে বংশে কন্যা সন্তান বেশী সেই বংশের মেয়ের সহিত বিবাহ হইলে কন্যা সন্তান বেশী হইবার সম্ভাবনা, যদি পাত্রপক্ষের ভগ্নীর সংখ্যা বেশী হয়। যে বংশে সন্তানসংখ্যা বেশী হয় সন্তানরা দীর্ঘজীবন পায় না, অথবা বার্দ্ধক্যে পিতামাতা মনস্তাপ পাইয়া থাকেন। জনবলের উপর রাষ্ট্রের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত, এ সত্য সব ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া চলে না। অধিসংখ্যক সন্তান প্রসবকারিণী মাতা যেমন সন্তানদের দীর্ঘায়ু দিতে পারেন না, তেমনি পিতাও সন্তানদের বশে রাখিতে পারেন না, ফলে বংশগত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হাতের সন্তান স্নায়বিক দুর্ব্বলতাগ্রস্থ হয়, ফলে কতকগুলি বিদ্রোহীহস্তের সৃষ্টি হয়, আর এই সব সন্তানদের দ্বারাই গণ বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। অভাব ও অভিযোগ সারা জগতময় ছড়িয়ে পড়ে, জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য কতকটা, আর কতকটা বিদ্রোহীহস্তের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য। যৌন আকর্ষণ এই সকল সন্তানদের মধ্যে যত খানি প্রবল অন্যান্য সন্তানদের মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে ততখানি প্রবল নয়। পার্থিব হস্ত এবং শ্রমিকের হস্তের পার্থক্য বেশী নয়, পার্থিব হস্তে কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার সুযোগ এবং অভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায় শ্রমিকের হাতে। পার্থিব হস্তে ৪টির অধিক প্রধান রেখা পাওয়া যায়, শ্রমিকের হাতে ৪টির অধিক রেখা প্রায়ই পাওয়া যায় না। সন্তান রেখাগুলি পার্থিব অথবা শ্রমিকের হস্তে কোনদিনই বিশেষভাবে প্রকাশ পায় নাই। এঁরা বাচাল অথবা বাক্যবাগীশ বা তার্কিক নন।

বর্ণ-বিচার ঃ—

৩১। নর ও নারীর গায়ের রং কালো হইলে শান্তস্বভাব এবং বশ্যতার জন্য বিখ্যাত, উদার ও প্রেমিক; কিন্তু মহৎ নয়, কিছু কপটতা থাকে।

৩২। তামাটে গায়ের রং হইলে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সরল, কর্ম্মকুশল ও যোগ্যতা সম্পন্ন।

ফর্সা পীতাভ ঃ—

৩৩। হলদে গায়ের রং হইলে উদাসীন, অবসাদগ্রস্ত, মাদকদ্রব্য প্রিয়, সম্ভোগী, প্রিয়ভাষী, মধুর ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন, স্বার্থপর, চতুর, সপ্রতিভ, ক্ষতি বা অপমানে চঞ্চল হয় না। পাওয়ার আনন্দ না পাওয়ার দুঃখ মুখে বা কার্য্যে প্রকাশ পায় না। প্রতিহিংসার বাসনা প্রবল থাকে। আলস্য কর্ম্ম প্রচেষ্টার অন্তরায় হয়। আকর্ষণ শক্তি কালো নর নারীর চেয়ে অনেক কম।

ফর্সা রক্তাভ ঃ—

৩৪। পরিবর্ত্তন প্রিয়, দাম্ভিক, মায়াবী, স্পষ্টবাদী, কলহপ্রিয়, হিংসুক বা পরশ্রীকাতর, অপরিনামদর্শী, তেজস্বী হয়।

ফর্সা শ্বেতাভ ঃ—

৩৫। আত্ম-গৌরববিশিষ্ট, অভিজাত, অভিচার গুণসম্পন্ন, কামুক গম্ভীর, দুর্ব্বলমনা, ভয়বিহ্বল, প্রত্যুৎপন্নমতিবিশিষ্ট, ভোগী, বিলাসী সত্য ও ন্যায়কে মর্য্যাদা দান করে। উদারতা, সৌজন্য পুরুষ স্ত্রীলোককে অথবা স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের দেখায়। প্রাচীনপন্থী, ধর্ম্মে যথেষ্ট বিশ্বাস থাকে; ফর্সা নরনারী মাত্রই চর্ম্মরোগ প্রবণ প্রধানতঃ শৈশবে বেশী ভুগিয়া থাকেন; কারণ এঁরা থাকে সময়ে সময়ে শৈশবে কিছুটা অপরিচ্ছন্ন, রুচি বিকারও দেখা যায়।

৩৬। **বিবর্ণঃ**—ইহা রোগজনিত, বসন্তের পর, সিফিলিসের পর অবস্থায় বাজীকরণের ঔষধ সেবনের পর মুখের রংএর পরিবর্ত্তন দেখা যায়, এইরূপ হইলে চিকিৎসা করান উচিত। একপ্রকার শুষ্কচর্ম্ম বিশিষ্ট বিবর্ণ নরনারী পাওয়া যায়, তাঁহারা আত্মনির্ভরশীল, কিন্তু হীনতার জটিলতা হৃদয় মধ্যে নিহিত থাকে।

৩৭। পূর্ব্বে বলিয়াছি হাত নয় প্রকার, কিন্তু প্রধানতঃ গঠন ছয় প্রকার। ১। লম্বা, ২। চাওড়া, ৩। চতুষ্কোণ, ৪। পাতলা ৫। পুরু, ৬। খর্ব্ব। চওড়া ও খর্ব্ব হাত বিরল। লম্বা, চতুষ্কোণ হাত, চওড়া ও খর্ব্ব হাত পাতলা অথবা পুরু হইয়া থাকে। অস্বাভাবিক কিছু খর্ব্ব অথবা চওড়া হাতে পাওয়া যায়। কোন কোন হাতের আঙ্গুলগুলি বড়, কোন কোন হাতের আঙ্গুলগুলি ছোট।

মাপের নিয়ম ঃ—হাতের "ঊর্দ্ধতল" দেখুন।

মণিবন্ধ হইতে শনির ক্ষেত্রের প্রথম করের যে মাপ, তদপেক্ষা আঙ্গুলের মাপ বড় হইলে তাঁহার আঙ্গুল বড়। সমান হইলে স্বাভাবিক এবং ছোট হইলে খর্ব্ব বলা হয়। মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে মঙ্গলের দ্বিতীয় ক্ষেত্র যদি মণিবন্ধ হইতে শনির প্রথমপর্ব্ব অপেক্ষা আয়তনে সমান হয়, তাহা হইলে সেই সকল হাতকে আমরা চতুষ্কোণ হাত বলিয়া থাকি। মোটা হাত মাত্রই পুরু, রোগা হাত মাত্রই পাতলা। নখগুলিরও প্রকার ভেদ আছে। ১। লম্বা, ২। চতুষ্কোণ, ৩। খর্ব্ব, ৪। সূচাগ্র বা মাংসভেদী ৫। শুষ্ক ৬। নরম ৭। উদ্ভেদশীল বা রোগযুক্ত।

৩৮। লম্বাহাত ভাবপ্রবণ, কল্পনাপ্রিয় ও চঞ্চল করে। চতুষ্কোণ হাত কর্ম্ম-কুশল, অধ্যবসায়ী, হিসাবী ও সাবধানী করে। পুরু হাত ভোগী, বিলাসী ও সাধারণ আহারে পটু, অর্থাৎ পরিমাণে বেশী খায়। পাতলা

হাতের লোকেরা ঝাল, অম্ল ও তৈলাক্ত দ্রব্যে আসক্তি দেখায়; ইহারা যকৃত পীড়া অথবা টাইফয়েড রোগে শৈশবে ভুগিয়া থাকেন। স্থানাভাবে সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া গেল না, মৎপ্রণীত "রেখা ও লেখা" পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ আধ্যায় পাইবেন।

৩৯। আঙ্গুলগুলির প্রকারভেদ—১। সরল, ২। বক্র, ৩। গ্রন্থি-যুক্ত, ৪। চম্পককলির মত।

৪০। ব্যক্তিত্বভেদে আনন্দভোগের পার্থক্য দেখা যায়। জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য—সংসারের শান্তি, স্বচ্ছলতা, স্বাধীনতা ও আনন্দ বিরাজিত রাখা। মানুষ মাত্রই কামনা করে সুখী হইব এবং সুখী করিব। আধ্যাত্মিক হাতের লোকেরা স্বাভাবিকভাবে ভাগ্যবাদী, সুতরাং তার প্রয়াস কম, ভাগ্যে বিশ্বাস থাকিলে সুখী হইবে। ভাগ্য যদি সুখী করার ক্ষমতা দান করে, তাহা হইলেই সে সুখী করিতে পারে। কাম্য-বস্তু লাভের জন্য অথবা বিপদে নারায়ণকে ডাকে, মানত করে, বাইরের লোকেরা তার সমালোচনা করে। কর্ত্তব্যহীন বলে ভ্রমণে তার আনন্দ, ব্যয়ে তার আনন্দ, সে সঞ্চয়শীল নয়; সেইজন্য সারা জীবনটাই তার ভাগ্য অনিশ্চিত থাকে। সংসারী নয় ব'লেই সংসারে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়। জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তার প্রবল।

বহু সদ্‌গুণ আধ্যাত্মিক হস্তে দেখা যায়। কেহ বা চিকিৎসক, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, দার্শনিক, দেশ-সেবক, ফকির বা সন্ন্যাসী। পৈত্রিক ভিটা বিক্রয় করিয়া আগম হইলেও সে সুখী। আধ্যাত্মিক হাতে উর্দ্ধ রেখার বাহুল্য দেখা যায়।

শিল্পীর হাতেও রেখার বাহুল্য দেখা যায়; কিন্তু গঠন, মসৃণতা, বর্ণ অন্যরূপ। স্থানাভাবে হাতের প্রকারভেদ ও বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না। প্রত্যেক হাতের ছবি না দিলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বুঝা

কঠিন হইবে। চেহারা দেখিয়া স্বাস্থ্য ও শক্তির বিচার করা যেমন অভ্রান্ত নয়, তেমনি ছবি দেখিয়া হাতের প্রকারভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত নয়। শিক্ষার্থীগণ প্রথমে ভাগ্যবানের হাত দেখার অভ্যাস করিবেন এবং যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিবেন। শিক্ষার্থীর পক্ষে হাত দেখার অভ্যাস করিতে হইলে ১। গ্রামের ভাগ্যবান্ লোকের হাত, ২। ধনীর হাত, (ক) পৈত্রিক, (খ) স্বোপার্জ্জিত। ৩। দুঃখীর হাত, মৃতের হাত দেখা ও কারণ নির্ণয় করা উচিত।

পেশাদারের হাত—১। চিকিৎসক, উকিল, পতিতা ইত্যাদি খ্যাতনামাদের দ্বারে দ্বারে না ঘুরিলে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়, কারণ সাধারণ লোক যাহা জানিতে চায়, সে তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা না শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ভবিষ্যতের আশায় ফিরিয়া যায়, ভবিষ্যৎবাণী না মিলিলে হতাশ হয়, অবিশ্বাস করে। যেমন রোগ না হইলে কেহ চিকিৎসকের বাড়ী যায় না, সেইরূপ দুর্ভাবনা অথবা সঙ্কটকাল উপস্থিত না হইলে কেহ জ্যোতিষীর বা সামুদ্রিকবিদের কাছে যায় না; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের উচিত নয় এই যুক্তির সুযোগ লইয়া পেশাদারী কথায় সন্তুষ্ট করা। কোন শিক্ষার্থীর মানব-জীবনের অপ্রকাশ্য ঘটনা বর্ণনা করা উচিত নয়। নারীচরিত্র বর্ণনা সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত।

৪০। নারীর দুর্ব্বলতা দোষ সম্বন্ধে অথবা দাম্পত্য কলহকে বিকৃতভাবে বর্ণনা করা উচিত নয়। নারীর এবং ছাত্রদের যোগ্যতা ও প্রতিভার কথা এমনভাবে বর্ণনা করিবেন, যাহাতে তাঁহার উৎসাহিত হন এবং নবীন উদ্যমে আরো উৎসাহের সহিত কার্য্য করেন। বাচাল, সমালোচক তার্কিক যুবকদের অধ্যয়নে আসক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। কূট ও জটিল প্রশ্নগুলির সমাধান প্রণালী দেখাইবেন। অশিক্ষিতকে অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিতকে শিক্ষিত, শিক্ষিতকে

গবেষক করা সামুদ্রিকবিদ্ মাত্রেরই প্রথম কর্ত্তব্য। এমন অনেক যুবক পাইবেন বহুবিষয়ে সামান্য সামান্য জ্ঞানলাভ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করেন নাই। হাত দেখিয়া যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয়টি অভ্যাস করিয়া অধ্যয়ন করেন, তাহাই করা উচিত। রোগীকে হতাশ করা উচিত নয়. প্রকাশ্য স্থানে হাত দেখা উচিত নয়। মারণ, বশীকরণ, সম্মোহনবিদ্যা শিক্ষা করা ভাল, কিন্তু প্রয়োগ করা উচিত নয়। এই সমস্ত বিদ্যা অর্থকরী হইলে নষ্ট হইয়া যাইবে, কারণ নির্দ্দেশ মানিয়া চলা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। পরমায়ুঃ লাভ করিতে হইলে জীবন দান করাই ভাল, সুতরাং মারাত্মক পীড়াদির সময় পশু বধ হইতেছে এমন পশুকে প্রাণদান করুন। বলিদানের পশুকে ভগবান্ বুদ্ধ বাঁচাইয়াছিলেন, আমরা চেষ্টা করিলে কষাইএর হাত হইতে বৃদ্ধ পশুগুলির একটিকেও বাঁচাইতে পারি। এইরূপ কিছুদিন করিলে দুরারোগ্য রোগ হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কামুকের রূপমোহকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। পূর্ব্ব পরিচিত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহে দম্পতী মধ্যবয়সে সুখী হয় না।

৪১। শুধু রেখা দেখিয়া বিচার করা উচিত নয়, শুধু হাতের গঠন দেখিয়া বিচার করা উচিত নয়। চিহ্নগুলির কথা শিক্ষার্থীর ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়, কারণ রেখা অপেক্ষা চিহ্নগুলি শীঘ্র পরিবর্ত্তনশীল।

৪২। আধ্যাত্মিক হাতে শনির ক্ষেত্র বৎসরাধিককাল শরচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। জাতকের অবস্থা উন্নত হইয়াছে, স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সঞ্চয় হইতেছে। সতেজ ও স্বাস্থ্যবান্ দেহ, উৎফুল্ল হৃদয়, ধনাগম, কর্ম্মে আশা, উৎসাহ লইয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, ঘরে বাহিরে জাতক সুখী ও সম্ভ্রমশীল। এমত অবস্থায় ট্রামে গুলী বিদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আকস্মিক বিপদ-

আপদের চিহ্ন সহসা দেখা যায়। কখনও কখনও চিহ্নগুলি রেখাগুলির ফলাফলের বিরোধিতা করে, শিক্ষার্থীরা ফলাফল বর্ণনা কালে হাস্যাস্পদ হন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উভয় হাতের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত, এবং আয়ু, হৃদয়ঃ, শিররেখা বা ভাগ্যরেখার সহিত সম্বন্ধ দেখা উচিত।

এমন অনেক রেখা হাতে পাইবেন যাহারা প্রধান রেখাগুলির সহিত সম্পর্ক রাখে না, অথচ চিহ্নগুলিই প্রধান ফল দান করে। যে সমস্ত রেখা বা চিহ্ন আয়ুরেখার সহিত সম্পর্কশূন্য তাহারা মানুষকে মায়াময় করে অর্থাৎ জাতক ব্যক্তিত্ব, স্বভাব অথবা প্রকৃতিকে গোপন করিবার চেষ্টা করে। মানব মনের ঘৃণা ও ভালবাসা পচন্দ ও অপছন্দ এই মায়াপ্রভাবে জটিল হইয়া দাঁড়ায়। নেতাদের হাতে এই জটিলতা যত বেশী বৃদ্ধি পাইবে, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জটিলতা তত বেশী বৃদ্ধি পাইবে। সমাধান সম্ভব নয়, কারণ মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘবের প্রশ্ন তাঁহাদের মাথায় আসে না। বিশ্বশান্তির জটিলতা সমাধানের বিষয় হইয়া উঠে। মায়ার স্বরূপ প্রকাশ করা জ্যোতিষীর সাধ্যাতীত। সেইজন্য মন ও মুখের, বাক্য ও কার্য্যের, রেখা ও চিহ্নের অভ্যাস ও আসক্তির বিচার করিয়া সুধীগণ ভবিষ্যৎবাণী করিবেন।

৪৩। পাশ্চাত্যমতে চতুষ্কোণ, জাল, ত্রিকোণ, যব, তারকা শৃঙ্খল, লঘুচিহ্ন, (৩য় চিত্র দেখুন) এইগুলি প্রধান। প্রাচ্যমতে পদ্ম, চক্র, শর, কবজ, মন্দির ইত্যাদি চিহ্নগুলি প্রধান। (১ম চিত্র র চক্রের অন্তরবৃত্ত দেখুন)।

৪৪। জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক সংখ্যা সঙ্কেত :—

শিক্ষার্থীদের জ্যোতিষ ও সামুদ্রিকশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার সময় সংখ্যা সঙ্কেত না জানিলে মর্ম্মার্থ অবগত হইবার উপায় থাকে না। সাঙ্কেতিক সংখ্যাগুলি গুরু, পরম্পরা চলিত সুবিধার জন্য সন্নিবেশ করিলাম।

১। আদি, চন্দ্র, ইন্দু, ক্ষিতি, রূপ, তন্থু, ভূমি, ধরণী ইত্যাদি।

২। ধন, লোচন, পক্ষ, কর, নদীকূল ইত্যাদি।

৩। সোদর বা সহজ, শিব ক্ষু, পুষ্কক, জ্বর, পদ, গুণ, লোক, কাল ভুবন, গ্রীবারেখা সন্ধ্যা ইত্যাদি।

৪। বন্ধু, যুগ, বেদ, বর্ণ, উপায়, যাম, আশ্রম, কোষ্ঠ ইত্যাদি।

৫। পুত্র, ভূত, ইন্দ্রিয়, মহাপাপ, বাণ রত্ন, প্রাণ ইত্যাদি।

৬। রিপু, অরি, রস, ধাতু, রাগ, বজ্রকোণ ইত্যাদি।

৭। কলত্র, পত্নী, বার, সমুদ্র, ধাতু, স্বর ইত্যাদি।

৮। নিধন, ঐশ্বর্য্য, সিদ্ধি, মঙ্গল ইত্যাদি।

৯। ভাগ্য (পৈত্রিক) গ্রহ, অঙ্ক, দ্বার, ছিদ্র, অম্বর ইত্যাদি।

০। খ, আকাশ, শূন্য গগন, অনন্ত, রন্ধ্র, নভঃ, ব্যোম ইত্যাদি।

১০। কর্ম্ম, আশা, দিক্, অবতার, অবস্থা বা দশা ইত্যাদি।

১১। আয়, লাভ ইত্যাদি।

১২। ব্যয়, ভাগ্য, (ধর্ম্মগত) মাস, রাশি, সংক্রান্তি, সাধ্য, সূর্য্য।

৪৫। হৃদয়রেখা (তৃতীয় চিত্র ১) প্রাচ্যমতে আয়ুরেখা ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের উপর কার্য্য করে।

(ক) এই রেখার সহগরেখাকে শুক্রবন্ধনী বলে (৩য় চিত্র ২০)। হাতে শুক্রবন্ধনী থাকিলে জাতক সুলেখক, সঙ্গীতজ্ঞ বা কলাবিদ্ হইয়া থাকেন। চিত্রকরদের হাতে প্রায়ই শুক্রবন্ধনী পাওয়া যায়। সম্পাদকদের হাতেও এই রেখা দেখা যায়।

(খ) হৃদয়রেখার গোড়ায় অর্থাৎ বুধের ক্ষেত্রের নিম্নদেশে প্রায়ই যবচিহ্ন পাওয়া যায়। ইহা শৈশবে হাঁপানির রোগ দেয়, কতকগুলি যবে শৃঙ্খলচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সূক্ষ্মরেখার শৃঙ্খলগুলি মানুষকে অনুভূতি-প্রবণ দুর্ব্বল চিত্ত করে, কিন্তু গভীর যবচিহ্ন মারাত্মক ফল দেয়।

(গ) হৃদয়রেখা হইতে শাখা বাহির হইয়া যদি শির ও যকুৎ রেখা কাটিয়া শুক্রের ক্ষেত্রে যায়, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহরেখা বলা যায়। এরূপ রেখা থাকিলে মানুষ অহেতুক প্রেম করে না। (২য় ৩য় চিত্র ১৪)

(ঘ) যে কোন রেখার যে রেখা অনুগমন করে, তাহাকে অনুগ রেখা বলা হয়। ইহা রেখাটির দুর্ব্বলতা নাশ করে।

(ঙ) বিবাহরেখা (২য় ও ৩য় চিত্র ১২) বুধের ক্ষেত্রের পাশে যতগুলি রেখা থাকে তাহাকে বিবাহ রেখা বলা হয়; কিন্তু আমরা বলি একাধিক রেখা থাকিলে প্রেমে একনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই রেখা শাখাবিশিষ্ট ও নিম্নমুখী হইলে দাম্পত্য জীবনে ঘোর অশান্তি আনায়ন করে। ঊর্দ্ধমুখী শাখা থাকিলে স্ত্রীর মৃত্যুর পর জাতক আর বিবাহ করে না, স্ত্রীলোকের হাতে যদি ঊর্দ্ধমুখী কনিষ্ঠার প্রথম পর্ব্বভেদ করে, তাহা হইলে সেই নারী পুত্রের নিকট হইতে শান্তিলাভ করেন, তাঁহার স্বামী কতকটা উদাসীন ভাবাপন্ন হন।

৪৬। শিররেখা বা পিতৃরেখা ইহা মস্তিষ্ক, বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রদান করে।

(ক) শিররেখা ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ সেই বয়সে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয়।

(খ) যবচিহ্ন থাকিলে মাথার পীড়া, স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(গ) শৃঙ্খলচিহ্ন বিদ্যা ও কর্ম্মোন্নতি পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

(ঘ) যদি নতমুখী হইয়া চন্দ্রের ক্ষেত্রে যায়, প্রায়ই দেখা যায়, মানসিক রোগ অথবা মানসিক দুর্ব্বলতা।

(ঙ) যদি শাখাবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে কপট, ধূর্ত্ত, রাশভারি এবং বাক্‌পটু হয়। সুতার্কিক এবং যুক্তিগুলি অকাট্য প্রদান করে।

(চ) অনুগ অথবা সহগরেখা অপূর্ব্ব ধীশক্তিসম্পন্ন করে। পর্য্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, আলোচনা করার শক্তি বিচার করিতে হইলে শিররেখার অবস্থান আকার ও গতি দেখিয়া বিচার করিতে হয়।

৪৭। মাতৃরেখা (পাশ্চাত্যমতে আয়ুরেখা) ইহার অপর নাম যকৃৎ রেখা। ইহার কাজ শরীরকে পুষ্ট করা অথবা কৃশ করা। জীবনের উন্নতি অবনতি জীবন ও মৃত্যুর পরিচয় আমরা এই রেখা হইতে পাই। শিররেখা হইতে যেমন পিতার অবস্থা অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ মাতৃরেখা হইতে মাতার অথবা মাতুলবংশের অবস্থা অবগত হওয়া যায়। এই রেখা ভাঙ্গিয়া যাইলে সেই বয়সে মারাত্মক পীড়া হয়, এবং দুই হাতে যদি ভাঙ্গিয়া যায় নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে।

৪৮। মাতৃরেখা হইতে উদ্গত উর্দ্ধরেখা উন্নতির সূচনা করে, বৃহস্পতির ক্ষেত্রে যাইলে বিবাহে অর্থলাভ, বিদ্যা উন্নতি হয়। ইহাকে উচ্চাভিলাষের রেখা বলা হয়।

৪৯। শুক্রের ক্ষেত্র হইতে কোন রেখা মাতৃ-পিতৃ এবং হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত যায় তাহাকে শোক রেখা বলা হয়।

৫০। মাতৃরেখার উপর ছেদকারী প্রত্যেক রেখা জীবনের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বাধা সৃষ্টি করে।

৫১। যবচিহ্ন অস্বাস্থ্যের পরিচয় দেয়, শৃঙ্খলচিহ্ন স্বাস্থ্যহীন করে।

৫২। মাতৃরেখার সহগরেখাকে মঙ্গলরেখা বলে। (১ম চিত্র দেখুন) মানুষকে কর্ম্মক্ষম রাখিতে এবং দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করিতে এই রেখা সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। স্ত্রীলোকের হাতে এই রেখা থাকিলে তাঁহারা সতীত্বকে মর্য্যাদা দান করেন। শৈশবে প্রগতিশীল যুবকদের প্রশ্রয় দেন না।

৫৩। বৃহস্পতির ক্ষেত্রে অর্দ্ধ বৃত্তাকাররেখাকে "রিং অব্ সলোমন" (Ring of Solomon) অথবা জ্ঞানরেখা বলে। এই রেখাটি থাকিলে মানুষ জ্ঞানী ও দার্শনিক হয়; ধর্ম্মে বিশ্বাস, ভগবানে ভক্তি যেমন থাকে, তেমনি নাস্তিক হইলে "কালাপাহাড়ের" মত আচরণ করে। মোটের উপর মানুষকে ইঁহারা প্রকৃত ভালবাসেন। জীবনটাকে একটা নৈতিক আদর্শ লইয়া গড়িবার সুযোগ পান। (২য় চিত্র ১৮ দেখুন)

৫৪। রবির ক্ষেত্রে যে লম্বমান রেখা থাকে তাহাকে রবিরেখা বলে। (২য় চিত্র ১৬ দেখুন) স্বাভাবিকভাবে মানুষ প্রতিভাসম্পন্ন হয়। রবিরেখা হাতে থাকিলে মানুষ নীচকর্ম্মের দ্বারা আয় করিতে বা ভরণ পোষণ করিতে পারে না। যশ, সম্মান, প্রতিষ্ঠালাভ এই রেখা হাতে থাকিলে নিশ্চয়ই হয়। যদি রবিরেখার সহিত অনুগ অথবা সহগ রেখা থাকে, মানুষ বৈজ্ঞানিক হয়; কেহ বা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হন। রবির ক্ষেত্রে তারকা চিহ্ন থাকিলে কেহ বা গ্রামের মণ্ডল হন। মানুষের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা এবং গুণপনার দ্বারা মানুষকে চমৎকৃত করা রবির কাজ, এই রেখা স্ত্রীলোকের হাতে থাকিলে সংসার সুখের হয়।

৫৫। স্বাস্থ্যরেখা (২য় চিত্র ১৫) বিচ্ছিন্ন, অসম্পূর্ণ রেখা স্বাস্থ্যহানি করে, স্নায়ুবিক দুর্য্যোগ আনে। যদি সম্পূর্ণ রেখা ভাগ্যরেখা হইতে উঠিয়া বুধের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যায়, তাহা হইলে দুইটি কর্ম্মের দ্বারা আয় বৃদ্ধি হয়। ব্যবসায়ীরা প্রচুর উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। ষ্টেশনারী, বেনেতি মশলা, মুদীখানা ইত্যাদি কারবারে অর্থাগম হয়।

৫৬। শুক্রের ক্ষেত্রে (২য় চিত্র ১৭ দেখুন) এই রেখাগুলিকে কেহ কেহ প্রবৃত্তিরেখা বলেন, কেহ কেহ ইহাদের ভাই-বোনের রেখা বলেন। যতগুলি রেখা থাকে ততগুলি ভাই বোন বর্ত্তমান থাকে; রেখাগুলি

সরল হইলে ভাই, চেরা হইলে বোন নির্দ্দেশ করে। সত্যিকারের সংযমী ব্রহ্মচারীদের হাতে প্রবৃত্তি রেখা থাকে না।

৫৭। মাতৃরেখার উপর চতুষ্কোণ থাকিলে মামলা মকর্দ্দমায় অর্থ ব্যায় হয়।

৫৮। মঙ্গল ও শুক্রের ক্ষেত্রে পাশাপাশি চতুষ্কোণ থাকিলে প্রণয়ঘটিত মকর্দ্দমা হয়, বিবাহ বিচ্ছেদের মামলাও হয়।

৫৯। বিভিন্নক্ষেত্রে ইহা বিভিন্ন ফলদান করে। শিররেখাও মাতৃ রেখার মধ্যে চতুষ্কোণ থাকিলে ভূসম্পত্তি লাভ ঘটে।

৬০। হৃদয়রেখা ও শিররেখার মধ্যে গুণিতক চিহ্ন থাকিলে ইহাকে (Mystic) মিষ্টিক ক্রস বলে। এই চিহ্ন থাকিলে গুহ্যবিদ্যায়* পারদর্শী হয়।

৬১। চতুষ্কোণের মধ্যে গুণিতক চিহ্ন থাকিলে মানুষ ধারাবাহিক গবেষণা করে।

৬২। বৃহস্পতির ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ থাকিলে বিবাহে অর্থাগম হয় এবং প্রতিষ্ঠাশালী বংশে বিবাহ হয়।

৬৩। অন্যান্য ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ অশুভ ফল প্রদান করে। (৩য় চিত্র দেখুন)

৬৪। ত্রিকোণ যে কোন রেখার উপর শুভফল প্রদান করে।

৬৫। জালচিহ্ন শুক্রের ক্ষেত্রে কামুক ও অত্যাচারী করে, ফলে স্বাস্থ্যহানি হয়। ইহা দুর্ব্বল মানসিকতার লক্ষণ। অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহা অশুভ ফলদান করে। (৩য় চিত্র দেখুন)

৬৬। রেখার উপর বক্রচিহ্ন বাধা সৃষ্টি করে।

৬৭। রবির ক্ষেত্র ছাড়া তারকা চিহ্ন অশুভ ফল দান করে।

৬৮। যে কোন রেখায় লঘুচিহ্ন থাকিলে ফলাফলের হ্রাস হইয়া থাকে,

* গুহ্যবিদ্যা :--সামুদ্রিক-জ্যোতিষ, সম্মোহন, পরলোকশাস্ত্র ইত্যাদি।

তবে যবচিহ্ন অপেক্ষা ইহা কিছুটা ভাল। রেখার প্রথমে থাকিলে এই সকল ফল শৈশবে দেয়। শনির ক্ষেত্রে লবুচিহ্ন থাকিলে হাঁপানিরোগ, জলে ডুবিয়া মৃত্যু ও আকস্মিক দুর্ঘটনার যোগ দৃষ্ট হয়। (৩য় চিত্র দেখুন।)

৬৯। যে কোন রেখা সরল হইলে পূর্ণ ফল প্রদান করে। ভাঙ্গিয়া যাইলে ফলনাশ করে। অশুভ রেখাগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়া অথবা কর্ত্তিত হওয়া ভাল। বক্ররেখার ফল পাইতে বিঘ্ন হয়। সুপ্তরেখা বা চিহ্নের ফল মানুষের মনে ও চরিত্রে জটিলভাবে কাজ করে। অশুভ লুপ্তরেখা মানুষকে একই ভুলের পিছনে ছোটায়। জুয়াড়ীর হাতে এবং যাঁহারা কর্ম্ম প্রচেষ্টার দ্বারা ফকির হইয়াছেন তাঁহাদের হাতে অশুভ লুপ্ত রেখার সন্ধান করিলে নিশ্চয়ই পাইবেন।

তোতলা, কালা, কাণা, মুদ্রাদোষ ইত্যাদি নানাপ্রকার ফলাফল এই সকল রেখা হইতে পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত এই রেখা বা চিহ্নের সন্ধান করা কঠিন। (প্রথম চিত্র হাতে কতকগুলি সংখ্যা বসান আছে, সংখ্যাগুলি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন অথবা রেখার সঙ্কেত। গ্রন্থান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।)

৭০। মানব-জীবনে শুক্রের আধিপত্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সেইজন্য মানুষের হাতে শুক্রের ক্ষেত্রই সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত।

৭১। লুপ্ত ও সুপ্ত রেখা ও চিহ্নগুলি খুঁজিতে হইলে প্রধান রেখাগুলি ছাড়া দেখিবেন। আঙ্গুলের তৃতীয় পর্ব্বে রেখা থাকে না, অথচ অতি ক্ষীণ দাগ আছে। আতসী কাঁচের সাহায্যে এই দাগগুলির প্রভেদ ও অবস্থা বিচার করিতে হয়। শরীরস্থ আকর্ষণী শক্তির পরিমাণ বুঝিতে হইলে দাগগুলিকে জানিতে হইবে, চিনিতে হইবে। যাঁহারা ডিটেকটিভের কাজ করেন, (Finger Print Expert) যাঁহারা আঙ্গুলের ছাপ সম্বন্ধে গবেষণা করেন, তাঁহারা প্রধান রেখাগুলিতে আসক্ত হন না, তাঁহারা লুপ্ত ও

সুপ্তরেখার সন্ধান জানেন না বটে; তবে এগুলির অসাধারণত্ব স্বীকার করেন। ভারতে এমন কোন প্রতিষ্ঠান আজও সৃষ্টি হয় নাই এবং শিক্ষার্থীরা সন্ধান ও গবেষণায় সচেষ্ট হন নাই। সেইজন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রথম চিত্রখানির পরিচয় পত্র দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ইহা শেখাও যেমন কঠিন, পুস্তকে বুঝানও তেমনি অস্পষ্ট। হাতে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ছাপ পড়ে। অনেকে প্রাতঃকালে হাত দেখিয়া শয্যাত্যাগ করেন; কিন্তু লক্ষ্য করেন না লক্ষ্য বস্তুকে। এই রেখাগুলি স্রোতের মত ক্ষেত্রগুলির দিকে ধাবিত হয়। শুক্রের ক্ষেত্র এবং অঙ্গুলীর আলোড়ন বেশী। মনুষের পায়ের তলায়ও লুপ্ত ও সুপ্তরেখার বা চিহ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্য হাত পা দুই দেখা ছিল সামুদ্রিকের কাজ।

৭২। জীবদেহে যেখানে মন নাই, সেখানে ব্যক্তিত্বও নাই। সুখ দুঃখ, ভোগ্য ও ভাগ্য ব্যক্তিত্ব ভেদে পৃথক হইয়া পড়ে। জীবনীশক্তিকে মানসিকশক্তিকে মাপিতে হইলে শিররেখা হৃদয়রেখা ও যকৃৎরেখার বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত ইহার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ পুরাকালে ছিল। এখনকার চিকিৎসকগণ আয়ুর্ব্বেদের অনুশীলন করেন না, ব্যাধির চিকিৎসা করেন। আয়ুঃলাভের অনুসন্ধানে পুরাকালে যোগাভ্যাস করা হইত। সংযম, ব্রহ্মচর্য্য এবং নির্দ্দেশ পালনের শক্তিই সুখ-দুঃখের পরিকল্পনা করে। চন্দ্রের ক্ষেত্র হইতে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না, সেইজন্য হৃদয়রেখাকে হাতের সর্ব্ব উপরে রাখা হইয়াছে, মস্তিষ্কের রেখা অর্থাৎ শিররেখা মধ্যে এবং যকৃৎরেখা সর্ব্বনিম্নে। সমগ্র দেহজ প্রবৃত্তি ইচ্ছা ও বিবেককে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া থাকে। মাতৃরেখা শুক্রের ক্ষেত্রের ঘনিষ্ঠ হইলে পার্থিব আসক্তি বেশী হয়।

৭৩। জীব ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করে এবং চিত্তরূপ গুদামে মজুত রাখে।

ইহাই স্মৃতিশক্তি বা মনে রাখার শক্তি, যাহার হাতে শিররেখা যত সুন্দর, মনে রাখার শক্তি তাঁহার তত বেশী। জীবনীশক্তির রেখা যকৃৎ বা মাতৃ-রেখা। হয়তো সেইজন্যই পিতৃমাতৃ রেখা গোড়ায় সংযোগ না থাকিলে শাস্ত্রকারগণ গালি দিয়াছেন। সাধারণতঃ এই অসংযোগ মানব জীবনকে বিশৃঙ্খল ও ঘটনাবহুল করে। কারণ শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্য ও আদর্শ খুঁজিয়া পান না। মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র হইতে জ্ঞানবহা স্নায়ুগুলি হাতে এবং পায়ে ছড়াইয়া আছে। রেখা ও চিহ্নগুলি বীজশক্তি প্রভাবে করতলে অথবা পদতলে প্রতিভাত হয়।

৭৪। আহারাদির দ্বারা রসাদি ক্রমে মনের পরিপোষণ দেহের পোষণ এবং গৌনভাবে ব্যক্তিত্বের পোষণ হইয়া থাকে। আহারই ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হ্রাস বা বৃদ্ধি করে। মানুষ (বায়ু, পিত্ত. কফ) প্রকৃতি অনুসারে আহার্য্য গ্রহণ করে। আহার অনুসারে মানসিক বৃত্তিগুলি এবং গতিগুলি বিভিন্ন হয়। সেইজন্য যকৃৎ রেখাটিকে হয়তো প্রবৃত্তির ক্ষেত্রকে বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে।

৭৫। জীবনীশক্তির কাজ জীবদেহকে জীবিত রাখা আহার সঞ্জীবিত করে সেইজন্য আহারের প্রয়োজন। জীবমাত্রই সুখ-স্বচ্ছন্দতা সুবিধা চায়, কিন্তু পায় না তারা; যাদের হাতে অশুভ লক্ষণ, চিহ্ন ও রেখাগুলি আছে। গরীবের ঘরে জন্ম লইয়াও অনেকে সুখে থাকে, এই জ্ঞানটুকু পাবার জন্য মানুষ জ্যোতিষ ও সামুদ্রিকশাস্ত্রের প্রয়োজন বোধ করেছে।

৭৬। আভ্যন্তরিক কিছু জানিতে হইলে লুপ্ত ও সুপ্তরেখার বা চিহ্নের আলোচনার প্রয়োজন। যা কিছু বাহ্যিক তা হাতের প্রধান রেখাগুলি এবং মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণগুলিই প্রকাশ করে।

৭৭। বৃহস্পতির ক্ষেত্র উন্নত হইলে মানুষ ধার্ম্মিক, তীর্থসেবী, সহিষ্ণু

প্রিয়ভাষী এবং সামান্য ধনে বিখ্যাত ধনী বলিয়া দেশপূজ্য হয়। এই ক্ষেত্রে লঘুচিহ্ন থাকিলে উচ্চাভিলাষ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা হয় না। এই ক্ষেত্রে যবচিহ্ন থাকিলে মধ্যবয়সে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, কিন্তু যৌবনে অপবাদ ঘটে।

৭৮। শুক্রের ক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবে উন্নত হইলে প্রসন্ন বদন, সপ্রতিভ, সদানন্দ, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, মৃদুভাষী, মনোজ্ঞ ও সুপ্রেমিক হয়; রিপুরোগে ক্ষিপ্ত বা ক্ষুব্ধ হয় না।

৭৯। মঙ্গলের ক্ষেত্র উন্নত হইলে উত্তেজনা প্রবল, (১৩) ক্রোধী সাহসী, কলহপ্রিয়, স্পষ্টবাদী, শিকারী, পরকীয়া প্রেমাসক্ত। (১৩ ক) প্রেরণাময়, কল্পনাকুশল, দীর্ঘসূত্রী, আলস্য স্থায়ী নয়। সমররত, অত্যন্ত ব্যয়শীল, নিরপেক্ষ থাকিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ধ্বংসপ্রিয়।

৮০। চন্দ্রের ক্ষেত্র উন্নত হইলে সৎকর্মশালী, বিনয়ী, সুবেশী, সঙ্গপ্রিয় এবং সংসর্গের জন্য তার সুনাম বা দুর্নাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮১। ভাগ্যরেখার গোড়ায় যদি মৎস্যপুচ্ছ থাকে অর্থাৎ কতকগুলি রেখা চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে কতকগুলি রেখা শুক্রের ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইলে দেখা যায় বহুবিধ প্রকারে সে ভাগ্যবান্, নানা কারণে বা উপায়ে তার ভাগ্য বৃদ্ধি হয়।

৮২। স্ত্রীলোকের হস্তে ভাঙ্গা ভাগ্যরেখা বৈধব্যের ইঙ্গিত করে।

৮৩। ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে শিররেখা পর্য্যন্ত পৈত্রিক ভাগ্য, শিররেখা হইতে হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত স্বোপার্জ্জিত ভাগ্য এবং হৃদয়রেখা হইতে শনির ক্ষেত্র পর্য্যন্ত স্তমিত ভাগ্য।

৮৪। হৃদয়রেখা হইতে যে সমস্ত ঊর্দ্ধরেখা উঠে, তাহা শেষবয়সে ফল প্রদান করে।

৮৫। শিররেখা হইতে যে সকল ঊর্দ্ধরেখা উঠে, তাহা মধ্যবয়সে অর্থাৎ ৩৬ বৎসরের পর হইতে ফল প্রদান করে।

৮৬। মাতৃরেখা হইতে যে সকল ঊর্দ্ধরেখা উঠে, ইহারা সকল বয়সেই ফল প্রদান করে।

৮৬ (ক)। বয়ঃক্রম জানিবার প্রণালী :—

শনি ও বৃহস্পতির আঙ্গুলের ফাঁক হইতে একটি সরলরেখা টানিলে যেখানে মাতৃরেখাকে স্পর্শ করিবে সেই বিন্দু পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর বয়স, ইহাকে ৪ ভাগ করিলেই ৯ বছর করিয়া এক একটি অংশ হইবে।

করতলের মধ্যবিন্দু হইতে মাতৃরেখা পর্য্যন্ত একটি সরলরেখা টানিলে যে বিন্দুতে মিলিত হয়, সেই বিন্দুটি ৬৩ বছর বয়স ঘোষণা করে।

বয়ঃক্রম নির্ণয় প্রণালীতে বহু মতভেদ আছে। ৬৩ বছরের পর দীর্ঘায়ুঃ। বক্রী অংশটুকু ৪ অংশ বিভক্ত করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্ব শুক্রের ক্ষেত্র বেষ্টন করিলে ৯৯ বছর পর্য্যন্ত পরমায়ুঃ পরিকল্পনা করা যায়। ৬৩ বছরের পর বাকী কয়েকটা বছর মানুষ দেহ ধারণ করে, ইহা লয়ের কাল। মাতৃরেখার সহগরেখা অর্থাৎ মঙ্গলরেখা না থাকিলে দীর্ঘায়ুঃ পায় না। করভেদে ৩৬ বছরের বিন্দু মাতৃরেখার মধ্যভাগে আসিয়া পড়ে, করতলের মধ্যবিন্দু হইতে রেখা টানিলে বয়ঃক্রম মিলে না, সেইজন্য ৩৬ বছরের মাপটি সূতা করিয়া মাপিয়া অনেকে তাহার দৈর্ঘ্য লইয়া যথাক্রমে ৩৬ এবং ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হন; এবং ১০৮ বৎসর সে সর্ব্ব দীর্ঘায়ুঃ স্থির করেন।

৮৭। বুধের ক্ষেত্র উন্নত হইলে চঞ্চলমনা, পরোপকারী, ব্যবসায় পেশাদার, ললনাপ্রিয়, বহু পুত্রবান্ স্ত্রৈণ হইয়া থাকে।

৮৮। রবির ক্ষেত্র উন্নত হইলে কুলপ্রধান, বিধিজ্ঞ, প্রতিষ্ঠাবান্, গম্ভীর, বিজ্ঞ, বিনীত, সাধারণের কাছে গর্ব্বিত, শাস্ত্রানুশীলনকারী এবং শরণাগতরক্ষক হয়।

৮৯। শনির ক্ষেত্র উন্নত হইলে প্রবঞ্চক, কপট, কুটিল প্রবীণ

যোগানুরক্ত, বিষয়াসক্ত, সুদখোর এবং বহুক্লেশে আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে। মারাত্মক মতলবগুলি মাথায় ঘোরে, তর্কে বা যুক্তিতে কেহ পারে না, ভাগ্যহীন নহে।

৯০। পিতৃরেখা, মাতৃরেখা এবং ভাগ্যরেখা মিলিত হইয়া করতলে একটি ত্রিভুজ স্বষ্ট হয়, এই ত্রিভুজের মধ্যে ত্রিকোণ অথবা চতুষ্কোণ গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ ও ভূমি সম্পত্তিলাভের চিহ্ন।

৯১। গ্রন্থিযুক্ত আঙ্গুল হইলে মানুষ দার্শনিক-মনোভাবাপন্ন, চিন্তাশীল, জলভীরু এবং অপরিচ্ছন্ন হয়। উদাসীন-ভাবাপন্ন বলিয়াই নিয়মিত অভ্যাস ও অনুশীলন করিতে পারে না।

৯২। বৃহস্পতির আঙ্গুলটি রবির আঙ্গুল অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে সহনশীল, সামাজিক, স্থিতব্রতী, উদার, মহৎ হয় এবং জ্ঞানলাভ আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকে।

৯৩। রবির আঙ্গুলটি দীর্ঘ হইলে দাম্ভিক, ধনলোভী, পরস্ত্রীকাতর, দ্যূতক্রিয়াসক্ত, বৈজ্ঞানিক এবং ধৈর্য্যশীল হয়। প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সাধনা করে।

৯৪। কনিষ্ঠাঙ্গুলী রবির তৃতীয় পর্ব্বের ছোট হইলে অঙ্কশাস্ত্রে পটুতা দেখাইতে পারে না। বিবাদপ্রিয় ও রতিশাস্ত্রে নিপুণ হয়। যৌন আকর্ষণ প্রবল মাত্রায় কাজ করে।

৯৫। সময় সময় অঙ্গুলীগুলি বক্র, খর্ব্ব অথবা জোড়া সংলগ্ন দেখা যায়, ইহা অশুভ লক্ষণ। বিরুদ্ধ প্রকৃতি, ক্রোধশীল অর্থাৎ সমালোচনা অথবা রসিকতা সহ্য করিতে পারে না। বঞ্চক, মিথ্যাবাদী, পরান্ন-ভোজী ও পরদারাসক্ত হয়।

৯৬। চতুষ্কোণ নখবিশিষ্ট আঙ্গুলগুলি মানুষকে কর্ম্মকুশল, প্রতিভা-সম্পন্ন, রাজমান্য ও অতিথিপ্রিয় করে।

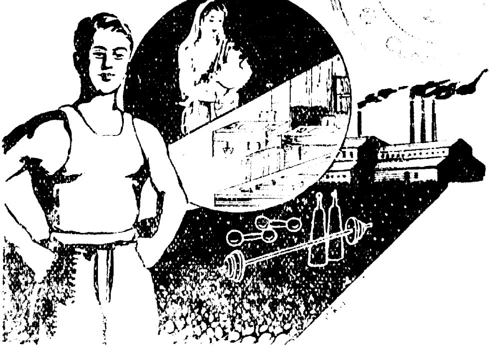
৯৭। খর্ব্বাকৃতির নখগুলি স্বার্থপর, জননীপ্রিয়, শিল্পকুশল, আচারহীন কৃপণ ও কঠোর করে।

৯৮। লম্বা নখ গুণগরিষ্ঠ, বায়ুপ্রবল, ব্যবহারদক্ষ, অভিমানী এব অনুরাগী হয়। ক্ষমাশীলতা জাতকের প্রধান গুণ। ন্যায়পথে উপার্জ্জ করিয়া থাকে, জীবনে অনেক সুযোগ সুবিধা হারায়।

৯৯। মাংসভেদী অথবা শুণ্ডাকৃতি নখ মানুষকে কলাকুশল, সঙ্গীতজ্ঞ অথবা শিল্পী করে। পরিমার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন, প্রগতিসুলভ মন এবং সংস্কারের পক্ষপাতী অল্প আয়াসে যে কোন বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। রূপবান কিন্তু সত্ত্বগুণ হীন।

১০০। মুখে ভাব ও অভ্যাসের ছাপ হয়তো পাওয়া যায়। হাতের প্রধান রেখাগুলি হইতে চরিত্র, প্রকৃতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্তা পঠন প্রণালীর দ্বারা অভ্যাগতদের সন্তুষ্ট করা যায়। ব্যবসায় বা পেশা চলার পক্ষে ইহা যথেষ্ট হইতে পারে। সুধীসমাজ অসনাপন গুণ, অভিজ্ঞতা পুরাকাল হইতে গোপন করিয়া আসিতেছেন, সেইজন্য সাধারণ লোক অবিশ্বাসী হইতে বসিয়াছে। শিক্ষার্থীরা যাহাতে অনুসন্ধিৎসু হন এবং কোন একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করেন, তাহার জন্য আবেদন জানাইতেছি, সুযোগ পাইলে আমার অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তী পুস্তকে প্রকাশ করিব।

দ্রষ্টব্য—২য় অধ্যায় বারবার পাঠ না করিলে সহজে বোধগম্য হইবে না। সামুদ্রিক শাস্ত্র এই প্রধান "শত প্রণালী"র উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতি প্যারাটি ব্যাখ্যা করিলে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিবেন।



(৪নং চিত্র)

তৃতীয় অধ্যায়।

বিবিধ করচিহ্ন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শক্তিতোমরবাণশ্চেৎ করমধ্যে প্রদৃশ্যতে।
রথচক্রধ্বজাকারং স চ রাজ্যং লভেন্নরঃ॥

যাহার হস্ততলে শক্তি, তোমর ও বাণচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, অথবা যাহার হস্তে রথ, চক্র ও ধ্বজচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি রাজ্যলাভ করিয়া থাকে।

যস্য মীনসমা রেখা কর্ম্মসিদ্ধিশ্চ জায়তে।
ধনাঢ্যশ্চ স বিজ্ঞেয়ো বহুপুত্রো ন সংশয়ঃ ॥

যাহার হস্ততলে প্রথমে ও মধ্যে মৎস্যচিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি বিশ্বসংসারে যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, তাহাই সুসিদ্ধ হইবে এবং সেই ব্যক্তি ধনী ও বহুপুত্রবান্ হইয়া পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করে।

ত্রিশূলং করমধ্যে তু তেন রাজা প্রবর্ত্ততে।
যজ্ঞে ধর্ম্মে চ দানে চ দেবদ্বিজপ্রপূজনে ॥

যে ব্যক্তির করতলে ত্রিশূলচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি নৃপতিপদ প্রাপ্ত হয় এবং সে যজ্ঞ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, দান, দেবপূজা ও বিপ্রারাধনা প্রভৃতি সৎকর্ম্মের আচরণ করিয়া দিনপাত করে।

তুলা গ্রামং তথা বজ্রং করমধ্যে চ দৃশ্যতে।
তস্য বাণিজ্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ পুরুষস্য ন সংশয়ঃ ॥

যাহার হস্ততলের মধ্যে তুলা, (তোল করিবার দণ্ড) গ্রামবৎ চতুষ্কোণ কিম্বা বজ্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি যে কোনরূপ ব্যবসায়েই প্রবৃত্ত হউক না কেন, তাহাই সফল হইবে সন্দেহ নাই।

চক্রশঙ্খধ্বজাকারো মাষাকারশ্চ দৃশ্যতে।
সর্ব্ববিদ্যাপ্রদানেন বুদ্ধিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে চক্র, শঙ্খ, ধ্বজ ও মাষাকৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ও বুদ্ধিমান্ হইয়া থাকে।

পদ্মচাপাদি খড়্গাঙ্ক অষ্টকোণাদি দৃশ্যতে।
স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্যাপি ধনবান্ স সুখী নরঃ ॥

যে ব্যক্তির করতলে পদ্ম, চাপ, (ধনুক) খড়্গ অথবা অষ্টকোণ চিহ্ন

দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তি ধনবান্ ও সুখী হইয়া থাকে। এই সকল চিহ্ন নারীজাতির হস্তে থাকিলে সেই রমণীও বহু সম্পত্তিশালিনী ও সুখভাগিনী হয় সন্দেহ নাই।

অঙ্কুশং কুণ্ডলং ছত্রং যস্য হস্ততলে ভবেৎ।
তস্য রাজ্যং মহাশ্রেষ্ঠং সামুদ্রবচনং যথা॥

যে পুরুষের করতলে অঙ্কুশ, কুণ্ডল কিম্বা ছত্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি রাজচক্রবর্ত্তীত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখভোগ করে সন্দেহ নাই *

তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তমূর্দ্ধরেখা চ দৃশ্যতে।
রাজদূতো ভবেত্তস্য ধর্ম্মনাশো হি জায়তে॥

যে ব্যক্তির করতলে ঊর্দ্ধরেখা তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মূলদেশ পর্য্যন্ত অঙ্কিত থাকে সে রাজদূত হয়, কিন্তু তাহার ধর্ম্মবিলোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

করমধ্যে স্থিতারেখা পিতৃবংশসমুদ্ভবঃ।
পূর্ণরেখা পিতুর্বংশোর্দ্ধরেখা পরবংশকঃ॥

যে ব্যক্তির হস্তে পিতৃরেখা সম্যক্‌রূপে অঙ্কিত দৃষ্ট হয়, পিতার ঔরসে তাহার জন্ম হইয়াছে বুঝিবে, কিন্তু ঐ রেখা অসম্যকরূপে অঙ্কিত থাকিলে তাহাকে পরের ঔরসজাত বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে।

গিরিকঙ্কণযোনীনাং নরমুণ্ডঘটস্যচ।
করে বৈ যস্য চিহ্নানি রাজলক্ষ্মীঃ ভবেন্নরঃ॥

* এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, উক্ত ত্রিবিধ চিহ্ন থাকিলেই সেই ব্যক্তি রাজচক্রবর্ত্তী হইবে, কিন্তু যদি প্রথমোক্ত দুইটি মাত্র চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজতুল্য সুখভোগী হয় এবং তিনটির যে কোন একটিমাত্র দৃষ্ট, হইলে তাহাকে সামান্য দাসত্ব ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে।

যে ব্যক্তির করতলে গিরি, কঙ্কণ, যোনি, নৃমুণ্ড অথবা ঘটাকৃতি চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি রাজার মন্ত্রী হইয়া থাকে।

অনামিকোর্দ্ধরেখায়াং ব্যবসায়ে ধনাগমঃ।
সুখদুঃখেন জীবেত পুত্রপৌত্রগৃহাদিমান্॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে ঊর্দ্ধরেখা অনামার মূল যাবৎ অঙ্কিত থাকে, ব্যবসায়ে তাহার প্রভূত ধন সঞ্চয় হয় এবং সেই ব্যক্তি পুত্রপৌত্রবান্ ও গৃহাদি সম্পন্ন হইয়া কখন সুখে এবং কখন দুঃখে কালাতিপাত করিয়া থাকে।

সূর্যাচন্দ্রলতানেত্রমষ্টকোণত্রিকোণকং।
মন্দিরাশ্বগজেন্দ্রাণাং চিহ্নং স্যাৎ স সুখী নরঃ॥

যে ব্যক্তির হস্তে সূর্য্য, চন্দ্র, লতা, নেত্র, অষ্টকোণ, ত্রিকোণ, মন্দির, অশ্ব অথবা গজচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি সুখে জীবন অতিবাহিত করে।

মধ্যমামূলপর্যান্তমূর্দ্ধরেখা চ দৃশ্যতে।
পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্নো ধনবান্ স সুখী নরঃ॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে ঊর্দ্ধরেখা মধ্যমার মূল যাবৎ অঙ্কিত দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি পুত্রপৌত্রাদিমান্, ধনবান্ ও সুখী হয় সন্দেহ নাই।

মাতৃরেখা করে চৈব একৈকং যুগ্মমেব চ।
একৈকমংশমাদায় যুগ্মরেখা চ দৃশ্যতে॥

হস্ততলে দুইটি পৃথক্ রেখা আছে, প্রথমটিকে পিতৃরেখা ও দ্বিতীয়টিকে মাতৃরেখা কহে। তর্জ্জনীর মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর মূলদেশ পর্য্যন্ত আয়ুঃরেখার নিম্নভাগ দিয়া সরলভাবে যে রেখা অঙ্কিত দৃষ্ট হয়, তাহার নাম মাতৃরেখা এবং তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর মূলদেশের মধ্যস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিম্নভাগ পর্য্যন্ত যে রেখা অঙ্কিত থাকে, তাহাকেই পিতৃরেখা কহে। এই রেখা দেখিলেই অনুভব করা যায় যে মনুষ্য

পিতা ও মাতার শুক্রশোণিতের সমান অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

গতা পাণিতলে যা চ সোর্দ্ধরেখা স্মৃতা বুধৈঃ।
স্ত্রীণাং পুংসাং তথা চৈব রাজ্যায় চ সুখায় চ ॥
পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্না চোর্দ্ধরেখা শুভপ্রদা ॥

হস্তের মনিবন্ধ হইতে সমুদ্গত হইয়া হস্ততলের মধ্যস্থল দিয়া যে রেখা উপরি পর্য্যন্ত অঙ্কিত থাকে মনীষিগণ তাহাকেই উর্দ্ধরেখা* বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কি নর, কি নারী যাহার হস্তে উক্ত রেখা দৃষ্ট হয়, সে রাজ্যভোগী ও সুখভোগী হইয়া থাকে উর্দ্ধরেখা বিদ্যমান থাকিলে সেই ব্যক্তি পুত্র-পৌত্রাদিমান্ হইয়া সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।

অঙ্কুশং কুলিশং ছত্রং যস্য পাণিতলে ভবেৎ।
তস্যৈশ্বর্য্যং বিনির্দ্দিষ্টং অশীত্যায়ুর্ভবেদ্ধ্রুবং।
পুত্রং প্রসূয়তে নারী নরেন্দ্রং লভতে পতিং ॥

যে ব্যক্তির করতলে অঙ্কুশ বা ছত্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি ধনবান্ হইয়া থাকে এবং তাহার পরমায়ুঃ অশীতি বৎসর জানিবে। উক্ত চিহ্ন সকল নারীজাতির হস্তে দৃষ্ট হইলে, সেই রমণী রাজমহিষী হইয়া রাজপুত্র প্রসব করে সন্দেহ নাই।

বহুরেখা ভবেৎ ক্লেশঃ স্বল্পাভির্ধনহীনতা।
রেখায়াং বা মনঃসৌখ্যং সামুদ্রবচনং যথা ॥

* উর্দ্ধরেখা বা কর্ম্মরেখা কেহ কেহ ভাগ্যরেখা কেহ বা শনি রেখা বলেন। মতান্তরে রেখা হইতে উদ্গত যে সকল উর্দ্ধরেখা তাহা কর্ম্মরেখা, আর মণিবন্ধ হইতে উদ্গত হইয়া শনির ক্ষেত্রাভিমুখী রেখা শনিররেখা বা ভাগ্যরেখা। কর্ম্মরেখাকে ভোগ্যরেখাও বলে।
—প্রমত্ত প্রমথ—

যাহার হস্ততলে বহুসংখ্যক রেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি যারপর ন্যায় ক্লেশ পাইয়া থাকে এবং যাহার হস্তে অতি অল্পসংখ্যক মাত্র রেখা দৃষ্ট হয়, সে দারিদ্রতা ভোগ করে। যাহার করতলে নাতি অধিক ও নাতি অল্প রেখা বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি মনের সুখে দিনপাত করে সন্দেহ নাই।

রেখাভির্বহুভির্দুঃখং স্বল্পাভির্ধনহীনতা।
রক্তাভিঃ শ্রিয়মাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ।

হস্তে বহুরেখা থাকিলে দুঃখ এবং অত্যল্পমাত্র রেখা বিদ্যমান থাকিলে দরিদ্র হইয়া থাকে। যদি করতলস্থ রেখাগুলি শোণিতবর্ণ* হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি শ্রীমান্ হয় এবং উহা কৃষ্ণবর্ণ হইলে পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে।

ধনুর্যস্য ভবেৎ পাণৌ পঙ্কজং বাথ তোরণং।
তস্যৈশ্বর্য্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ অশীত্যায়ুর্ভবেদ্ধ্রুবং॥

যে ব্যক্তির করতলে ধনুঃ, পদ্ম কিম্বা তোরণচিহ্ন লক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি ঐশ্বর্যশালী ও রাজ্যভোগী হইয়া অশীতি বৎসর যাবৎ জীবন ধারণ করে।

মৎস্যপুচ্ছপ্রকীর্ণেন বিদ্যাবিত্তসমন্বিতঃ।
পিতুঃ পিতামহাদীনাং ধনং স লভতে নরঃ।
পিতামহস্য বা কিঞ্চিদ্ধনঞ্চ লভতে ধ্রুবং॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে মৎস্যপুচ্ছচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, সে ধনী ও বিদ্বান হইয়া থাকে এবং সেই ব্যক্তি পিতা ও পিতামহাদির ধন প্রাপ্ত হয়।

তর্জ্জনীমূলগামিন্যাং রেখায়াং ছিদ্রতা যদি।
শ্বাবিন্মুষিকমার্জ্জারসর্পদষ্টো ভবিষ্যতি॥

* শোণিতবর্ণ ঊর্দ্ধরেখা পরিশ্রম লব্ধ আয়ের সূচক। কৃষ্ণবর্ণ ঊর্দ্ধরেখা অসদ্ উপায় (উৎকোচ, কালবাজার ইত্যাদি) লব্ধ আয়ের সূচক।

তর্জ্জনীর মূলদেশে যে রেখা বিদ্যমান থাকে, যে ব্যক্তির হস্তস্থ সেই রেখা ছিন্ন হয়, শজারু, মূষিক, মার্জ্জার বা সর্প ইহাদিগের মধ্যে যে কোন জন্তু তাহাকে দংশন করিবে সন্দেহ নাই।

কনিষ্ঠায়াঃ স্থিতা রেখাসংখ্যা যাবতিকাঃ স্মৃতাঃ।
তাবতী পুরুষাণান্তু নারী ভবতি নিশ্চিতং ॥*

কনিষ্ঠার নিম্নভাগে যে কয়টি রেখা দৃষ্ট হইবে, সেই পুরুষ সেই কয়টি পত্নীলাভ করিবে।

একমুদ্রো ভবেৎ রাজা দ্বিমুদ্রো ধনবান্নরঃ।
ত্রিমুদ্রো রোগসম্পন্নো বহুমুদ্রো বহুপ্রজঃ ॥

যে পুরুষের করতলে একটিমাত্র মুদ্রা দৃষ্ট হয়, সে নরপতিত্ব লাভ করে। যাহার করে দুইটি মুদ্রা থাকে, সে ধনী হয়, যে ব্যক্তির হস্তে তিনটি মুদ্রা দৃষ্ট হয়, সে চিররোগী এবং বহু মুদ্রা থাকিলে সে বহুপুত্রবান্ হয়।

করমধ্যগতা রেখা ধ্রুবা ঊর্দ্ধং ভবেদ যদি।
নৃপো বা নৃপতুল্যো বা চিরং খ্যাতোঽর্থবান্ ভবেৎ ॥

যে রেখা মণিবন্ধ হইতে সমুত্থিত হইয়া রবির ক্ষেত্রে যায়, সে নৃপতির ন্যায় সম্পত্তিশালী, ধনী ও প্রসিদ্ধ হয়।

অযবস্য কুতো বিদ্যা মৎস্যহীনো কুতো ধনং।
অপুচ্ছস্য কুতো বিদ্যা অযবস্য কুতো ধনং।
ঊর্দ্ধরেখাবিহীনস্য কুতো রাজ্যং কুতো যশঃ ॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে যবরেখা বিদ্যমান থাকে, সে ব্যক্তি বিদ্বান্ ও ধনবান্ হয়, এইরূপ মৎস্যরেখা অঙ্কিত থাকিলে ধনী, মৎসপুচ্ছচিহ্ন দৃষ্ট

* ঊর্দ্ধরেখা সন্তান সংখ্যা নির্দ্দেশ করে, লম্বমানরেখা একটি থাকিলে একনিষ্ঠ প্রেম, বহুরেখা থাকিলে সৌন্দর্য্য আকৃষ্ট হয়, যৌন আকর্ষণ বিভিন্নরূপে রূপান্তরিত হয়।

হইলে বিদ্বান্ এবং ঊর্দ্ধরেখা বিদ্যমান থাকিলে কীর্ত্তিমান্ ও রাজাভোগী হইয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সামুদ্রিক শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

রেখাভির্বহুভিঃ ক্লেশো রেখাহীনৈর্দ্দরিদ্রতা।
রক্তাভিঃ সুখমাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাগতঃ॥

যে ব্যক্তির করতলে বহুসংখ্যক রেখা দৃষ্ট হয়, সে চিরজীবন ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর যাঁহার হস্তে কিছুমাত্র রেখা দৃষ্ট হয় না, সেই ব্যক্তি দরিদ্র হয় সন্দেহ নাই। করতলস্থ রেখাসমূহ রক্তবর্ণ হইলে সুখভোগী এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে পরদাস হইয়া থাকে।

যস্য পাণিতলে রেখা পীবরা দৃশ্যতে যদি।
অবিচ্ছিন্না পাদসৌখ্যং সম্পূর্ণা চ সুশোভনং॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে রেখাসমূহ স্থূল ও অবিচ্ছিন্ন দেখা যায়, সে উন্নত পদলাভ করে এবং সেই রেখা সম্পূর্ণ দৃষ্ট হইলে সুখী ও সম্পত্তিশালী হইয়া থাকে।*

কনিষ্ঠা মূলরেখায়াং পরতশ্চ তথা হি বৈ।
ভবন্তি রেখাস্তাবন্তঃ পুত্রাঃ কন্যাশ্চ নিশ্চিতাঃ।
কন্যা দ্বিমুখরেখায়াং একস্যাং তথাত্মজঃ॥

কনিষ্ঠার মূলদেশের নিম্নে যতগুলি রেখা বিদ্যমান থাকে ততসংখ্যক পুত্রকন্যা সমুৎপন্ন হয় জানিবে। ঐ সকল রেখার মধ্যে যেগুলি দ্বিমুখ, সেইগুলি দ্বারা কন্যা এবং যেগুলি একমুখবিশিষ্ট তদ্দ্বারা পুত্রের সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

* প্রধান রেখাগুলি যথা :—১। হৃদয়রেখা, ২। শিররেখা (পিতৃরেখা), ৩। যকৃৎ বা আয়ুরেখা (মাতৃরেখা)।

কনিষ্ঠাঙ্গুলীমূলে তু রেখা তিষ্ঠতি যাধ্রুবং ।
বিবাহং তাবজ্জানীয়াৎ যথোক্তং দানিভাষিতং ॥

দানি নামক সামুদ্রশাস্ত্রবেত্তা এইরূপ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন যে, কনিষ্ঠার মূলদেশে যতগুলি রেখা দৃষ্ট হয়, ততসংখ্যক বিবাহ হইয়া থাকে।

মৎস্যপুচ্ছে শতং জ্ঞেয়ং কুলিশে তু সহস্রকং ।
পদ্মে লক্ষেশ্বরশ্চেতি শঙ্খে কোটীশ্বরো ভবেৎ ।
মৎস্যে শতং বিজানীয়ান্মকরে তু সহস্রকং ॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে মৎস্যপুচ্ছের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি শতপতি হয় সন্দেহ নাই। এই প্রকার বজ্রচিহ্ন দৃষ্ট হইলে সহস্রপতি, পদ্মচিহ্ন লক্ষিত হইলে লক্ষপতি, শঙ্খচিহ্ন দৃষ্ট হইলে কোটীশ্বর, মীনচিহ্ন থাকিলে শতপতি এবং মকরচিহ্ন লক্ষিত হইলে সহস্রপতি হইয়া থাকে।

কনিষ্ঠাঙ্গুলীমূলে তু রেখা চোদ্বাহনির্ণিকা ।
কনিষ্ঠাধোরেখাসংখ্যা যাবতী যুবতী তথা ।
তাবতী তেন তস্যৈব নারীণাং স্বযাতে নৃপ ॥

কনিষ্ঠার মূলদেশে যে রেখাসমূহ বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই বিবাহ রেখা কহে। কনিষ্ঠার মূলদেশের নিম্নভাগে ঐ প্রকার যতগুলি রেখা দৃষ্ট হয়, ততসংখ্যক যুবতী স্ত্রীলাভ হইয়া থাকে। ঐ প্রকার রেখা নারীজাতির হস্তে একটিমাত্র দৃষ্ট হইলে সেই নারী একনিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু বহুসংখ্যক রেখা থাকিলে সেই স্ত্রী উপপতিতে নিরত হয়।

অঙ্কুশং কুণ্ডলং চক্রং যস্য পাণিতলে ভবেৎ ।
চামরং পুণ্ডরীকঞ্চ তস্য রাজ্যং বিনির্দ্দিশেৎ ॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে অঙ্কুশ, কুণ্ডল, চক্র, চামর অথবা পদ্মচিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি রাজ্যভোগী হইয়া থাকে।

যস্য পাণিতলে রেখা দীর্ঘাকারদ্বয়ং ভবেৎ।
যুগ্মে মুখে চ সুজাতো হ্যযুগ্মে জারজো ধ্রুবং ॥

হস্ততলে যে দুইটি দীর্ঘাকৃতি রেখা দৃষ্ট হয়, তাহারই নাম পিতৃরেখা ও মাতৃরেখা। যাহার করতলস্থ উক্ত রেখাদ্বয় পরস্পর মিলিত থাকে, তাহাকে পিতার ঔরসজাত বলিয়া জানিবে, কিন্তু উহা মিলিত না হইলে জারজ বুঝিতে হইবে।

যুগমীনাঙ্কিতো যো বৈ ভবেৎ সত্রপ্রদো নরঃ।
বজ্রাকারাশ্চ ধনিনাং মৎস্যপুচ্ছনিভা বুধৈঃ ॥
শঙ্খাতপত্রশিবিকাগজপদ্মোপমা নৃপে।
কুম্ভাঙ্কুশপতাকাভা মৃণালাভা নিধীশ্বরে ॥
দামাভাশ্চ গবাঢ্যানাং স্বস্তিকাভা নৃপেশ্বরে।
চক্রাসিতোমরধনুর্দণ্ডাভা নৃপতেঃ করে ॥
উদখলাভা যজ্ঞাঢ্যা বেদীভাশ্চাগ্নিহোত্রাণি।
বাপীদেবকুলাভাশ্চ ত্রিকোণাভাশ্চ ধার্ম্মিকে ॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে যুগ (জোয়াল) কিম্বা মীনচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি যজ্ঞশীল হয়। এই প্রকার বজ্রচিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে ধনবান্, মীনপুচ্ছচিহ্ন দৃষ্ট হইলে বিদ্বান্, শঙ্খ, ছত্র, শিবিকা, গজ বা পদ্মচিহ্ন থাকিলে নরপতি, কুম্ভ, অঙ্কুশ, পতাকা কিম্বা মৃণালচিহ্ন দৃষ্ট হইলে নিধীশ্বর, সূত্রচিহ্ন থাকিলে বহু ধেনুসম্পন্ন, স্বস্তিকচিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে সম্রাট্; চক্র, করবাল, তোমর, চাপ কিম্বা দণ্ডচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে যজ্ঞ; বেদীচিহ্ন দৃষ্ট হইলে অগ্নিহোত্রী এবং তড়াগ, দেবনদী অথবা ত্রিকোণ চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে সেই ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে।

জ্ঞানরেখা প্রথমা চ অঙ্গুষ্ঠাদনুবর্ত্ততে।
মধ্যমা চ করে রেখা আয়ুরেখা অতঃপরং ॥

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে যে সকল রেখা বিদ্যমান থাকে, তাহার প্রথম রেখাকেই জ্ঞান রেখা কহে, আর যে রেখা কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া মধ্যমাঙ্গুলীর মূলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত দৃষ্ট হয়, তাহার নাম আয়ুরেখা।

অঙ্গুষ্ঠমূলগাঃ রেখাঃ পুত্রাশ্চ সুখদায়িকাঃ।
নিঃস্বাশ্চ বহুরেখাঃ স্যুঃ নিদ্রবাশ্চিবুকৈঃ কৃশৈঃ ॥

যে ব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে বহুসংখ্যক রেখা বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি পুত্রবান্ ও সুখভোগী হয়। যে ব্যক্তির হস্তে বহুসংখ্যক রেখা দৃষ্ট হয়, সে দরিদ্র হইয়া থাকে এবং যাহার চিবুক কৃশ, সে দ্রব্যহীন হয়।

ঘনাঙ্গুলিশ্চ সধনস্ত্রিস্রো রেখাশ্চ যসা বৈ।
নৃপতেঃ করতলগাঃ মণিবন্ধে সমুত্থিতাঃ ॥

যে ব্যক্তির অঙ্গুলীসমূহ ঘন, সে বহুধনের অধীশ্বর হয়। যাহার মণিবন্ধ হইতে করতল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধদেশে তিনটি রেখা সমুত্থিত হইয়া থাকে, সে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয় সন্দেহ নাই।

রেখাস্বধঃস্থিতা রেখাসংখ্যা যাবতিকাঃ স্মৃতাঃ।
তাবাংস্তু পুরুষাণাস্তু পুত্রো ভবতি নিশ্চিতং ॥
রেখাস্বধঃস্থিতা রেখাসংখ্যা যাবতিকাঃ স্মৃতাঃ।
তাবতী পুরুষাণাস্তু কন্যা ভবতি নিশ্চিতং ॥

যাহার কনিষ্ঠার মূলের নিম্নভাগস্থ রেখার অধোদিকে যতগুলি রেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি ততসংখ্যক পুত্রলাভ করে। আর যাহার ঐ রেখা

সমূহের নিম্নে যত সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা বিদ্যমান থাকে, সে ব্যক্তি ততগুলি কন্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

করমধ্যস্থিতা রেখা ত্রয়াদূর্দ্ধং ভবেদ্‌যদি।
নৃপো বা নৃপতুল্যো বা চিরং খ্যাতোঽথবা ভবেৎ॥

যে ব্যক্তির হস্ততলের মধ্যস্থল দিয়া তিনটির অধিক একটি দীর্ঘাকৃতি রেখা সরলভাবে উর্দ্ধদেশে সমুত্থিত হয়, সেই ব্যক্তি নৃপতি কিংবা নৃপতিবং ক্ষমতাশালী হয়, আর তাহার কীর্ত্তি চিরদিন ধরাতলে দেদীপ্যমান থাকে। এই রেখাকেই উর্দ্ধরেখা কহে।*

বৃদ্ধামূলে চ যা রেখা ভ্রাতৃভগ্নীপ্রদায়িকা।
কৃষ্ণা সূক্ষ্মা ক্রমেণৈব হীনা ছিদ্রপ্রদায়িকা॥

মানবের হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে যত সংখ্যক রেখা দৃষ্ট হয়, তত সংখ্যক ভ্রাতা ও ভগ্নী হয়, আর সেই রেখা সমূহ যদি কৃষ্ণবর্ণ ও ক্রমসূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে ভ্রাতা-ভগ্নীর নিধন ও কলঙ্ক হয় সন্দেহ নাই।

কনিষ্ঠাঙ্গুলিমধ্যস্থা রেখা চেদবতিষ্ঠতি।
উর্দ্ধাছিন্না ভবেদ্ যস্য বিংশত্যায়ুর্ব্বিনির্দ্দিশেৎ॥

যে ব্যক্তির হস্তের কনিষ্ঠার মধ্যদেশে রেখা বিদ্যমান থাকে এবং সেই রেখা যদি উর্দ্ধদিকে ছিন্ন হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বিংশতি বৎসর মাত্র জীবিত থাকে।

রেখান্বিতাং ত্ববিধবাং কুর্য্যাৎ সংভোগিনীং স্ত্রিয়ং।
রেখা যা মণিবন্ধোত্থা গতা মধ্যাঙ্গুলী করে।

* তাৎপর্য্য এই মধ্যস্থল অর্থাৎ চন্দ্র এবং শুক্রের ক্ষেত্রের মধ্যস্থল উৎপত্তি স্থান মণিবন্ধ। তিনটি শব্দে (পিতৃ, মাতৃ, আয়ু), গন্তব্য স্থানে শনি, বৃহস্পতি অথবা বুধের ক্ষেত্র ভেদ করিয়া অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত।

গতা পাণিতলে যা চ যোর্দ্ধপাদতলে স্থিতা।
স্ত্রীণাং পুংসাং তথা বা স্যাদ্রাজ্যায় চ সুখায় চ।
পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্না চোর্দ্ধরেখা শুভপ্রদা॥

যে রেখা করের মণিবন্ধ হইতে সমুত্থিত হইয়া হস্ততলের মধ্যস্থল দিয়া মধ্যমার মূলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, সামুদ্রিকশাস্ত্রবিৎ সুধিগণ তাহাকেই ঊর্দ্ধরেখা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই রেখা চরণতলেও বিদ্যমান থাকে। যে নারীর হস্ততলে ও চরণে এই রেখা দৃষ্ট, সেই নারী আজীবন পতিব্রতা ও সৌভাগ্যশালিনী হয় এবং পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্না হইয়া থাকে। কি নর কি নারী, যাহার হস্ততলে এই রেখা দৃষ্ট হয়, সে রাজ্যলাভ করে, সুখভোগী হয়, আর তাহার পুত্রপৌত্রাদি বংশ বৃদ্ধি পায় এবং সে সর্ব্বপ্রকারেই কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে।

মধ্যমা তর্জ্জনীমূলে যবো যস্য চ দৃশ্যতে।
ধনবান্ সুখভোগী স্যাৎ পুত্রদারগৃহাদিমান্॥

যাহার করতলে মধ্যমা অথবা তর্জ্জনীর মূলে যবরেখা দৃষ্ট হয়, সে ধনী, সুখী ও পুত্রকলত্রগৃহাদি সম্পন্ন হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলস্য মধ্যে চেন্মিলিতা বিভবো যশঃ।
পৃথগ্ রেখা ভবেজ্জ্ঞেয়ং নিশ্চিতং লক্ষণং শুভদম্॥

যাহার হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে বহুসংখ্যক রেখা একত্র দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি বহুকাল ঐশ্বর্য্যভোগ করে, আর যদি সেই রেখাসমূহ পৃথক্ পৃথক্ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সুলক্ষণ বিশিষ্ট জানিবে।

অঙ্গুষ্ঠস্যোর্দ্ধভাগস্থো যবো যস্য বিরাজতে।
উৎপন্নাবধি ভোগী স্যাৎ স নরঃ সুখমেধতে॥

যে ব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরিতে যবরেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি আজন্ম ভোগী ও সুখী হইয়া থাকে।

বৃদ্ধামূলে চ রেখে দ্বে মাতুর্ভক্তো বিশেষতঃ।
বহুভোগৈশ্চ যুক্তঃ স্যাদ্ যস্য বজ্রাঙ্কিতং পরম্॥

যে ব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে রেখাদ্বয় বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি সমধিক মাতৃভক্ত হয়, আর যদি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে বজ্রচিহ্ন দেখা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি বহুভোগশালী হয়।

অঙ্গুষ্ঠোদরমধ্যে তু রেখা যস্য যবাকৃতিঃ।
যশস্বী চ ভবেদ্বিদ্বান্ ধনী দাতা চ নিত্যশঃ॥

যাহার হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর উদরমধ্যে যবরেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি কীর্ত্তিমান, বিদ্বান্ ও দানশীল হইয়া থাকে।

অঙ্গুষ্ঠোদরমধ্যে তু যবো যস্য বিরাজতে।
বিভবং ভোজনং তস্য স নরঃ সুখমেধতে।
সর্ব্ববিদ্যাপ্রশস্তশ্চ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥

যে ব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের গর্ভমধ্যে যবরেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি অসীম ঐশ্বর্য্যবান, সুখী ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ্ হয়, সংশয় নাই।

অঙ্গুষ্ঠোদরমধ্যে তু কুণ্ডলী যস্য দৃশ্যতে।
ভোজ্যানুৎপাদ্যতে তস্য প্রচুরঞ্চ সুখং ভবেৎ॥

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের জঠরের মধ্যস্থলে যাহার কুণ্ডলীরেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি ভোগী ও পরম সুখী হইয়া থাকে।

অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমধ্যে তু যবো যস্য বিরাজতে।
পররেখা ভবেদ্ যস্য স নরঃ সুখমেধতে॥

যে ব্যক্তির অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্বের মধ্যস্থলে যবরেখা দৃষ্ট হয়, আর তৎসহ

যদি অপর রেখা মিলিত থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সুখী হইয়া থাকে।

অঙ্গুষ্ঠস্যাপূর্দ্ধরেখা বর্ত্ততে নৃপতেঃ শুভা।
সেনাপতির্ধনেশশ্চ মধ্যমায়ুর্নরো ভবেৎ ॥

যে ব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরে শুভ লক্ষণযুক্ত ঊর্দ্ধরেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি নৃপতি, সেনাপতি অথবা প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী হয়, আর তাহার পরমায়ু মধ্যবিধ হইয়া থাকে।

কনিষ্ঠামূলসংযুক্তা ত্রিরেখা যস্য দৃশ্যতে।
একং যুগ্মঞ্চ ত্রিতয়ং চতুর্থং বাণসম্মিতং।
যুগ্মং বাপি পৃথগ্‌ বাপি বিপুলং ভোগদায়কঃ ॥

যে ব্যক্তির হস্তের কনিষ্ঠার মূলে তিনটি সংযুক্ত রেখা দৃষ্ট হয়, সে ভোগী ও সুখী হইয়া থাকে। আর যাহার হস্তের ঐ স্থানে মিলিত বা পৃথক্ পৃথক্ একটি, দুইটি, তিনটি, চারিটি কিম্বা পাঁচটি রেখা লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি পরম ভোগদায়ী হয় সন্দেহ নাই।

তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তমূর্দ্ধরেখা চ দৃশ্যতে।
রাজদূতো ভবেত্তস্য ধর্ম্মনাশো হি জায়তে ॥

যে ব্যক্তির হস্তের ঊর্দ্ধরেখা তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তিরাজদূত হয়, কিন্তু তাহার ধর্ম্মলোপ হইয়া থাকে।

দীক্ষাণাং যথা ধর্ম্ম পদবী সুখমেব চ।
বিদ্যা মানাপমানঞ্চ অমূলামুলসংস্থিতা ॥

যে ব্যক্তির কনিষ্ঠার মূল রেখা অঙ্কিত দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তির দীক্ষা, ধর্ম্ম, পদবী, সুখ, বিদ্যা, মান ও অপমান প্রভৃতি সম্বৰ্দ্ধিত হয়।

মধ্যমামূলপর্য্যন্তমূর্দ্ধরেখা চ দৃশ্যতে।
পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্নো ধনবান্ স সুখী নরঃ॥

যে ব্যক্তির করতলে ঊর্দ্ধরেখা মধ্যমার মূলদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি সুখী ঐশ্বর্য্যশালী ও পুত্রপৌত্রাদি সম্পন্ন হয়।

অনামিকোর্দ্ধরেখায়াং ব্যবসায়ে ধনাগমঃ।
সুখদুঃখেন জীবেত পুত্রপৌত্রগৃহাদিমান্॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে ঊর্দ্ধরেখা অনামার মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, বাণিজ্যে তাহার অর্থ সঞ্চয় হয়, আর সে ব্যক্তি পুত্র, পৌত্র, গৃহ ইত্যাদি সমন্বিত হইয়া কখন সুখে এবং কখন বা অসুখে জীবন অতিবাহিত করে॥

অঙ্গুলীনাং পৃথগ্ রেখা ত্রিতয়ং মন্যতে পৃথক্।
রেখা দ্বাদশকং সৌখ্যং ধনধান্যপ্রদায়কম্॥

তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলী চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের পর্ব্বরেখা যদি তিন তিনটি করিয়া গণনা হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনধান্যাদিমান্ ও সুখী হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র ও সংশয় নাই। সামুদ্রিক শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অঙ্গুষ্ঠোদরমধ্যে তু যবো যস্য বিরাজিতঃ।
উন্নতঃ শোভনং তস্য শতং জীবতি মানবঃ॥

যদি করের অঙ্গুষ্ঠোদরে অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যোদরের অন্তর্গতস্থানে যবচিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি জগতে ধনে, মানে, জ্ঞানে প্রভৃতি নানারূপে সমৃদ্ধ ও অলঙ্কৃত হইয়া কালাতিপাত করে, আর তাহার পরমায়ু একশত বৎসর হয় জানিবে।

অঙ্গুলীনাং পৃথগ্ রেখা গণনে চেৎ ত্রয়োদশঃ।
মহাদুঃখং মহাক্লেশং সামুদ্রবচনং যথা॥

যে ব্যক্তির কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের পর্ব্বরেখা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে গণনা করিলে ত্রয়োদশটি হয় তাহার মহাক্লেশ হইয়া থাকে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

দীর্ঘায়ুঃ সুভগশ্চৈব সধনো বিরলাঙ্গুলিঃ।
ঘনাঙ্গুলিশ্চ অধনস্তিস্রো রেখাশ্চ যস্য বৈ।
অঙ্গুষ্ঠমূলগা রেখাঃ পুত্রাশ্চ সুখদায়কাঃ॥

যে ব্যক্তির অঙ্গুলিসমূহ বিরল, সেই ব্যক্তি ধনবান্, দীর্ঘজীবী ও সৌভাগ্যবান হয়। যে ব্যক্তির অঙ্গুলিসমূহ ঘন হয় এবং তাহাতে তিন তিনটি রেখা বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি নির্দ্ধন হয় সন্দেহ নাই। যাহার হস্তের অঙ্গুষ্ঠের মূলে বহুরেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি পুত্রবান্ ও সুখসম্পত্তি-শালী হয়।

ঊনবিংশে ভবেন্মান্যো গুণজ্ঞো লোকপূজিতঃ।
তপস্বী বিংশতৌ জ্ঞেয়ো মহাত্মা একবিংশতৌ॥

যে ব্যক্তির হস্তের কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলীচতুষ্টয়ের পর্ব্বরেখা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে গণনা করিলে ঊনবিংশতিটি হয়, সেই ব্যক্তি সম্মানার্হ গুণী ও সাধারণের আদরের পাত্র হইয়া থাকে। যদি পর্ব্বরেখা বিংশতিটি হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তপঃপরায়ণ এবং একবিংশতিটি হইলে মহাত্মা হইয়া থাকে।

রেখাপঞ্চদশে চৌরঃ ষোড়শে দ্যূতবঞ্চকঃ।
পাপী সপ্তদশে জ্ঞেয়ো ধর্ম্মো অষ্টাদশে ভবেৎ॥

যাহার অঙ্গুলীর পর্ব্বরেখা পৃথক্ পৃথক্ গণনা করিলে পঞ্চদশটি হয়, সে তস্কর হইয়া থাকে। এইরূপ গণনা দ্বারা ষোড়শ হইলে সেই ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ারত ও বঞ্চক হয়, সপ্তদশ হইলে পাপাত্মা এবং অষ্টাদশ হইলে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

তাম্রৈর্ভূপা ধনাঢ্যাশ্চ অঙ্গুষ্ঠৈঃ সযবৈস্তথা।
অঙ্গুষ্ঠমূলজৈঃ পুত্রী স্যাদ্দীর্ঘাঙ্গুলিপর্ব্বকঃ॥

যে ব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে যবচিহ্ন দৃষ্ট হয়, আর ঐ বৃদ্ধাঙ্গুলী লোহিতবর্ণ হয়, সেই ব্যক্তি প্রচুর ঐশ্বর্য্যবান্ ও নরপতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির অঙ্গুলীর পর্ব্বসমূহ দীর্ঘ হয়, তাহার বহু পুত্রলাভ হয় সন্দেহ নাই।

সর্ব্বাসু চক্রে পরিপূরীতাঙ্গুলী মহাবলপ্রাপ্তির্বরেণ্য লক্ষণম্।

যাহার অঙ্গুলীসমূহ চক্রাকার রেখারাজী বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি মহাবলবান ও সর্ব্ব সুলক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

মধ্যমায়াং যদি যবাদৃশ্যন্তেঽত্যন্তশোভনাঃ।
তদান্যসঞ্চিতং বিত্তং প্রাপ্নোত্যঙ্গুষ্ঠগে যবে॥

যদি মধ্যমাঙ্গুলীতে কিংবা অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীতে উৎকৃষ্ট যবচিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অপরের সঞ্চিত অর্থপ্রাপ্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

কনিষ্ঠায়াং ভবেচ্চক্রং বাণিজ্যেন ধনং লভেৎ।
তেনৈব বিপরীতে তু ব্যয়োভবতি নিশ্চিতম্॥

যে ব্যক্তির কনিষ্ঠাতে চক্রচিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি বাণিজ্য দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। যে ব্যক্তির কনিষ্ঠাতে চক্রচিহ্ন বিদ্যমান নাই, অথচ তৎপরিবর্ত্তে সরলরেখাদি থাকে বাণিজ্যে তাহার কিছুমাত্র লাভ হয় না বরং মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া থাকে।

মধ্যমায়াং স্থিতে চক্রে দেবদ্বারা ধনং লভেৎ।
তেনৈব বিপরীতস্তু ব্যয়োভবতি নিশ্চিতম্॥

যে ব্যক্তির মধ্যমাতে চক্রচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সে দেবতা দ্বারা অর্থ প্রাপ্ত হয়। যাহার মধ্যমাতে চক্রচিহ্ন নাই অথচ তৎপরিপর্ত্তে অন্য কোনরূপ চিহ্ন থাকে, সে দৈবগতিকে নির্ধন হইয়া যায়।

যস্যাথ চক্রমঙ্গুষ্ঠে যবঃ পদ্মশ্চ দৃশ্যতে।
তদা পিতামহাদীনামর্জ্জিতং ধনমাপ্নুয়াৎ॥

যে ব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে চক্র, যব, পদ্মচিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি পিতামহাদির উপার্জ্জিত অর্থ প্রাপ্ত হয়।

অনামিকায়াং চক্রে তু সর্ব্বদ্বারা ধনং লভেৎ।
তেনৈব বিপরীতে তু ব্যয়োভবতি নিশ্চিতম্॥

যে ব্যক্তির অনামাতে চক্রচিহ্ন থাকে, সে নানা উপায়ে কিম্বা কোন বন্ধুদ্বারা অর্থ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তির অনামাতে বিপরীত কোনরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, নানা বিষয়ে তাহার অর্থক্ষয় হয়।

তর্জ্জন্যামথ চক্রঞ্চ পিতৃদ্বারা ধনং লভেৎ।
তেনৈব বিপরীতস্তু ব্যয়োভবতি নিশ্চিতম্॥

যে ব্যক্তির তর্জ্জনী অঙ্গুলীতে চক্রচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সে পিতৃদ্বারা অর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির তর্জ্জনী অঙ্গুলীতে চক্রচিহ্ন দৃষ্ট না হয়, অথচ তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন প্রকার চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সে ব্যক্তি যত উপার্জ্জন করে, তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হয় সন্দেহ নাই।

পঞ্চভিঃ সব্যকরগা নৃপাঙ্কৈঃ পূরিতাঙ্গুলী।
নৃপাধিকারমাপ্নোতি বহুলাভকরঃ পুমান্॥

যে ব্যক্তির বামকরের প্রতি অঙ্গুলীতে পাঁচটি করিয়া নৃপাঙ্ক চিহ্ন বিদ্যমান দেখা যায়, সে রাজ্যলাভ করে এবং তাহার বহু অর্থাদি লাভ হয় সন্দেহ নাই।

সমস্তাঙ্গুলীকানান্ত কোষ্ঠরেখা ভবেদ্ যদি।
তদা স্বর্ণাঙ্গুরীং দিব্যাং চিরং স লভতে ধ্রুবম্॥

যে ব্যক্তির যাবতীয় অঙ্গুলীর প্রকোষ্ঠে রেখা অঙ্কিত দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি দিব্য স্বর্ণময় অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অঙ্গুষ্ঠে কুলিশং চিহ্নং যস্য পাণিতলে ভবেৎ।
তোরণং পুণ্ডরীকঞ্চ রাজ্যং তস্য ভবিষ্যতি॥

যে ব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের বজ্রচিহ্ন আর হস্ততলে তোরণ ও শ্বেত পঙ্কজচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি নৃপপদ প্রাপ্ত হয়।

মৎস্যেনৈকেন চৈশ্বর্য্যং সহস্রং লাভসম্পদং।
পদ্মং শঙ্খং বিজানীয়াদ্ব্যজনঞ্চক্রমেব চ॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে একটিমাত্র মীনচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যবান হয়, আর যাহার হস্তে চক্র, তালবৃন্ত, শঙ্খ, কিম্বা কমলচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি সহস্র সহস্র সম্পত্তির ঈশ্বর হয় সন্দেহ নাই।

পদ্মে কোটির্ভবেচ্ছত্রে শঙ্খে কোটিশতানি চ।
লক্ষাধিপশ্চ ব্যজেন চক্রে রাজা ন সংশয়ঃ॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে ছত্র কিম্বা কমল চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি কোটিপতি হয়, এইরূপ যাহার হস্তে শঙ্খচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে শত কোটিপতি যাহার হস্তে তালবৃন্তচিহ্ন থাকে সে ব্যক্তি লক্ষপতি এবং যাহার হস্তে চক্রচিহ্ন বিদ্যমান থাকে সে নরপতি হয়, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিবিধ পদচিহ্ন

শ্রীমহাদেব উবাচ

চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকং।
শঙ্খংসব্যপদেথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং॥

চক্রং ছত্রযবাঙ্কুশং ধ্বজকুলীশজম্বুর্দ্ধরেখাম্বুজং।
বিভ্রাণো হরিরূনবিংশতি মহালক্ষ্মার্চ্চিতাঙ্ঘ্রির্ভবেৎ॥

যে ব্যক্তির বাম চরণে অর্দ্ধচন্দ্র, কুম্ভ, ত্রিকোণ চাপ, শূন্য, গোষ্পদ পুঁটিমাছ, শঙ্খ এই অষ্টবিধ চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, এবং দক্ষিণ চরণে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, জম্বু, উর্দ্ধরেখা ও পঙ্কজ এই ঊনবিংশতি প্রকার চিহ্ন লক্ষিত হয়, কমলা তাহার চরণ সেবা করিয়া থাকেন অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যারপর নাই শ্রীমান্ হয়।

যস্য পাদতলে পদ্মং চক্রং বাপ্যথ তোরণং।
অঙ্কুশং কুলিশং বাপি স রাজা ভবতি ধ্রুবম্॥

যে ব্যক্তির পদতলে কমল, চক্র, তড়াগ, তোরণ, অঙ্কুশ, অথবা বজ্র চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি নৃপতিত্ব প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

নিগূঢ়গুলফৌ চরণৌ পদ্মকান্তিতলৌ শুভৌ।
সস্বেদিনৌ মৃদুতরৌ মৎস্যাঙ্কমকরাঙ্কিতৌ॥

যে ব্যক্তির চরণদ্বয়ের গুল্ফদেশ সমুন্নত ও প্রকাশিত আর চরণতল কমলবৎ কোমল ও মনোহর, নিরন্তর স্বেদযুক্ত, মৃদু, ও মৎস্যমকরচিহ্ন লক্ষিত, হয় নিরন্তর তাহার মঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

অসমং মূলদেশেতু বজ্রং যস্য তু দৃশ্যতে।
অবিচ্ছিন্নং পদঞ্চেব কুলংশ্রেষ্ঠো ভবেন্নরঃ।
অপরং পর্ব্বরেখায়াং রাজ্যঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্॥

যাহার চরণমূলে বজ্রচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, আর সেই রেখা যদি ছিন্ন না হয়, তাহা হইলে জানিবে যে, সে ব্যক্তি প্রধান কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যাহার পদের পর্ব্বরেখার মধ্যে অন্যরেখা লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি রাজ্যলাভ করিয়া থাকে।

যস্য বৃদ্ধাঙ্গুলের্মূলাৎ পাদে রেখা চ দৃশ্যতে।
স রাজ্যং লভতে নূনং ভুঙ্‌ক্তে বিকণ্টকাং মহীম্ ॥

যাহার পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূল হইতে চরণের তল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখা দেখা যায়, সেই ব্যক্তি নরপতি হইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যসম্ভোগ করিয়া থাকে।

মার্গায়োঃ কটকৌ পাদৌ কষায়সহরৌ তথা।
বিচ্ছিন্নৌ চৈব বংশস্যং ব্রহ্মঘ্নৌ শঙ্কুসন্নিভৌ ॥

গমন সময়ে যে ব্যক্তির পদের বর্ণ রক্ত ও পীতমিশ্রিতবৎ দৃষ্ট হয়, আকৃতি বিচ্ছিন্ন ও গঞ্জবৎ এবং বক্র অথবা শঙ্কুতুল্য, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী হইয়া থাকে।

সূর্পাকারৌ বিরুক্ষৌ চ বক্রৌ পাদৌ শিরালকে।
সংশুষ্কৌ পাণ্ডুরনখৌ নিঃস্বস্য বিরলাঙ্গুলী ॥

যাহার পদযুগল শিরাময়, কুটিল, রুক্ষ ও শুষ্ক, চরণের পৃষ্ঠদেশ অর্থাৎ সূর্পবৎ বৃহৎ, নখসমূহ পাণ্ডুবর্ণ এবং অঙ্গুলিসমূহ বিরল সে ব্যক্তি দরিদ্র হয়।

অস্বেদিতৌ মৃদুতলৌ কমলোদর সন্নিভৌ।
শ্লিষ্টাঙ্গুলী তাম্রনখৌ পাদাবুষ্ণৌ শিরোজ্ঝিতৌ।
কূর্ম্মোন্নতৌ গূঢ়গুল্‌ফৌ সুপার্ষ্ণী নৃপতেঃ স্মৃতৌ ॥

যে ব্যক্তির চরণতল স্বেদরহিত, মৃদু ও কমলোদরবৎ মনোহর অঙ্গুলী-সমূহ মিলিত, নখপংক্তি লোহিত বর্ণ, পদ উষ্ণ ও শিরাশূন্য চরণের পৃষ্ঠভাগ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত আর গুল্‌ফ মনোরম ও অপ্রকাশ্য, সেই ব্যক্তি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জানুলক্ষণ

উরবো জানবস্তুল্যা নৃপসোগচিতাঃ স্মৃতাঃ।
নির্ম্মাংসজানুঃ সৌভাগ্যমল্পং নিম্নেরতঃ স্ত্রিয়াঃ।
বিকটৈশ্চ দরিদ্রাঃ স্যুঃ সমাংসৈরাঢ্যএব চ ॥

যে ব্যক্তির জানু ও উরুদেশ পরস্পর সমান ও আয়ত, সে ব্যক্তি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির জানু কৃশ সে অল্পভাগ্য হয়, আর যাহার জানু নিম্ন, সে স্ত্রী রত, যাহার জানু বিকট সে দরিদ্র এবং যাহার জানু মাংসল, সে ধনবান্ হইয়া থাকে।

জঙ্ঘালক্ষণ

দ্বে দ্বে রোমে পণ্ডিতানাং শ্রোত্রিয়াণাং তথৈব চ।
রোমত্রয়ং দরিদ্রাণাং রোগী নির্ম্মাংসজানুকঃ।
মহাদারিদ্র্যজং দুঃখং ভুঙ্‌ক্তে রোমচতুর্থকে ॥

যাহার জঙ্ঘার প্রতি রোমবিবরে দুইটি করিয়া রোম লক্ষিত হয়, সে পণ্ডিত ও শ্রোত্রিয় হয়, এইরূপ যাহার জঙ্ঘাস্থ প্রত্যেক রোমকূপে তিনটি করিয়া রোম বিদ্যমান থাকে, সে দরিদ্র এবং চারিটি করিয়া রোম দৃষ্ট হইলে সে ব্যক্তি অতীব দরিদ্র হয়। যে ব্যক্তির জানু মাংসশূন্য, সে রোগী হইয়া থাকে।

অল্পরোমযুতা শ্রেষ্ঠা জঙ্ঘা হস্তিকরোপমা।
রোমৈকৈকং কূপকে স্যাদ্ভূপানান্ত মহাত্মনাম্ ॥

যাহার জঙ্ঘাদেশ অল্প রোমে পরিপূর্ণ, উহা করিশুণ্ডবৎ ক্রমসূক্ষ্ম ও সরল আর জঙ্ঘাস্থ প্রত্যেক রোমবিবরে এক একটি রোম বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠলক্ষণবিশিষ্ট ও কল্যাণভাজন হয়। রাজা ও মহাত্মা ব্যক্তিগণের জঙ্ঘাই এইরূপ হইয়া থাকে।

অগম্যাগমনে প্রীতো জঙ্ঘা বিরললোমিকা।
মৃদুরোমা সমা জঙ্ঘা তথা করিকরপ্রভা।

যে ব্যক্তির জঙ্ঘা অত্যল্প রোমবিশিষ্ট, অগম্যা নারীগমনে তাহার পরম তৃপ্তি হয়। যে ব্যক্তির জঙ্ঘা মৃদু রোমে পূর্ণ সমানাকৃতি ও করিশুণ্ড-সদৃশ সেই ব্যক্তি কল্যাণভাজন সন্দেহ নাই।

নিঃস্বস্য শৃগালজঙ্ঘা রোমৈকৈকঞ্চ কূপকে।
নৃপাণাং শ্রোত্রিয়াণাঞ্চ দ্বে শ্রীমতাঞ্চ ধীমতাম্।
ত্র্যাদ্যৈর্নিঃস্বা মানবাঃ স্যুর্দুঃখভাজশ্চ নিন্দিতাঃ॥

যে ব্যক্তির জঙ্ঘা শৃগালজঙ্ঘাবৎ কুরূপ, আর যাহার জঙ্ঘাস্থ প্রত্যেক রোমবিবরে এক একটি রোম বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি দরিদ্র হয়। যাহার জঙ্ঘাস্থ প্রতি রোমবিবরে দুই দুইটি রোম বিদ্যমান থাকে, সে বুদ্ধিমান, শ্রীমান্, শ্রোত্রিয় ও ভূপতি হইয়া থাকে। যাহার জঙ্ঘার প্রত্যেক রোপকূপে তিন তিনটি রোম বা ততোধিক রোম দৃষ্ট হয়, সে নিন্দিত, দুঃখী ও দরিদ্র হয়।

স্ফিক্‌লক্ষণ

অশীঘ্রমৈথুনস্থল্লায়ু স্থূলস্ফিক্ স্যাদ্ধনোজ্ঝিতঃ।
মাংসলস্ফিক সুখী স্যাচ্চ সিংহস্ফিক্ ভূপতিঃ স্মৃতঃ॥

যে ব্যক্তির স্ফিক্‌দেশ (নিতম্ব) স্থূল সেই ব্যক্তি ধনহীন হইয়া থাকে, যাহার স্ফিক্‌দেশ মাংসল সে সুখী হয়, আর যাহার স্ফিক্‌দেশ সিংহের ন্যায় দৃঢ়, সেই ব্যক্তি নৃপতি পদলাভ করে। বিলম্বে মৈথুন সমাপ্ত হইলে তাহাকে অল্পদিন মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

নাভিলক্ষণ

মৎস্যোদরা বহুধনা নাভিভিঃ সুখিনঃ স্মৃতাঃ।
বিস্তীর্ণাভি র্বহুলাভিনিম্নাভিঃ ক্লেশভাগিনঃ।
বলিমধ্যগতা নাভিঃ শূলবাধাং করোতি হি।
বামবর্ত্তা চ সাধ্যং বৈ মেধাঞ্চ দক্ষিণস্তথা।
পার্শ্বয় ত চিরায়ুঃ স্যাদ্ ভূপরিষ্টাদ্ধনেশ্বরঃ।
অধো গবাঢ্যং কুর্য্যাচ্চ নৃপত্বঃ পদ্মকর্ণিকা॥

যদি নাভিদেশের মধ্যস্থল মৎস্যোদরবৎ আকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া থাকে। যাহার নাভিদেশ বিস্তৃত, সে সুখী, যাহার নাভি বৃহৎ ও নিম্ন সে দুঃখভোগী, যাহার নাভি বলিদ্বয়ের মধ্যগত, সে শূলরোগগ্রস্ত, যাহার নাভি বামাবর্ত্ত-চিহ্নে চিহ্নিত, সে শক্তিমান্, যাহার নাভি দক্ষিণাবর্ত্তরেখায় চিহ্নিত সে মেধাবী, যাহার নাভি পার্শ্বদেশে বিস্তৃত সে দীর্ঘজীবী, যাহার নাভি ঊর্দ্ধমুখ সে ঐশ্বর্য্যবান্, যাহার নাভি অধোমুখ সে ধেনুবান্ এবং যাহার নাভি কমলের মধ্যভাগের ন্যায় গভীর ও মনোহর সে রাজা হইয়া থাকে।

গম্ভীরা দক্ষিণাবর্ত্তা নাভিঃ স্যাৎ সুখসম্পদে।
বামাবর্ত্তা সমুত্তানা ব্যক্তগ্রন্থী ন শোভনা।
নাভিশ্চ দক্ষিণাবর্ত্তা সা নারী সুখমেধতে॥

যাহার নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত ও গভীর, সে সুখী ও সম্পত্তিশালী হয়। যাহার নাভি বামাবর্ত্ত, ঊর্দ্ধমুখ ও প্রকাশিত গ্রন্থিবিশিষ্ট, তাহার অশুভ হয়।

ত্বক স্নিগ্ধা বিপুলা ভোগা অল্পায়ুর্নাভিরুন্নতা।
বিস্তীর্ণা মাংসোপচিতা গম্ভীরা বিপুলা শুভা।

নাভিশ্চ দক্ষিণাবর্ত্তা গভীরাজতুলা শুভা।
নাভি প্রদক্ষিণাবৃত্তা মধ্যাং ত্রিবলিশোভিতম্ ॥

যাহার নাভির চর্ম্ম স্নিগ্ধ, সে মহাভোগশালী হয়, আর যাহার নাভি উন্নত সে অল্পকাল মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়। যাহার নাভি বিস্তৃত মাংসল, বৃহৎ, গভীর, কমলকোষ-সদৃশ দক্ষিণাবর্ত্ত ও মধ্যস্থলে ত্রিবলি-বিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি কল্যাণের আস্পদ সন্দেহ নাই।

উদরলক্ষণ

ভোগাঢ্যাঃ সমজঠরা নিঃস্বা স্যুর্ঘটসন্নিভাঃ।
সর্পোদরা দরিদ্রাঃ স্যুরেখাভিশ্চায়ুরুচ্যতে ॥

যদি জঠরদেশ সমানাকার হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ভোগশীল হইয়া থাকে, এইরূপ যাহার জঠর ঘটবৎ গোল ও দীর্ঘ, সে ধনহীন, যাহার জঠরদেশ রেখাঙ্কিত সে দীর্ঘজীবী; যাহার জঠর স্থালীবৎ বা ঘট সদৃশ গোল অথবা সর্পোদরবৎ দীর্ঘ ও কৃশ, সে দরিদ্র হয়।

বস্তিলক্ষণ

বস্তিঃ প্রশস্তা বিপুলা মৃদ্বীস্তোকসমুন্নতা।
রোমশা চ শিরালা চ রেখাঙ্কা নৈব শোভনা ॥

যাহার বস্তি (নাভির নিম্নদেশ) বিস্তৃত মৃদু ও ঈষৎ সমুন্নত, সেই ব্যক্তি কল্যাণদায়ক আর যাহার বস্তি রোমময়, শিরাযুক্ত ও রেখা দ্বারা সমন্বিত, সেই ব্যক্তি অশুভদায়ক হইয়া থাকে।

কটিলক্ষণ

ভবেৎ সিংহ কটি রাজা নিঃস্বঃ কপিকটির্নরঃ।
চতুর্ভিরঙ্গুলৈঃ শস্তা কটির্ব্বিংশতিসংযুতৈঃ

যে ব্যক্তির কটিদেশ সিংহকটিবৎ ক্ষীণ, সেই ব্যক্তি রাজপদ প্রাপ্ত হয়, আর যাহার কটি কপিকটির সদৃশ সে ধনহীন হইয়া থাকে।

বলিলক্ষণ

একাবলিঃ শতায়ুঃ স্যাৎ স্ত্রীভোগী দ্বিবলিঃ স্মৃতঃ।
ত্রিবলিঃ ক্ষ্মাপ আচার্য্য ঋজুভির্ব্বলিভিঃ সুখী।
অগম্যাগামী জিহ্মবলির্ভূপাঃ পার্শ্বৈশ্চ মাংসলৈঃ॥

যাহার জঠরদেশে একটিমাত্র বলি লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি শত বৎসর পরমায়ু ধারণ করে। যাহার উদরে দুইটি বলি বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি শ্রীমান্ এবং যাহার উদরে তিনটি বলি লক্ষিত হয়, সে নরপতি কিম্বা অধ্যাপক হয়। যদি ঐ সমস্ত বলি সরল হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সুখী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির জঠরদেশস্থ বলি চক্র, সে অগম্যা নারীতে সমাযুক্ত হয়, আর যে সকল ব্যক্তির পার্শ্বযুগল স্থূল, তাহারা নৃপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রোমরাজীলক্ষণ

মৃদুভিঃ সুষমৈর্ভূপা দক্ষিণাবর্ত্তরোমভিঃ।
বিপরীতৈঃ পরপ্রেষ্যা নির্দ্রব্যাঃ সুখবর্জ্জিতাঃ॥

যে ব্যক্তির জঠরদেশ মৃদু, মনোহর ও দক্ষিণাবর্ত্ত রোমরাজী লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি নরপতিপদে অভিষিক্ত হয়, আর যাহার জঠরস্থ রোমশ্রেণী কর্কশ, কুৎসিত ও বামাবর্ত্ত, সে ব্যক্তি অপরের কিঙ্কর, ধনহীন ও দুঃখভাগী হয়।

কক্ষলক্ষণ

কক্ষে সুসূক্ষ্মরোমে তু তুঙ্গে স্নিগ্ধে চ মাংসলে।
শস্তে ন শস্তে গম্ভীরে শিরালে স্বেদমেদুরে॥

যে ব্যক্তির কক্ষযুগল সূক্ষ্ম রোমে পরিপূর্ণ, উচ্চ, স্নিগ্ধ ও মাংসল, সেই ব্যক্তি সুলক্ষণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, আর যাহার কক্ষদেশ গভীর শিরাযুক্ত স্বেদাক্ত, সে অলক্ষণ বিশিষ্ট সন্দেহ নাই।

কক্ষাশ্বত্থদলা শ্রেষ্ঠা সুগন্ধিন্যূর্দ্ধরোমিকা।
অন্যথা ব্যর্থহীনানাং দরিদ্রস্য চ পারণম্॥

যে ব্যক্তির কক্ষ অশ্বত্থপত্রবৎ আকার সম্পন্ন, সুগন্ধপূর্ণ ও ঊর্দ্ধরোমাঞ্চিত সেই ব্যক্তি সুলক্ষণ সম্পন্ন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, আর ইহার বিপরীত হইলেই সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া থাকে।

বক্ষোলক্ষণ

সমোন্নতঞ্চ হৃদয়মকম্পং মাংসলং পৃথু।
নৃপাণামধমানাঞ্চ খররোমশিরালকম্

যে ব্যক্তির বক্ষঃস্থল সমান অর্থাৎ উচ্চ নীচ নহে, সমুন্নত, মাংসল, বিস্তৃত এবং সামান্য হেতুতে যাহার হৃদয় কম্পিত না হয়, সেই পুরুষ রাজা হইয়া থাকে, আর যে পুরুষের হৃদয়ের রোমপংক্তি খরস্পর্শ ও শিরাসমূহ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত সে দরিদ্র হয়।

অর্থবান্ সমবক্ষাঃ স্যাৎ পীনৈর্ব্বক্ষোভিরূর্জ্জিতঃ।
বক্ষোভির্ব্বিষমৈর্নিঃস্বাঃ শস্ত্রেণ নিধনস্তথা॥

যে ব্যক্তির বক্ষঃপ্রদেশ সমতল, সে ব্যক্তি অর্থশালী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির বক্ষঃস্থল স্থূল, সে মহাবলবান্ হয়; যাহার বক্ষঃস্থল বন্ধুর অর্থাৎ উচ্চনীচ সেই ব্যক্তি ধনহীন হইয়া থাকে, আর যে ব্যক্তির বক্ষঃস্থল বিষম, অস্ত্রাঘাতে সেই ব্যক্তির জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পার্শ্বপৃষ্ঠলক্ষণ

ধনিনো বিপুলৈঃ পার্শ্বৈঃনিঃস্বা রক্তৈশ্চ নিম্নগৈঃ ॥

যে সকল ব্যক্তির পার্শ্বদেশ বিস্তৃত তাহারা ধনী এবং যে সকল ব্যক্তির পার্শ্বদেশ নিম্ন ও লোহিত বর্ণ, তাহারা অর্থহীন হইয়া থাকে।

চুচকলক্ষণ

অনুন্নতৈশ্চ চুকশ্চৈব ভবন্তি সুভগাঃ নরাঃ।
নির্ধনা বিষমৈর্দীর্ঘৈঃ পীতোপচিতকৈর্নরাঃ ॥

যে ব্যক্তির স্তনযুগলের অগ্রদেশ অনুন্নত, সে সৌভাগ্যশালী হয়। আর যাহার স্তনদ্বয়ের অগ্রদেশ বিষম, দীর্ঘ, পীতবর্ণ, স্থূল ও বিস্তৃত সে অর্থহীন হইয়া থাকে।

স্কন্ধলক্ষণ

বৃষস্কন্ধো গজস্কন্ধঃ কদলীস্কন্ধঃ এব চ।
মহাভাগো মহাধন্যঃ স সর্ব্বপার্থিবোপমঃ ॥

যে পুরুষের স্কন্ধযুগল বৃষ কিম্বা হস্তীর স্কন্ধের ন্যায় অথবা কদলীস্কন্ধ সদৃশ, সেই ব্যক্তি মহাভাগ্যবান্, ধন্যবাদার্হ ও নৃপতি সদৃশ হইয়া থাকে।

কদলীস্কন্ধসদৃশো গজস্কন্ধসমো ভবেৎ।
রাজানং তং বিজানীয়াৎ সামুদ্রবচনং যথা

যে ব্যক্তির স্কন্ধদ্বয় কদলীস্কন্ধের সদৃশ কিম্বা হস্তীস্কন্ধের ন্যায়, সেই ব্যক্তি নৃপতিপদ প্রাপ্ত হয়, সামুদ্রিকশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে।

বাহুলক্ষণ

নির্ম্মাংসৌ চৈব ভুগ্নাস্থৌ শ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌ শুভৌ।
আজানুলম্বিতৌ বাহু বৃত্তৌ পীনৌ নৃপেশ্বর।
নির্ম্মাংসৌ রোমশৌ হ্রস্বৌ শ্রেষ্ঠৌ করিকরপ্রভৌ।

যে পুরুষের বাহুযুগল কৃশ, ঈশৎ বক্র, শ্লিষ্ট ও বিশাল, সেই ব্যক্তি কল্যাণপ্রদ হয়। যাহার বাহু আজানুলম্বিত, সুবৃত্ত ও স্থুল, সেই ব্যক্তি রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির বাহুদ্বয় অমাংসল, রোমপূর্ণ, হ্রস্ব ও করিকর সদৃশ, সেই ব্যক্তি সুলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া কীর্ত্তিত।

সমাংসে চৈব ভূগ্নাগ্রৌ শ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌ ভুজৌ।
আজানুলম্বিতৌ বাহূ পীতৌ পীনৌ নৃপেশ্বরঃ॥

যে পুরুষের বাহুদ্বয় মাংসল, ঈষৎ বক্র, শ্লিষ্ট, বিপুল, আজানুলম্বিত, পরিষ্কৃত ও পীবর, সেই ব্যক্তি রাজশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।

নির্ম্মাংসৌ রোমশৌ হ্রস্বৌ ভুজৌ দারিদ্র্যদায়কৌ।
অলোমশৌ তু সুখিনৌ শ্রেষ্ঠৌ করিকরপ্রভৌ॥

যে ব্যক্তির বাহুদ্বয় অমাংসল, রোমপূর্ণ ও ক্ষুদ্র, সেই ব্যক্তি দরিদ্রতা ভোগ করে, যাহার বাহু রোমশূন্য সে সুখী হয়, আর যাহার বাহু করিকর-সদৃশ, সে সুলক্ষন বলিয়া পরিগণিত।

হস্তলক্ষণ

কপিতুল্যকরা নিঃস্বা ব্যাঘ্রতুল্যকরৈর্ব্বলম্।
চৌর্য্যায় কৃষ্ণমাংসৈশ্চ দীর্ঘৈর্ভর্ত্তুশ্চ মৃত্যবে॥

যে ব্যক্তির হস্ত বানরের হস্তের ন্যায়, সে ব্যক্তি ধনহীন হয়, আর যে বক্তির হস্ত ব্যাঘ্রের হস্তের সদৃশ সে মহাবলশালী হইয়া থাকে। যে রমণীর হস্তের মাংস কৃষ্ণবর্ণ, সে তস্করবৃত্তি দ্বারা ।পাত করে, আর যে স্ত্রীর করদ্বয় দীর্ঘ সে বিধবা হয়।

মণিবন্ধলক্ষণ

মণিবন্ধৈর্নিগূঢ়শ্চ সুশ্লিষ্টৈঃশুভগন্ধিভিঃ।
নৃপা হীনাঃ করৈচ্ছিন্নৈঃ সশব্দৈর্ধনবর্জ্জিতাঃ॥

যে ব্যক্তির হস্তের মণিবন্ধ নিগূঢ়, সুগঠিত ও সদ্গন্ধপূর্ণ, সে নৃপতি পদলাভ করে। যাহার মণিবন্ধ সশব্দ ও করে ছেদ বিদ্যমান থাকে, সে নরাধম ও অর্থহীন হয়।

করতললক্ষণ

পিতৃবিত্তবিনাশশ্চ নিম্নাৎ করতলান্নরাঃ।
সম্বৃতৈশ্চৈব নিম্নৈশ্চ ধনিনঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ।
প্রোক্তানকরদাতারো বিষমৈর্বিষমা নরাঃ॥

যে ব্যক্তির পাণিতল নিম্ন, তাহার পৈতৃক ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তির হস্ততল সম্বৃত অথচ নিম্ন, সে ধনবান্ হইয়া থাকে, যাহার পাণিতল উন্নত, সে দানশীল এবং যে ব্যক্তির পাণিতল বিষম, সে ব্যক্তি অলক্ষণ জানিবে।

করৈঃ করতলৈশ্চৈব লাক্ষাভৈরীশ্বরস্তনৈঃ।
পরদাররতঃ পীতৈরূক্ষৈর্নিঃস্বা নরা মতাঃ॥

যে ব্যক্তির হস্ত, হস্ততল ও স্তন লাক্ষা সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট, সে ধনী হইয়া থাকে, আর যাহার পাণিতল পীতবর্ণ, সে ব্যক্তি পরদার রত এবং যাহার পাণিতল রুক্ষ, সে অর্থহীন হয় সন্দেহ নাই।

অঙ্গুলীলক্ষণ

উন্নতো মাসলোঙ্গুষ্ঠো বর্ত্তুলোহতুলভোগদঃ।
বক্রো হ্রস্বশ্চ চিপিটঃ সুখসৌভাগ্যভঞ্জকঃ॥

যাহার অঙ্গুষ্ঠ উন্নত, স্থূল ও বর্ত্তুল, সে সুখভোগ করে, আর যাহার অঙ্গুষ্ঠ বক্র, হ্রস্ব ও চিপিট, সে সুখসৌভাগ্যের অধিকারী হয় না।

হস্তাঙ্গুলয় এব স্যুর্বায়ুদ্বারনিভাঃ শুভাঃ ।
মেধাবিনাঞ্চ সূক্ষ্মা স্যুর্ভৃত্যানাং চিপিটাঃ স্মৃতাঃ ।
স্থূলাঙ্গুলীভির্নিঃস্বাঃ স্যুর্নতাঃ স্যুঃ সুকৃশৈস্তদা ॥

যে ব্যক্তির করাঙ্গুলীর অগ্রদেশ সূক্ষ্ম সে মেধাবী হয়, করাঙ্গুলী চিপিট হইলে সে পরের কিঙ্কর হইয়া থাকে, যে ব্যক্তির করাঙ্গুলী স্থূল সে অর্থহীন হয় এবং যাহার করাঙ্গুলী সমূহ কৃশ সে বিনায়ান্বিত হয় ।

দীর্ঘায়ুঃ সুভগশ্চৈব নির্ধনো বিরলাঙ্গুলিঃ ।
ঘনাঙ্গুলিশ্চ সধনস্তিস্রো রেখাশ্চ যস্য বৈ ।
নৃপতেঃ করতলগা মণিবন্ধাৎ সমুত্থিতাঃ ॥

যে ব্যক্তির করাঙ্গুলী সমূহ বিরল, সে পুত্রপৌত্রাদি সৌভাগ্যসমন্বিত হইয়া বহুকাল জীবিত থাকে, কিন্তু অর্থহীন হয়। যে ব্যক্তির হস্তের অঙ্গুলি সমূহ ঘন, সে অর্থশালী হয় এবং যাহার মনিবন্ধ হইতে তিনটি রেখা উদ্গত হইয়া পাণিতলে বিস্তৃত থাকে সেই ব্যক্তি নৃপতিপদ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ।

তাম্রৈর্ভূপা ধনাঢ্যাশ্চ অঙ্গুষ্ঠৈঃ সযবৈস্তথা ।
অঙ্গুষ্ঠমূলজৈঃ পুত্রী স্যাদ্দীর্ঘাঙ্গুলিপর্ব্বকঃ ।

যে ব্যক্তির অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে কিম্বা অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে লোহিতবর্ণ যবরেখা বিদ্যমান থাকে সে ধনী ও নৃপতি হয় এবং যে ব্যক্তির অঙ্গুলির পর্ব্বসমূহ দীর্ঘ সে পুত্রবান্ হয় ।

নখলক্ষণ

তুষতুল্যনখৈঃ ক্লীবাঃ কুটিলৈঃ স্ফুটিতৈর্নরাঃ ।
নিঃস্বাশ্চ কুনখৈস্তদ্বদ্বিবর্ণৈঃ পরতর্ককাঃ ।

যে ব্যক্তির নখসমূহ তুষের ন্যায় অত্যন্ত লঘু, তাহাকে নপুংসক বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তির নখসমূহ বক্র, স্ফুটিত ও কুদৃশ্য, সে অর্থহীন হয় এবং যে ব্যক্তির নখ বিবর্ণ, সে পরতর্ককারী হয়।

গাত্রলক্ষণ

যদ্‌যদ্‌গাত্রং মহারূক্ষং শরালং মাংসবৰ্জ্জিতং।
তত্তৎ স্যাদশুভং সর্ব্বং শুভং সর্ব্বং ততোঽন্যথাঃ।

কি পুরুষ, কি স্ত্রী যাহারই হউক না কেন, যে যে অঙ্গ রুক্ষ, শিরা-সংযুক্ত মাংসহীন সেই সেই অঙ্গ দর্শন পূর্ব্বক অশুভ নির্ণয় করিতে হয়। আর ইহার বিপরীত হইলে শুভ জানিবে।

স্নেহলক্ষণ

চক্ষুঃস্নেহেন সৌভাগ্যং দন্তস্নেহেন ভোজনম্।
ত্বচঃ স্নেহেন শয্যাঞ্চ পাদস্নেহেন বাহনম্।
হস্তস্নেহেনচৈশ্বর্য্যং সামুদ্রবচনং যথা॥

স্নেহদ্বারা নেত্র উজ্জ্বল হইলে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান্ হয়। ঐরূপ দশনের উজ্জ্বলতা হইলে ভোজন, চর্ম্মের উজ্জ্বলতা হইলে উৎকৃষ্ট শয্যা, চরণের উজ্জ্বলতা হইলে গজাশ্বাদি বাহন, আর করের উজ্জ্বলতা হইলে সম্পত্তিলাভ করে।

মুখলক্ষণ

ভীরুবক্ত্র পাপকর্ম্মা ধূর্ত্তানাঞ্চতুরস্রকং।
নিম্নং বক্ত্রমপুত্রাণাং কৃপণানাঞ্চ হ্রস্বকম্॥

যে ব্যক্তির মুখ দর্শন করিলে ভয়শালী বলিয়া বোধ হয়, সেই ব্যক্তি পাপাচারী সন্দেহ নাই। মুখ চতুরস্র হইলে ধূর্ত্ত, নিম্ন হইলে পুত্রহীন এবং খর্ব্ব হইলে সেই ব্যক্তি কৃপণ হইয়া থাকে।

কৃষ্ণশ্চাপুরুষং বক্ত্রং সমং সৌম্যঞ্চসংবৃতং ।
ভূপানাং সমলং শ্লক্ষ্ণং বিপরীতঞ্চ দুঃখিনাম্ ॥

যে ব্যক্তির বদন শ্যামবর্ণ ও অকর্কশ, সম শান্ত ও সংবৃত সেই ব্যক্তি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তির মুখ মলিন, শ্লক্ষ্ণ ও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের বিপরীত সেই ব্যক্তি মহাক্লেশ প্রাপ্ত হয়।

মহাস্সুখং দুর্ভগানাং স্ত্রীমুখং পুত্রমাপ্নুয়াৎ ।
আঢ্যানাং বর্ত্তুলং বক্ত্রং নিদ্র ব্যাণাঞ্চ দীর্ঘকম্ ॥

যে সকল ব্যক্তির বদন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তাহারা ভাগ্যহীন হয়, যে সকল ব্যক্তির মুখ নারীমুখের ন্যায়, তাহারা পুত্রবান হইয়া থাকে, যে সকল ব্যক্তির বদনমণ্ডল বর্ত্তুলাকার, তাহারা সম্পত্তিবান্ হয় আর যাহাদিগের বদন দীর্ঘ, তাহারা দ্রব্যহীন হইয়া থাকে।

পদ্মবক্ত্রাশ্চ পুরুষা ধনধান্যাদিভোগিনঃ ।
ন হাস্যবদনা যে তে দুঃখদারিদ্র্যভোগিনঃ ॥

যে সকল ব্যক্তির বদনমণ্ডল বিকসিত, তাহারা ধনধান্য প্রভৃতি নানা সম্পত্তির অধিকারী হয়। আর যাহাদিগের মুখে কদাচ হাস্যচিহ্ন লক্ষিত হয় না তাহারা দুঃখী ও দরিদ্র হইয়া থাকে।

চন্দ্রোবিম্বোপমো বক্ত্রঃ ধর্ম্মশীলঃ সদা ভবেৎ ।
মৃগমূষিকবক্ত্রাশ্চ নরা ভাগ্যবিবর্জ্জিতাঃ ॥

যে ব্যক্তির বদনমণ্ডল শশধরবৎ শ্রীমান্ সে ধর্ম্মপরায়ণ হয়, আর যে সকল ব্যক্তির মুখমণ্ডল মৃগাকৃতি অথবা মূষিকবৎ, তাহারা দুর্ভাগ্যশীল হইয়া থাকে।

মস্তকলক্ষণ

ছত্রাকারং নরেন্দ্রাণাং শিরো দীর্ঘঞ্চ দুঃখিনাং।
অধমানাঞ্চ পাপানাং যেষাং স্থূলপং পুনঃ।

যে ব্যক্তির মস্তক ছত্রাকৃতি, সে ব্যক্তি নৃপতিপদ প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তির শিরোদেশ দীর্ঘ, সে দুঃখী হইয়া থাকে, আর যে সকল ব্যক্তির মস্তক স্থূল, ও পটতুল্য, তাহারা নরাধম পাপকর্ম্মা হয় সন্দেহ নাই।

শিরালমুন্নতং যস্য প্রশস্তশ্চ শিরো যদি।
স রাজা পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্তে গজবাজিসমন্বিতম্‌॥

যে ব্যক্তির মস্তকের উপরিভাগ শিরাবিশিষ্ট ও উচ্চ, সেই ব্যক্তি গজবাজিসমন্বিত রাজ্য উপভোগ করিয়া থাকে।

স্থূলশীর্ষো নরো যস্তু ধনবান্‌ পরিকীর্ত্তিতঃ।
স্থূলাকারেণ শীর্ষেণ মানবো মানবাধিপঃ॥

যে ব্যক্তির মস্তক স্থূল, সে ধনী হয়, আর যে ব্যক্তির মস্তক স্থূলাকৃতি-বিশিষ্ট সে বহুলোকের অধিপতি হইয়া থাকে।

ছত্রাকারৈঃ শিরোভিস্তু নৃপঃ শিবময়ো ধনী।
চিপিটৈশ্চ পিতুর্ম্মৃত্যুর্ধনাঢ্যঃ পরিমণ্ডলৈঃ।
ঘটমূর্দ্ধা পাপরুচির্ধনাদ্যৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ॥

যে সকল ব্যক্তির শিরোদেশ ছত্রাকৃতি, তাহারা নৃপতি, ধনবান ও সকল প্রকার কল্যাণের আস্পদ হয়। যে ব্যক্তির মস্তক চিপিট, তাহার পিতা নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির শিরোদেশ, সুবর্ত্তুল সে ধনবান্‌, আর যাহার শিরোদেশ ঘটাকৃতি সে পাপাত্মা ও ধনহীন হইয়া থাকে।

বিষমেণ তু শীর্ষেণ নরেন্দ্রঃ পুণ্যহেতুকঃ ।
দীর্ঘশীর্ণশিরো যস্ত দুঃখিতো নাত্র সংশয়ঃ ।
গজকুম্ভশিরো যস্ত স নরঃ নৃপসদৃশঃ ॥

যে ব্যক্তির মস্তক বিষম, সে পুণ্যশীল ও সংসারে সর্ব্বাগ্রগণ্য হয়, যে ব্যক্তির মস্তক দীর্ঘ অথচ শীর্ণ সে মহাক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে আর যাহার শিরোদেশ গজকুম্ভের ন্যায় সেই ব্যক্তি নৃপতিপদ প্রাপ্ত হয় ।

কেশলক্ষণ

বিরলা মধুরাঃ কেশাঃ স্নিগ্ধা ভ্রমরসন্নিভাঃ ।
মেঘবর্ণাশ্চ যে কেশাস্তে নরাঃ [illegible]গিনঃ ॥

যে ব্যক্তির কেশ বিরল, দেখিতে মনোহর, [illegible] ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অথবা মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, সেই সকল ব্যক্তি নিরন্তর সুখে কাল অতিবাহিত করিয়া থাকে ।

কেশাশ্চৈব পূজিতাশ্চ প্রবাসে ম্রিয়তে নরঃ ॥

যে ব্যক্তির কেশ সমূহ দেখিতে মনোহর বিদেশে তাহার মৃত্যু হয় ।

বহুমূলৈশ্চ বিষমৈঃ স্থূলাগ্রৈঃ কপিলৈস্তথা ।
নিম্নৈশ্চৈবাতিকুটিলৈর্ঘনৈরসিতমূর্দ্ধজৈঃ ॥

যে ব্যক্তির কেশের একটী মুল হইতে দুই তিন [illegible] কেশ সমুৎপন্ন হয়, আর যাহার কেশ বিষম, স্থূলাগ্র কপিলবর্ণ, [illegible] অত্যন্ত কুটিল, ঘন ও অসিত সেই ব্যক্তি অলক্ষণাক্রান্ত জানিবে ।

কুটিলৈর্মূর্দ্ধজৈ রূক্ষৈঃ স্থূলৈশ্চ তস্করাঃ নরাঃ ।
দুঃখিতাঃ পুরুষা জ্ঞেয়াঃ ক্ষুধয়া পরিপীড়িতাঃ ॥

যে ব্যক্তির কেশসমূহ কুটিল, রূক্ষ ও স্থূল, সেই ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি পরায়ণ, দুঃখী ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকে ।

রু-ঙ্ঘৈরাকুঞ্চিতৈঃ কেশৈঃ স্নিগ্ধৈরেকৈ সম্ভবৈঃ।
অভিন্নাগ্রৈশ্চ মৃদুভি র্ন চাতিবহুভির্নৃপাঃ॥

যে সমস্ত ব্যক্তির কেশপাশ কৃষ্ণবর্ণ, আকুঞ্চিত, স্নিগ্ধ, এক একটি কেশ পৃথক সঞ্জাত ও অগ্রদেশ অভিন্ন এবং কোমল, আর ঐ কেশ অতি বহুল নহে, সেই ব্যক্তি রাজ্যলাভ করে।

পুরুষাঃ স্ফুটিতাগ্রাশ্চ বিরলাশ্চ শিরোরুহাঃ।
পিঙ্গলা লঘবো রূক্ষা দুঃখদারিদ্র্যবন্ধদাঃ॥

যে ব্যক্তির কেশপাশ কর্কশ, স্ফুটিতাগ্র, বিরল পিঙ্গলবর্ণ ও রূক্ষ সেই ব্যক্তি দুঃখী, দরিদ্র ও বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়।

নেত্রলক্ষণ

ন শ্রী ত্যজতি রক্তাক্ষং নার্থং কপিললোচনং।
ন সুনেত্রা মহৈশ্বর্য্যাং নরোরূপং ধনং সুখম্॥

যে ব্যক্তির নেত্র লোহিতবর্ণ, তাহাকে নারীবিরহ ভোগ করিতে হয় না, যে যে রমণীর নেত্র কপিলবর্ণ তাহাকে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হয় না, আর যে পুরুষের চক্ষুদ্বয় অতি মনোহর, তাহার ঐশ্বর্য্য, রূপ, ধন ও সুখের অভাব ঘটে না।

গম্ভীরাক্ষা ঈশ্বরাঃ স্যুর্মন্ত্রিণঃ স্থূলচক্ষুষঃ।
নীলোৎপলাক্ষা বিদ্বাংসঃ সৌভাগ্যং শ্যামচক্ষুষাম্॥

যে সকল ব্যক্তির নেত্র গম্ভীর, তাহারা বহুজনের প্রভু, যে সকল ব্যক্তির নেত্র স্থূল, তাহারা সু-অমাত্য, যাহাদিগের নেত্র নীলপদ্মসদৃশ, তাহারা বিদ্বান্ এবং যে সকল ব্যক্তির নেত্র শ্যামবর্ণ, তাহারা সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে।

বক্রান্তৈঃ পদ্মপত্রাভৈর্লোচনৈঃ সুখভাগিনঃ।
মার্জ্জারলোচনৈঃ পাপা দুরাত্মা মধুপিঙ্গলৈঃ ॥

যে সকল ব্যক্তির নেত্রের প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ বক্র ও নেত্র পদ্মপত্র-সদৃশ আয়ত, সেই সকল ব্যক্তি সুখভোগ করিবে। যে ব্যক্তির নেত্র বিড়ালের নেত্রের ন্যায় সেই ব্যক্তি পাপাত্মা ও যে ব্যক্তির নেত্র পিঙ্গলবর্ণ সে দুশ্চরিত্র হয়।

ক্রূরাঃ কেকরনেত্রাশ্চ হরিতাক্ষাঃ সকল্মষাঃ।
জিহ্মৈশ্চ লোচনৈঃ শূরাঃ সেনান্যো গজলোচনাঃ ॥

যে ব্যক্তির নেত্র কেকর (টেরা) সে অত্যন্ত ক্রূর যাহার নেত্র হরিতবর্ণ সে পাপকর্ম্মা, যাহার নেত্র বক্র, সে বলিষ্ঠ এবং যে ব্যক্তির চক্ষু গজচক্ষুর তুল্য, সে সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া থাকে।

ময়ূরনকুলাক্ষাশ্চ শরচ্চন্দ্রোপমাঃ শুভাঃ।
শৃগালাক্ষা নরাঃ যে চ পিঙ্গাক্ষাঃ ক্রূরকর্ম্মিণঃ।
গবাক্ষাঃ শুভগা নিত্যং কেকরাক্ষা দুরাশয়াঃ ॥

যে সকল ব্যক্তির নেত্রদ্বয় ময়ূর ও নকুলের নেত্রের সদৃশ, যাহাদিগের চক্ষু শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্ল, সেই সকল ব্যক্তি সুলক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়, যে সকল ব্যক্তির নেত্র শৃগালের চক্ষুর ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ তাহারা অতিব ক্রূর হয়, যে সকল ব্যক্তির নেত্র গো নেত্রের ন্যায় তাহারা সৌভাগ্যবান এবং যাহাদিগের নেত্র কেকর তাহারা দুশ্চরিত্র হইয়া থাকে।

স্যাৎকৃষ্ণতারকাক্ষাণাং অক্ষামুৎপাটনং কিলঃ।
মণ্ডলাক্ষাশ্চ পাপাঃ স্যুর্নিঃস্বাঃ স্যুর্দীনলোচনাঃ ॥

যাহাদিগের নেত্রর তারকা কৃষ্ণবর্ণ হয়, সেই সকল ব্যক্তির চক্ষু

উৎপাটিত হয়। যে ব্যক্তির নেত্র মণ্ডলাকার, সেই ব্যক্তি পাপাত্মা ও যে ব্যক্তির চক্ষু দীনভাবাপন্ন সে ধনী হইয়া থাকে।

ভ্রূলক্ষণ

বিশালোন্নতাঃ সুখিনো দরিদ্রা বিষমভ্রুবঃ।
ধনী দীর্ঘাসংসক্তভ্রূর্বালেন্দুন্নতসুভ্রুব.।
আঢ্যানিঃস্বশ্চ খণ্ডভ্রূর্মধ্যে চ বিনতভ্রুবঃ।
স্ত্রীষগম্যাস্বসক্তাঃ স্যুঃ সুতার্থে পরিবর্জ্জিতাঃ॥

যে সকল ব্যক্তির ভ্রূদ্বয় বিশাল ও উন্নত, তাহারা সুখভোগী হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির ভ্রূযুগল বিষম তাহারা দরিদ্র, যাহাদিগের ভ্রূ দীর্ঘ, অসংলগ্ন ও তরুণ শশধরবৎ মনোহর এবং উন্নত, তাহারা ধনী, যাহার ভ্রূ মধ্যস্থলে ছিন্ন, সেই ব্যক্তি ধনহীন, আর যে ব্যক্তির ভ্রূদ্বয় অবনত, সে প্রথমতঃ অগম্যা নারীতে আসক্ত হয়, তদনন্তর পুত্রের ভয়ে তাহাকে বর্জ্জন করে।

বিশেষঃ পুনরেবাস্য ভ্রুবোর্ম্মধ্যে চ বীক্ষতে।
স নারীং রোচতে ত্বন্যাং রাজা চাপি বশো ভবেৎ।

যে ব্যক্তির ভ্রূযুগলের অভ্যন্তরে কোন প্রকার বিশেষ চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং অপর স্ত্রীতে যাহার অভিলাষ হয় না, সেই ব্যক্তির নিকট নরপতিও বশীভূত থাকে।

কর্ণলক্ষণ

নির্ম্মাংসৈশ্চিপিটৈর্ভোগাঃ কৃপণাঃ হ্রস্বকর্ণকাঃ।
শঙ্কুকর্ণাশ্চ রাজানো রোমকর্ণা গতায়ুষঃ॥

যে সকল ব্যক্তির কর্ণ চিপিট ও নির্ম্মাংস, তাহারা ভোগশীল হইয়া

থাকে। যে সকল মনুষ্যের কর্ণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাহারা অতীব কৃপণ হয়। যে সকল পুরুষের কর্ণ শঙ্কুবৎ তাহারা নৃপতি-পদলাভ করে এবং যাহার কর্ণ অধিক রোমে পরিপূর্ণ, সেই ব্যক্তি অল্পদিন মাত্র জীবিত থাকে সন্দেহ নাই।

মানবো দীর্ঘকর্ণস্তু বৃহৎকর্ণো মহাধনী।
পাপী কুটিলকর্ণস্তু সিংহকর্ণোতি নির্দ্ধনঃ ॥

যে ব্যক্তির কর্ণ দীর্ঘ ও বৃহৎ সে ধনবান্, যাহার কর্ণ কুটিল সে পাপকর্ম্মা এবং যে ব্যক্তির কর্ণ সিংহের কর্ণের ন্যায়, সে ব্যক্তি ধনহীন হইয়া থাকে।

বৃহৎকর্ণাশ্চ ধনিনো রাজানঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কর্ণৈঃ স্নিগ্ধৈরনদ্ধৈশ্চ ব্যালম্বৈর্মাংসলৈর্নৃপাঃ ॥

যাহাদিগের কর্ণ বৃহৎ তাহারা ধনবান্ কিম্বা নরপতি, যাহাদিগের কর্ণ স্নিগ্ধ, বিস্তৃত, মাংসল ও লম্বিত, তাহারাও রাজপদ লাভ করিয়া থাকে।

হ্রস্বকর্ণা মহাধন্যা দীর্ঘকর্ণাশ্চ মধ্যমা।
রোমকর্ণা মনুষ্যাস্তে সর্ব্বদা সুখভাগিনঃ ॥

যে সকল ব্যক্তির কর্ণ হ্রস্ব তাহারা কীর্ত্তিমান, যাহাদিগের কর্ণ দীর্ঘ তাহারা খ্যাতিমান্ এবং যে সকল ব্যক্তির কর্ণ রোমে পরিপূর্ণ তাহারা নিরন্তর সুখভোগী হইয়া থাকে।

মেধাবী মুষিকাকর্ণো গজকর্ণঃ সুপণ্ডিতঃ
ব্যোমকর্ণশ্চ দীর্ঘায়ুর্ম্মৃদুকর্ণশ্চ নির্ধনঃ ॥

যে ব্যক্তির কর্ণ মুষিকের কর্ণের ন্যায় সে মেধাবী হয়, যে ব্যক্তির কর্ণ গজকর্ণ-সদৃশ, সে সুপণ্ডিত, যাহার কর্ণ বৃহৎ, সে দীর্ঘজীবি এবং যাহার কর্ণ কোমল সে ধনহীন হইয়া থাকে।

নাসালক্ষণ

উচ্চনাসাশ্চ যে মর্ত্যাস্তে সর্ব্বে জনবল্লভাঃ।
ন নাসাশ্চাগ্রবিস্তীর্ণাস্তিললোলমস্থমধ্যগাঃ।
তে সর্ব্বে দুঃখিতা জ্ঞেয়া ধর্ম্মশীলবিবর্জ্জিতাঃ॥

যে সকল ব্যক্তির নাসিকা উন্নত, তাহারা সকলের প্রিয়পাত্র হয়, যে সকল ব্যক্তির নাসার অগ্রদেশ বিস্তীর্ণ নহে এবং মধ্যস্থল তিলবিশিষ্ট ও সুক্ষ্মরোগযুক্ত, তাহারা দুঃখী ধনহীন ও দুশ্চরিত্র হয়।

ছিন্নাগ্রঃ কূপনাস স্যাদ্গম্যাগমনে রতঃ।
দীর্ঘনাসে চ সৌভাগ্যং চৌরশ্চাকুঞ্চিতেন্দ্রিয়ঃ॥

যে ব্যক্তির নাসার অগ্রদেশ ছিন্ন ও নাসারন্ধ্র যুগল কূপবৎ গভীর, সে অগম্যা রমণীতে আসক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির নাসা দীর্ঘ, সে ব্যক্তি ভাগ্যশীল এবং যে ব্যক্তির নাসা কুটিল সে চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ হয়।

পার্থিবঃ শুকনাসাশ্চ তিলপুষ্পাশ্চ ভোগিনঃ।
হ্রস্বনাসা নরা যে তু অধর্ম্মশীলকা নরাঃ॥

যে সকল ব্যক্তির নাসা শুকপক্ষীর নাসার ন্যায়, তাহারা রাজপদ প্রাপ্ত হয়, যে সকল ব্যক্তির নাসা তিলপুষ্প সদৃশ তাহারা ভোগশীল এবং যাহাদিগের নাসা হ্রস্ব, তাহারা অধর্ম্মপরায়ন হইয়া থাকে।

সমবৃত্তপুটা নাসা লঘুচ্ছিদ্রা শুভাবহা।
স্থূলাগ্রা মধ্যনম্রা চ ন প্রশস্তা সমুন্নতা॥

যে ব্যক্তির নাসিকাদ্বয় সমানাকার সুগোল ও ক্ষুদ্রছিদ্রযুক্ত, সে সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিত। যাহার নাসার অগ্রদেশ স্থূল ও উন্নত এবং মধ্যস্থল নম্র, সে অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।

নাসাপুটলক্ষণ

স্বল্পচ্ছিদ্রা পুটা চ অবক্রা চ নৃপেশ্বরে।
ক্রূরে দক্ষিণবক্রা স্যাদ্বলিনাঞ্চ ক্ষুতং সকৃৎ।
স্যাদ্বিনিষ্পিণ্ডিতং হ্লাদী সানুনাদঞ্চ জীবকৃৎ॥

যে ব্যক্তির নাসাছিদ্র সূক্ষ্ম, সুবর্তুল ও অবক্র, সে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তির নাসা দক্ষিণভাগে বক্র, সে ক্রূর হইয়া থাকে, যে ব্যক্তির এককালে একটিমাত্র হাঁচি হয় সে অধিক বলবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যাহার এককালে অনেক হাঁচি হয় সে প্রফুল্লমনা এবং যাহার কথা সানুনাসিক সে দীর্ঘজীবি হইয়া থাকে।

ক্ষুৎ (হাঁচি) লক্ষণ

দীর্ঘায়ুঃ কৃৎ ক্ষুতং দীর্ঘং যুগপদ্দ্বিত্রিপণ্ডিতম্।

যে ব্যক্তির হাঁচি দীর্ঘ সে বহুদিবস জীবিত থাকে। আর যে ব্যক্তির এককালে দুইটি বা তিনটি হাঁচি হয়, সে দীর্ঘজীবি হইতে পারে না।

অধরোষ্ঠ লক্ষণ

মাংসলৈশ্চ ধনোপেতা অব্যক্তৈরধরৈর্নৃপাঃ।
বিম্বোপমৈশ্চ স্ফুটিতৈরোষ্ঠৈ রুক্ষৈশ্চ খণ্ডিতৈঃ।
বিষমৈশ্চ দরিদ্রাঃ স্যুঃ সামুদ্রবচনং যথা॥

যে ব্যক্তির অধর মাংসল, সে ধনবান, যে ব্যক্তির অধ অব্যক্ত ও বিম্বফল সদৃশ, সে নরপতি এবং যাহার ওষ্ঠ স্ফুটিত, ক, খণ্ডিত ও বিষম, সে নির্ধন হইয়া থাকে।

দন্তলক্ষণ

দন্তাশ্চ বিকটা যস্য নীচবন্নীচকর্ম্মকৃৎ।
প্রাগলৃভো দন্তুরঃ সত্যং দেশান্তররতো ভবেৎ॥

ব্যক্তির দন্তপংক্তি বিকটাকৃতি ও নিম্ন, সে নীচকার্যে রত হয় আর যে ব্যক্তি দন্তুর, সে প্রগল্‌ভ ও দেশান্তরে আসক্ত হয়।

দ্বাত্রিংশদ্দশনো রাজা ভোগী স্যাদেকহীনকঃ।
ত্রিংশদ্দন্তাঃ স্যুঃ সুখিনো বিনৈকেন তু দুঃখিনঃ।
কদাচিদ্দন্তিনো মূর্খা কদাচিল্লোমশোঽসুখী॥

যে ব্যক্তির দন্তসংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ, সে নরপতি, যাহার দন্তসংখ্যা একত্রিংশৎ সে ভোগশীল, যাহার দন্তসংখ্যা ত্রিংশৎ সে সুখী, যাহার দন্তসংখ্যা উনত্রিংশৎ সে দুঃখী, আর যাহার দন্ত বৃহৎ সে মূর্খ হইয়া থাকে। লোমশ ব্যক্তিকে কদাচিৎ অসুখী হইতে দেখা যায়।

দুঃখিতো বিকৃতৈরুক্ষৈর্দন্তৈর্মূষিকসন্নিভৈঃ।
সৌভাগ্যং মিলিতৈর্দন্তৈর্বিদ্যাবান্ দন্তুরঃ পুনঃ।

যে ব্যক্তির দন্ত বিকট রুক্ষ ও মূষিকের দন্তের ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্রবিশিষ্ট সেই ব্যক্তি দুঃখী হয়। যে ব্যক্তির দন্তসমূহ মিলিত, সে সৌভাগ্যশালী ও যাহার দন্ত উচ্চ, সে নানাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া থাকে।

শুদ্ধৈরুজ্জ্বলৈর্দন্তৈশ্চ দাড়িমীবীজসন্নিভৈঃ।
সুশীলঃ স নরো জ্ঞেয়ঃ প্রিয়াণাং বশ্যকারকঃ।

যে ব্যক্তির দশনসমূহ পরিচ্ছন্ন, সমুজ্জ্বল ও দাড়িম্ববীজবৎ সুমনোহর সেই ব্যক্তি সচ্চরিত্র হয়, আর তাহার প্রিয়জন সকলে বশীভূত থাকে।

কুন্দপুষ্পপ্রতীকাশৈঃ দন্তৈর্ভূপতয়স্তথা।
ঋক্ষবানরদন্তশ্চ নিত্যং তে ক্ষুত্তৃষার্দ্দিতাঃ॥

যে সকল ব্যক্তির দশনসমূহ কুন্দকুসুমবৎ শ্বেতবর্ণ, তাহারা নৃপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর যাহার দন্ত ভল্লুক ও বানরের দন্তের ন্যায় তাহারা নিরন্তর ক্ষুধা ও পিপাসাতে কষ্ট পায়।

বিষমৈর্ধনহীনাশ্চ দন্তাঃ স্নিগ্ধা ঘনা শুভাঃ।
তীক্ষ্ণা দন্তাঃ সমাঃ শ্রেষ্ঠা জিহ্বা রক্তাঃ সমাঃ শুভাঃ
শ্লক্ষ্ণা দীর্ঘা চ বিজ্ঞেয়া তালুঃ শ্বেতো ধনক্ষয়ঃ॥

যে ব্যক্তির দশনসমূহ অসমান সে নির্ধন হয়। যে ব্যক্তির দন্তপংক্তি স্নিগ্ধ, ঘন, তীক্ষ্ণ ও সমান সেই ব্যক্তি সুলক্ষণা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। যাহার জিহ্বা সমতল, লোহিতবর্ণ, সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ সেই ব্যক্তি সুলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া প্রথিত, আর যাহার তালু শুভ্রবর্ণ সে অর্থহীন হইয়া থাকে।

জিহ্বালক্ষণ

স্থূলজিহ্বা ক্রূরজিহ্বা স নরোঽমৃতভাষিতঃ।
শ্বেতজিহ্বা নরা যে চ তেঽপাচারবিবর্জ্জিতাঃ।
রক্তজিহ্বা ভবেদ্ যস্য বিদ্যাং লক্ষ্মীং স চাপ্নুয়াৎ॥

যে ব্যক্তির জিহ্বা স্থূল অথবা বক্র, তাহার বাক্য শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে, যে ব্যক্তির জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, সে স্বীয় আচার হইতে স্খলিত হয়, আর যে ব্যক্তির জিহ্বা লোহিতবর্ণ, সে বিদ্বান্ ও শ্রীমান্ হয় সন্দেহ নাই।

যস্য জিহ্বা ভবেদ্দীর্ঘা নাসাগ্রং লেঢ়ি সর্ব্বদা।
যোগী ভবতি নির্ব্বাণঃ পৃথ্বীং ভ্রমতি সর্ব্বদা।

যে ব্যক্তির জিহ্বা দীর্ঘ, আর যে ব্যক্তি নিরন্তর নাসাগ্র লেহন করে, সে যোগী হইয়া অবনীমণ্ডলের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করে, আর তাহার নির্ব্বাণ মোক্ষলাভ হয় সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণজিহ্বা ভবেদ্যস্য স নরো দুঃখভাজনঃ।
যঃ স্পৃশেজ্জিহ্বয়া নাসাং স ভবেৎ পাপকারকঃ॥

যে ব্যক্তির রসনা কৃষ্ণবর্ণ, সেই ব্যক্তি দুঃখের পাত্র হইয়া থাকে

যে ব্যক্তি নিরন্তর জিহ্বার অগ্রদেশ দ্বারা নাসা স্পর্শ করে, সেই ব্যক্তি নিরন্তর পাপকর্ম্মে রত হয়।

স্বরলক্ষণ

দাক্ষিণ্যযুক্তমশঠং হংসশব্দং সুখাবহং।
হংসস্বরো নরো ধন্যো মেঘবৎ স্বরতো নৃপঃ।
ভৃঙ্গোপমস্বরো যস্তু ভোগবান্ স্যাদ্ধনী নরঃ॥

যে ব্যক্তির কণ্ঠস্বর হংসস্বরের ন্যায়, সে ব্যক্তি দয়াবান্, শঠতাহীন, সুখী ও কীর্ত্তিমান্ হয়। যাহার কণ্ঠস্বর মেঘশব্দের ন্যায় গম্ভীর সে ব্যক্তি নরপতি ও যাহার কণ্ঠস্বর ভ্রমরশব্দের ন্যায় মৃদু ও মধুর, সেই ব্যক্তি ধনবান্ হইয়া নানাসুখে দিনপাত করে।

মেঘগম্ভীরনির্ঘোষো মৃগীণাঞ্চ বিশেষতঃ।
সিংহস্বরাস্তু রাজানশ্চক্রবাপ্নং স্বরেণ তু।
পুমাংসো নিষ্ঠুরা জ্ঞেয়াঃ তেঽত্যন্তদুঃখভাগিনঃ॥

যে সকল ব্যক্তির কণ্ঠস্বর মেঘশব্দবৎ গভীর, মৃগীস্বরের ন্যায় কোমল ও সিংহবৎ পরাক্রমসূচক সেই সকল ব্যক্তি নৃপতিপদলাভ করে, আর যে সকল ব্যক্তির কণ্ঠস্বর চক্রবাকের স্বরের ন্যায় তাহারা নির্দ্দয় ও অত্যন্ত ক্লেশভোগী হয়।

ক্রৌঞ্চস্বরা নরা যে তু ভাগ্যবন্তো ভবন্তি তে।
খরাকারস্বরা যে তু নির্ধনাঃ পাপকারিণঃ॥

যে ব্যক্তির কণ্ঠস্বর বকশব্দবৎ সে ভাগ্যশীল হয়, আর যাহার কণ্ঠস্বর গর্দ্দভের শব্দের ন্যায় কর্কশ, সে ব্যক্তি ধনহীন ও পাপকর্ম্মা হয়।

তালুলক্ষণ

শ্বেততালু নরা যে তু ধনবন্তো ভবন্তি তে।
রক্ততালু নরা যে চ ধনাঢ্যামানবাধিপাঃ ॥

যে সকল ব্যক্তির তালুদেশ শুভ্রবর্ণ, তাহারা ধনী এবং যে সকল ব্যক্তির তালু লোলিতবর্ণ; তাহারা ধনবান ও বহুজনের অধিপতি হয়।

কৃষ্ণতালু নরা যে তু ভবন্তিকুলনাশকাঃ।
পদ্মপত্রসমস্তালুঃ স নরো ভূপতির্ভবেৎ ॥

যে সকল ব্যক্তির তালু কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগের আপন বংশের ক্ষয় হয়। আর যে ব্যক্তির তালু পদ্মপত্র-সদৃশ বিস্তৃত, সে নরপতি হইয়া থাকে।

চিবুকলক্ষণ

নিঃস্বাশ্চ বহুরেখাঃ স্যুর্নির্দ্রব্যাশ্চিবুকৈঃ কৃশৈঃ।
চিবুকং দ্ব্যঙ্গুলং শস্তং বৃত্তং পীনং সুকোমলম্।
স্থূলং দ্বিধা সংবিভক্তমায়তং রোমশং ত্যজেৎ ॥

যে ব্যক্তির চিবুকে বহুসংখ্যক রেখা লক্ষিত হয়, সে ধনহীন হইয়া থাকে, আর যাহার চিবুক কৃশ, তাহার কোনরূপ দ্রব্যের সংস্থান থাকে না। যাহার চিবুক দুই অঙ্গুলী বিস্তৃত বর্ত্তুল, স্থূল ও মৃদু, সেই ব্যক্তি সুলক্ষণ বলিয়া অভিহিত, আর যাহার চিবুক স্থূল, দ্বিধা বিভক্ত, দী[illegible] ও রোমবিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি কুলক্ষণ সন্দেহ নাই।

হনুলক্ষণ

হনুশ্চিবুকসংলগ্না নির্লোমা সুঘনা শুভা।
বক্রা স্থূলা কৃশা হ্রস্বা রোমশা ন শুভপ্রদা ॥

যে ব্যক্তির গণ্ডস্থলের উপরিদেশ চিবুকের সহিত সংলগ্ন, রোমহীন ও ঘন, সেই ব্যক্তি সুলক্ষণাক্রান্ত। যাহার কপোলের ঊর্দ্ধভাগ রোমশ, খর্ব্ব, কৃশ, বক্র ও উন্নত, সে অমঙ্গলের কারণ।

গণ্ডলক্ষণ

সিংহব্যাঘ্রগজেন্দ্রাণাং কপোলসদৃশো যদি।
কৃষিভোগী ভবেন্নিত্যং বহুপুত্রশ্চ জায়তে॥

যে ব্যক্তির কপোলদেশ সিংহ, ব্যাঘ্র অথবা গজকপোলের স্থায়, সেই ব্যক্তি কৃষিজীবী হয়, আর তাহার বহুসংখ্যক সন্তান জন্মে।

যস্য গণ্ডো হি সংপূর্ণঃ পদ্মপত্রসমপ্রভঃ।
ভোগবান্ স্ত্রীজয়ী চৈব সর্ব্ববিদ্যাধরস্তথা॥

যে ব্যক্তির গণ্ডদেশ পরিপূর্ণ ও কমলপত্রবৎ প্রভাসম্পন্ন, সেই ব্যক্তি ভোগী ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হয় এবং সে সমস্ত নারীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

শ্মশ্রুলক্ষণ

সম্পূর্ণং ভোগিনাং কান্তং শ্মশ্রু স্নিগ্ধং শুভং মৃদু।
সংহতাধস্ফুটিতাগ্রং রক্তশ্মশ্রুশ্চ চৌরকঃ।
রক্তাল্পপরুষশ্মশ্রুকচাঃ স্যুঃ পাপমৃত্যবঃ॥

যে সকল ব্যক্তির শ্মশ্রু (দাড়ি) সম্পূর্ণ, স্নিগ্ধ, মৃদু ও দেখিতে সুন্দর, পরস্পর মিলিত, অগ্রদেশ স্ফুটিত, সেই সমস্ত ব্যক্তি মহাসুখভোগে দিনপাত করে, আর যাহার শ্মশ্রু লোহিতবর্ণ, সে তস্কর হয়। যে ব্যক্তির শ্মশ্রু ও কেশ লোহিতবর্ণ, বিরল ও কর্কশস্পর্শ, পাপকর্ম্মে তাহাদিগের মৃত্যু হয়।

শিশ্নলক্ষণ*

কর্কশে কঠিনে শিশ্নে পরদাররতঃ সদা।
রমতে চ সদা কামী নির্ধনো ভবতিধ্রুবম্

যে ব্যক্তির শিশ্ন কর্কশ ও কঠোর সে ধনহীন, কামার্ত্ত ও পরদার আসক্ত হয়।

অল্পশিশ্নে চ ধনবান্ সূক্ষ্মে পুত্রাদিবর্জ্জিতঃ।
স্থূলশিশ্নো দরিদ্রঃ স্যদ্দুঃখৈকবৃষণো ভবেৎ ॥

যাহার শিশ্ন ক্ষুদ্র, সে ধনবান, যাহার সূক্ষ্ম, সে অপত্যহীন, যাহার স্থূল ও বৃহৎ সে দুঃখী হইয়া থাকে।

স্থূলশিশ্নেন রক্তেন লভতে চোত্তমাঙ্গনাং।
রাজ্যসৌখ্যং চিরঃ ভুঙক্তে রমণীরমণো ভবেৎ।

যাহার শিশ্ন স্থূল ও লোহিতবর্ণ, সে পরমা সুন্দরী শ্রেষ্ঠা রমণী প্রাপ্ত হয়, রাজ্যলাভ করে, চিরসুখে থাকে এবং ললনাজনের বল্লভ হয়।

কর্কশৈঃ কঠিনৈঃ শিশ্নৈঃ প্রমাণান্নির্গতৈঃ সদা।
রমতে চ সদা দাসীং নির্ধনো ভবতি ধ্রুবম্ ॥

যে ব্যক্তির শিশ্ন কর্কশ কঠোর ও প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা বৃহৎ সে নির্ধন হয়। আর সর্ব্বদা দাসীতে আসক্ত হইয়া থাকে।

মেঢ্রে বামনতে চৈব সুতার্থরহিতো ভবেৎ।
বক্রেঽন্যথা পুত্রবান্ স্যাদ্দারিদ্র্যং বিনতে ত্বধঃ।
অল্পে তু তনয়ো শিশ্নে শিরালেশ সুখী নরঃ।

---

*বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংগৃহীত বলিয়া পরস্পর বিদ্বেষী শ্লোকগুলির কথা ভাবিয়া দেখিবেন।

স্থূলগ্রন্থিযুতে শিশ্নে ভবেৎ পুত্রাদিসংযুতঃ।
বলবন্তো যুদ্ধবন্তো লঘুশেফঃ স এব চ ॥

যাহার শিশ্ন বামদিকে নত, সে অপুত্রক ও ধনহীন হয়, যাহার দক্ষিণ-দিকে নত, ক্ষুদ্র ও বক্র, সে পুত্রবান্ হয়, যাহার নিম্নদিকে নত, সে দরিদ্র হয়, যাহার শিরাসংযুক্ত সে সুখী হইয়া থাকে, যাহার স্থূল, গ্রন্থিবিশিষ্ট, সে পুত্রকন্যাবান্ হয়, আর যাহার ক্ষুদ্র, সে বলিষ্ঠ ও যোদ্ধা হইয়া থাকে।

মহদ্ভিরায়ুরাখ্যাতং হ্রস্বশিশ্নৈর্ধনী নরঃ।
অপত্যরহিতো লোকে স্থূলশিশ্নৈর্বিপর্যয়ঃ

যাহার শিশ্ন বৃহৎ, সে দীর্ঘায়ুঃ, যাহার ক্ষুদ্র, সে ধনী এবং যাহার স্থূল, সে অপত্যহীন হয়।

দীর্ঘশিশ্নেন দারিদ্র্যং স্থূলশিশ্নেন নির্ধনঃ।
কৃশশিশ্নেন সৌভাগ্যং হ্রস্বশিশ্নেন ভূপতিঃ ॥

যে ব্যক্তির শিশ্ন দীর্ঘ, সে দরিদ্র, যাহার স্থূল, সে ধনহীন, আর যাহার কৃশ, সে ভাগ্যবান্ এবং যাহার হ্রস্ব, সে নৃপতি হয়।

কৃশশিশ্নেন রক্তেন লভতে চোত্তমাঙ্গনাং।
রাজ্যং সৌখ্যঞ্চ দিব্যস্ত্রীং কন্যকায়াঃ পতির্ভবেৎ ॥

যে ব্যক্তির শিশ্ন কৃশ ও লোহিতবর্ণ, সে রাজ্য, সুখ ও পরমা সুন্দরী স্ত্রী প্রাপ্ত হয়, আর সেই ব্যক্তি বালাস্ত্রীর পতি হইয়া থাকে।

মহদ্ভিরায়ুরাখ্যাতং হ্রস্বশিশ্নে ধনী নরঃ।
অপত্যরহিতশ্চৈব স্থূললিঙ্গো ধনোজ্ঝিতঃ ॥

যে ব্যক্তির শিশ্ন বৃহৎ, সে দীর্ঘজীবী, যাহার ক্ষুদ্র, সে ধনবান্ আর যাহার স্থূল, সে অপত্যহীন ও নির্ধন হয়।

স্থূলশিশ্নেন হ্রস্বেন রক্তবর্ণেন ভূপতিঃ।
পরস্ত্রীনিরতো নিত্যং নারীণাং বল্লভো ভবেৎ ॥

যে ব্যক্তির শিশ্ন স্থূল, হ্রস্ব ও লোহিতবর্ণ, সে নৃপতিপদে অভিষিক্ত হয়, নারীজনের প্রিয় হইয়া থাকে, আর নিরন্তর পরদারাসক্ত হয়।

অপরাপর বিবিধ লক্ষণ

অস্বেদিনৌ মৃদুতলৌ কমলোদরস[illegible]ভৌ।
শ্লিষ্টাঙ্গুলৌ তাম্রনখাবুষ্ণৌ চ শির[illegible]জ্‌ঝিতৌ ॥
কূর্ম্মোন্নতৌ চ চরণৌ স্যাতাং নৃপ[illegible]স্য হি।
কূর্ম্মোন্নতৌ গূঢ়গুল্‌ফৌ সুপার্ষ্ণি নৃ[illegible]তঃ স্মৃতৌ ॥

যে ব্যক্তির চরণযুগল কমলোদরের ন্যায় মনোহর, শিরাশূন্য উষ্ণ, ঘর্ম্মশূন্য ও তলদেশ কোমল এবং যে ব্যক্তির অঙ্গুলী সকল পরস্পর সংলগ্ন, নখ সকল তাম্রবর্ণ, পদের অগ্রদেশ কূর্ম্মবৎ উচ্চ, গুল্‌ফ অপ্রকাশিত ও সুন্দর, সে নৃপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকে।

সূর্পাকারৌ চ চরণৌ সংশুষ্কা চরণাঙ্গুলী।
দুঃখদারিদ্র্যদৌ স্যাতাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

যাহার নখ কর্কশ, পাণ্ডুর, চরণ কুটিল, শিরাব্যাপ্ত উচ্চ ও সূর্পাকার এবং যে ব্যক্তির চরণের অঙ্গুলী সকল শুষ্ক, সে দুঃখী [illegible]রিদ্র হয়।

ত্বক্‌ স্নিগ্ধা বিপুলা ভোগা অল্পায়ুর্না[illegible]তা।
উরবো জ্ঞানবত্তুল্যা নৃপস্যোপচিতাঃ স্মৃতাঃ।
নিঃস্বস্য শৃগালজঙ্ঘা রোমৈকৈকশ্চ কূপকে ॥
নৃপাণাং শ্রোত্রিয়াণাঞ্চ দ্বে দ্বে কূপে ধীমতাং।
ত্র্যাদ্যৈর্নিঃস্বা মানবাঃ স্যুর্দ্দুঃখভাজশ্চ নিন্দিতাঃ ॥

যে ব্যক্তির দেহস্থ চর্ম্ম স্নিগ্ধ, সে বহুভোগশীল হইয়া থাকে, যে ব্যক্তির নাভি উচ্চ, সে অল্লায়ুবিশিষ্ট হয়, যে ব্যক্তির উরুযুগল ও জানুদ্বয় পরস্পর সমান ও সুবর্দ্ধিত সে রাজপদ প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তির জঙ্ঘা শৃগালজঙ্ঘার তুল্য ক্ষীণ, কুৎসিত ও লোমপূর্ণ আর সেই জঙ্ঘাস্থিত প্রত্যেক রোমকূপে এক একটি রোম বিদ্যমান থাকে, সে দরিদ্র হয়। যে ব্যক্তির প্রতি রোমকূপে দুই দুইটি রোম বর্ত্তমান, সে মহাবুদ্ধিশ্রোত্রিয় কিংবা নৃপতি হয়। যে সকল ব্যক্তির প্রতি রোমকূপে তিন তিনটি কিম্বা তদপেক্ষা অধিক রোম থাকে, তাহারা নিন্দিত, দুঃখী ও ধনহীন হয়।

নাভিঃ স্বরশ্চ বুদ্ধিশ্চ ত্রয়ং গম্ভীরমীরিতং।
পুংসশ্চ চাতিবিস্তীর্ণং ললাটং বদনং উরঃ॥
চক্ষুঃ কক্ষদন্তনাসাঃ ষট্সুস্যুর্মুখকৃকাটিকাঃ
উন্নতানি চ হ্রস্বানি জঙ্ঘা গ্রীবা চ লিঙ্গকং।
পৃষ্ঠঞ্চত্বারি রক্তানি করতাল্বধরা নখাঃ।
নেত্রান্তপাদজিহ্বোষ্ঠাঃ পঞ্চ সূক্ষ্মাণি সন্তি বৈ।
দশনাঙ্গুলীপর্ব্বাণি নখকেশত্বচঃ শুভাঃ।
দীর্ঘাঃ স্তনান্তরং বাহুদন্তলোচননাসিকাঃ॥

যাহার নাভি, স্বর ও বুদ্ধি গভীর তাহাকে সুলক্ষণা জানিবে। যাহার ললাট, মুখ ও বক্ষঃ বিপুল সে শুভদায়ক হয়। যে ব্যক্তির চক্ষু, হৃদয়, নাসা, দন্ত, বদন ও ঘাড় এই ছয়টি অঙ্গ উচ্চ, সে ধন্যবাদার্হ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির জঙ্ঘা, গ্রীবা, শিশ্ন ও পৃষ্ঠ এই অঙ্গচতুষ্টয় হ্রস্ব, সে সম্মানের পাত্র হয়। যে ব্যক্তির করতল তালু, ওষ্ঠ, অধর, নখ, চক্ষুর উপান্ত, চরণতল ও জিহ্বা এই আটটি রক্তবর্ণ সে কল্যাণকর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির দন্ত, অঙ্গুলিপর্ব্ব, নখ, কেশ ও ত্বক্ এই পাঁচটি সূক্ষ্ম, সে মঙ্গলাবহ

হয় এবং যে ব্যক্তির স্তনযুগলের মধ্যভাগ, করদ্বয়, দন্তপংক্তি, চক্ষুর্দ্বয় ও নাসিকা এই পাঁচটি দীর্ঘ, সে সুলক্ষণবিশিষ্ট সন্দেহ নাই।

বিপুলস্ত্রিষু গম্ভীরো দীর্ঘঃ সূক্ষ্মশ্চ পঞ্চসু।
ষড়ুন্নতশ্চতুর্হ্রস্বো রক্তঃ সপ্ত সমো নৃপঃ॥

যাহার শরীর মধ্যে তিন অঙ্গ গভীর ও বিপুল, পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম ছয় অঙ্গ উচ্চ, চারি অঙ্গ হ্রস্ব, সপ্ত অঙ্গ রক্তবর্ণ এবং সপরিমাণযুক্ত সে রাজপদ লাভ করিয়া থাকে।

পঞ্চদীর্ঘং পঞ্চহ্রস্বং পঞ্চসূক্ষ্মং ষড়ুন্নতং।
সপ্তরক্তং ত্রিগম্ভীরং ত্রিবিশালং প্রশস্যতে॥

যে ব্যক্তির পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ, পঞ্চ অঙ্গ হ্রস্ব, পঞ্চ অঙ্গ সূক্ষ্ম, ছয় অঙ্গ উচ্চ, সপ্ত অঙ্গ লোহিতবর্ণ, তিন অঙ্গ গভীর, অঙ্গ বিশাল, সে সুলক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

বাহূ নেত্রদ্বয়ং কুক্ষিঃ দ্বৌ তু নাসে তথৈব চ।
স্তনয়োরন্তরঞ্চৈব পঞ্চ দীর্ঘং প্রশস্যতে॥

যাহার বাহুযুগল, নেত্রযুগল, উদর, নাসাযুগল আর স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল, এই পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ, তাহাকে সুলক্ষণবিশিষ্ট জানিবে।

স্বরো বুদ্ধিশ্চ নাভিশ্চ ত্রিগম্ভীরমুদাহৃতং
ত্রয়ং যস্য তু বিস্তীর্ণং তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী
উরঃ শিরো ললাটঞ্চ ত্রিবিস্তীর্ণং প্রশস্যতে॥

যাহার স্বর, বুদ্ধি ও নাভি এই তিনটি গভীর, তাহাকে সুলক্ষণাক্রান্ত জানিবে। যে ব্যক্তির হৃদয়, শিরোদেশ ও ললাট এই তিনটি বিস্তৃত সে ব্যক্তিও সুলক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয় আর ঐ স্থানত্রয় বিস্তৃত হইলে তাহাকে শ্রীমান জানিবে।

গ্রীবা-কণ্ঠঃ কটী বাপি পৃষ্ঠোরূ চ তথৈব চ।
গ্রীবা বাপি কটিশ্চোরূ উদরং পৃষ্ঠমেব চ।
হ্রস্বানি যস্য চত্বারি পূজামাপ্নোতি নিশ্চয়ম্ ॥

যাহার গ্রীবা, কণ্ঠ, কটি, পৃষ্ঠ ও উরু এই অঙ্গচতুষ্টয় কিম্বা গ্রীবা, কটি, উরু, জঠর ও পৃষ্ঠ এই সমস্ত অঙ্গ হ্রস্ব, সে সর্ব্বস্থানে সম্মানের পাত্র হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মাণ্যঙ্গুলপর্ব্বাণি দন্তকেশনখত্বচঃ।
পঞ্চসূক্ষ্মাণি যেষাং হি তে নরা দীর্ঘজীবিনঃ ॥

যাহার অঙ্গুলীর পর্ব্ব, দন্ত, কেশ, নখ ও চর্ম্ম এই অঙ্গপঞ্চ সূক্ষ্ম, সে বহুকাল জীবন ধারণ করে সন্দেহ নাই।

পাণিপাদতলৌ রক্তৌ নেত্রান্তরনখানি চ।
তালুকাধরজিহ্বা চ সপ্ত রক্তং প্রশস্যতে ॥

যাহার পাণিতল, পদতল, চক্ষুপ্রান্ত, নখ, তালু, অধর ও রসনা এই সাতটি অঙ্গ রক্তবর্ণ, তাহাকে সুলক্ষণবিশিষ্ট জানিবে।

গ্রীবাথ কর্ণঃ পৃষ্ঠঞ্চ হ্রস্বে জঙ্ঘে সুপূজিতে।
চত্বারি যস্য হ্রস্বানি পূজাং প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥

যে ব্যক্তির গ্রীবা, কর্ণ, পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘাযুগল হ্রস্ব, সে সর্ব্বস্থানে সম্মানের পাত্র হয়।

নাসা নেত্রঞ্চ দন্তাশ্চ ললাটঞ্চ শিরস্তথা।
হৃদয়ঞ্চৈব বিজ্ঞেয়মুন্নতং ষট্ প্রশস্যতে ॥

যাহার নাসিকা, চক্ষু, দন্ত, কোপাল, মস্তক ও হৃদয় এই ছয়টি অঙ্গ সমুন্নত, সে সুলক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

দয়ালবশ্চ দাতারো রূপবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
পরোপকারিণশ্চৈব তেহপূর্ব্বা মানবাঃ স্মৃতাঃ ॥

যাহারা দয়ালু, দাতা, রূপবান্, জিতেন্দ্রিয় ও পরোপকারী তাহারা অপূর্ব মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

কপিলামলিনাঙ্গাশ্চ হ্রস্বাশ্চৈব বৃহন্নখাঃ।
কৃশাতিদীর্ঘা মনুজাস্তে দরিদ্রা ন সংশয়ঃ ॥

যাহাদিগের বর্ণ কপিল, অঙ্গ মলিন, দেহ খর্ব্ব, নখ বৃহৎ, শরীর কৃশ বা অতি দীর্ঘ, তাহারা দরিদ্র হয় সন্দেহ নাই।

সুচিমুখা ভগ্নপৃষ্ঠাঃ কৃষ্ণদন্তাঃ কুচেলকাঃ।
বক্রনাসা বজ্রনাসাস্তে নরা দুষ্টমানসাঃ ॥

যাহাদিগের মুখ সূচীর ন্যায়, পৃষ্ঠ ভগ্ন, দন্ত কৃষ্ণ, বস্ত্র মলিন, নাসা বক্র আর যাহাদিগের নাসিকা বজ্রের ন্যায়, তাহাদিগকে দুষ্টচিত্ত জানিবে।

কটিবিশালা বহুপুত্রভোগী বিশালহস্তো নরপুঙ্গবঃ স্যাৎ।
উরো বিশালং ধনধান্যভোগী শিরো বিশালং নরপূজিতঃ স্যাৎ ॥

কটি বিস্তৃত হইলে বহু পুত্রবান্ হয়; বাহু দীর্ঘ হইলে সকলের অগ্রগণ্য হয়, বক্ষঃ বিস্তৃত হইলে সে ধনধান্যভোগী হইয়া থাকে. আর মস্তক বৃহৎ হইলে সে সকলের সম্মানের পাত্র হয়।

চিবুকে শ্মশ্রুশূন্যা যে নির্লোমহৃদয়াশ্চ যে।
তে ধূর্ত্তা নৈব সন্দেহঃ সামুদ্রবচনং যথা ॥

যাহাদিগের চিবুকে শ্মশ্রু উৎপন্ন না হয়, এবং যে সকল ব্যক্তির বক্ষঃস্থল রোমহীন তাহারা ধূর্ত্ত হয়।

স্বরং সত্বঞ্চ নাভিঞ্চ ত্রিগম্ভীরং প্রশস্যতে।
তালুবক্ষোললাটশ্চ ত্রিবিস্তীর্ণং সুখাবহম্

যাহার স্বর, বুদ্ধি ও নাভি গভীর আর তালু, বক্ষঃ ও ললাট বিস্তৃত সেই ব্যক্তি আজীবন সুখভোগ করে।

দন্তস্নেহেন সৌভাগ্যং লভতে নাত্রসংশয়ঃ।
কেশস্নেহেন সৌভাগ্যং নেত্রস্নেহেন বস্ত্রতা।
সর্ব্বাঙ্গেন চ যঃ স্নিগ্ধঃ প্রাপ্নোতি বিপুলং ধনম্ ॥

যে ব্যক্তির দন্তশ্রেণী ও কেশ স্নিগ্ধ, সে সৌভাগ্যশালী হয়। যাহার নেত্র স্নিগ্ধ, সে বস্ত্রলাভ করে, আর যে ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ স্নিগ্ধ, সে ধনবান হয় সন্দেহ নাই।

অযবস্য কুতোবিদ্যা মৎস্যহীনে কুতোধনং।
অপুচ্ছস্য কুতোবিদ্যা অযবস্য কুতোধনং।
ঊর্দ্ধরেখাবিহীনঞ্চ কুতোরাজ্যং কুতোযশঃ ॥

যাহার করে যবচিহ্ন লক্ষিত না হয়, তাহার বিদ্যা ও ধনলাভ হয় না। মীনচিহ্ন ও পুচ্ছচিহ্ন না থাকিলে তাহারও বিদ্যা ধন লাভের আশা নাই। যে ব্যক্তির পাণিতলে ও চরণতলে ঊর্দ্ধরেখা না থাকে, সে রাজ্যাধিকারী বা কীর্ত্তিশালী হইতে পারে না।

আদৌ পাণিতলে রেখা জানৌ পাদে তথৈব চ।
জঙ্ঘয়োর্লক্ষণঞ্চৈব ওষ্ঠস্য চিবুকস্য চ ॥
গণ্ডয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চৈব ললাটস্য চ লক্ষণং।
সর্ব্বাঙ্গাননাসানাং দন্তস্য লক্ষণস্তথা ॥

নর কিম্বা নারী সকলেরই অগ্রে হস্তরেখা পরীক্ষা করিতে হয়। তদনন্তর জানু, চরণ, জঙ্ঘা, ওষ্ঠ, কেশ, চিবুক, গণ্ড, পার্শ্ব, ললাট সর্ব্বাঙ্গ,

বদন, নাসিকা ও দর্শনের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া শুভাশুভ ফল স্থির করিবে।

ভোগী ধনী স্যাদুদরে বিশালে বিশালটাশ্চ কটৌ বিশালে।
বহুপুত্রদারোঽপি বিশালপাদো ধনান্বিতঃ স্যাৎ স বিশালচক্ষুঃ॥

যে ব্যক্তির জঠর বিশাল, সে ভোগী ও ধনবান্ হয়। যে ব্যক্তির কটি বিশাল, সে বহুদারা-পুত্রবান্ হইয়া থাকে আর যাহার চরণদ্বয় ও নেত্রদ্বয় বৃহৎ সে ধনী হইয়া থাকে।

অনিম্নাক্ষাশ্চ যে কাণা বধিরাঃ স্থূলদেহিনঃ।
স্থূলাশ্চ খঞ্জগতয়ো নরা দুষ্টা ন সংশয়ঃ॥

যে সকল ব্যক্তির চক্ষু নিম্ন নহে, কিন্তু কাণা, যাহারা বধির, খঞ্জ ও স্থূলদেহ তাহারা দুষ্ট জানিবে।

যস্যোন্নতং ললাটঞ্চ তাম্রবর্ণঞ্চ দৃশ্যতে।
রেখাহীনঞ্চ কুক্ষিশ্চ স চোন্মত্তো ভ্রমেন্মহীম্॥

যাহার ললাট উচ্চ ও রক্তবর্ণ এবং যাহার উদরদেশে কোন প্রকার রেখা দেখা যায়, সেই ব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় বসুন্ধরা ভ্রমণ করে।

নাভিহস্ততলঞ্চৈব পৃষ্ঠমধ্যন্তথৈব চ।
ত্রীণি যস্য গভীরাণি রাজ্যং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥

যাহার নাভি, পাণিতল ও পৃষ্ঠমধ্য এই তিন স্থান গভীর, সে রাজ্যভোগী হয়।

কপালং হৃদয়ঞ্চৈব পাদতলন্তথৈব চ।
যস্যৈতত্ত্রয়বিস্তীর্ণং তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী॥

যাহার ললাট হৃদয় ও পদতল এই তিন স্থল বিস্তৃত সে অতুল শ্রীমান্ হয়।

শতং কাণে চ খঞ্জে চ অশীতির্ভণ্ডচৌরয়োঃ।
খর্ব্বে চ ষষ্টিদোষ স্যাৎ কুব্জস্যান্তং ন বিদ্যতে॥

কাণা ও খোঁড়ার দোষ শতগুণ, ভণ্ড ও চোরের দোষ আশীগুণ খর্ব্বাকারের দোষ ষষ্টিগুণ এবং কুব্জের দোষের পরিসীমা নাই।

স্থূলাঙ্গা মলিনাশ্চৈব রমকাঃ প্রাণহারকাঃ।
মাংসপ্রিয়া নাস্তিকাশ্চ তে জাতা ব্যাধয়ো নরাঃ॥

যাহাদিগের শরীর স্থূল, যাহাদিগের বেশ মলিন, আর যাহারা অধিক নারীসহবাস করে, তাহারা অন্যকে বিনাশ করিতে পারে সন্দেহ নাই। যাহারা মাংসপ্রিয় ও নাস্তিক, পূর্ব্বজন্মে তাহারা ব্যাধযোনিতে জন্মিয়াছিল জানিবে।

ত্রাসযুক্তাঃ কর্ম্মরতাঃ সোদরপূরণে রতাঃ।
ব্যবহার বিহীনাশ্চ তে পূর্ব্বে পশুজাতয়ঃ॥

যাহারা সর্ব্বদা ভীত, নিরন্তর কার্য্যে নিযুক্ত, যাহারা স্বীয় উদর পূরণের জন্য ব্যগ্র, আর যাহারা লৌকিক ব্যবহার শূন্য, তাহারা পূর্ব্বজন্মে পশুযোনিতে জন্মিয়াছিল জানিবে।

ইতস্ততো ভ্রমেন্নিত্যং গহনেষু পৃথোদরঃ।
ভীতিযুক্তাঃ স্বল্পকায়াস্তে জাতাঃ পক্ষিযোনয়ঃ।
সর্ব্বকার্য্যেষু যে ক্ষুদ্রাস্তে পূর্ব্বে ক্ষুদ্রজাতয়ঃ॥

যাহারা গহনকানন মধ্যে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, যাহাদিগের উদর বৃহৎ, যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর ভীত ও স্বল্পদেহ, তাহারা পূর্ব্বজন্মে পক্ষি-যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি সকল বিষয়েই ক্ষুদ্রাশয়তা প্রদর্শন করে, পূর্ব্বজন্মে তাহারা ক্ষুদ্রজাতি ছিল জানিবে।

কালস্কন্ধা মহোক্ষাস্ক ভীমা ভীমপরাক্রমাঃ ।
বহ্বাশিনঃ সর্ব্ববৈরাস্তে পূর্ব্বেরাক্ষসাঃ স্মৃতাঃ ॥

যাহাদিগের স্কন্ধ অতি ভয়ঙ্কর, নেত্র বৃহৎ, যাহারা দেখিতে বিকট, যে সকল ব্যক্তি প্রচণ্ড পরাক্রমশালী, যাহারা অধিক আহার করে, অপর সকলের সহিতেই যাহার শক্রতা, পূর্ব্বজন্মে তাহারা রাক্ষসযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

নিঃস্বশ্চিপিটকণ্ঠঃ স্যাচ্ছিরাশুষ্কগলঃ সুখী ।
শূরঃ স্যান্মহিষগ্রীবঃ শাস্ত্রান্তো মৃগবক্ষকঃ ।
কম্বুগ্রীবাশ্চ নৃপতির্লম্বকণ্ঠোঽতিভিক্ষুকঃ ॥

যে সকল ব্যক্তির কণ্ঠ চিপিট, তাহারা দরিদ্র হয়। যাহাদিগের গলদেশের প্রতি নেত্রপাত করিলে শিরাসকল শুষ্ক বলিয়া অনুমিত হয়, তাহারা পরম সুখভোগী হইয়া থাকে। যাহাদিগের গ্রীবা দৃঢ়, তাহারা মহাবলিষ্ঠ হয়। যাহার কণ্ঠ হরিণের কণ্ঠের ন্যায় কৃশ, সে সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইয়া থাকে। যাহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় তিনটি রেখাযুক্ত, সে রাজ্যলাভ করে, আর যাহার কণ্ঠ লম্বমান, সে ভিক্ষুক হয়।

শুচিরন্তান্তদাতা চ ভূমিজীবী চ গোহিতঃ ।
চাতুর্ব্বর্ণাঃ সমাজাতাঃ জ্ঞাতব্যাঃ ক্রমশো বুধৈঃ ॥

যাহারা নিরন্তর পবিত্রভাবে অবস্থিতি করে, তাহারাই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়। যাহারা দাতা, তাহারা ক্ষত্রিয়, যাহারা ভূমিজীবী, তাহারাই বৈশ্য এবং যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা গোগণের হিতসাধনে নিযুক্ত তাহারাই পূর্ব্বজন্মে শূদ্র ছিল বুঝিতে হইবে।

অতিমেধাতিকীর্ত্তিশ্চ বিক্রমশ্চ সুখানি চ ।
প্রথমে বয়সি দৃশ্যন্তেঽল্পায়ুশ্চ ভবেন্নরঃ ॥

যাহারা বাল্যকালে মেধাবী, কীর্ত্তিশালী, বিক্রমসম্পন্ন ও সুখভোগী হয় তাহারা অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে।

ললাট-চিহ্ন

ললাটে যত্র দৃশ্যন্তে তিস্রো রেখা সমাহিতাঃ।
সুখী পুত্রসমাযুক্তঃ স ষষ্টিং জীবতে নরঃ॥

যাহার ললাটে রেখাত্রয় বিরাজমান থাকে, সে পুত্রবান্ ও সুখী হয় এবং ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম যাবৎ পরমায়ুঃ ধারণ করে।

চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি দ্বিরেখাদর্শনান্নরঃ।
বিংশত্যব্দমেকরেখা আকর্ণা চ শতায়ুষঃ॥

যাহার ললাটদেশে দুইটি রেখা দৃষ্টিগোচর হয়, সে চল্লিশ বৎসর পরমায়ুঃ ধারণ করে। যাহার ললাট প্রদেশে একটিমাত্র রেখা বিদ্যমান, সে ব্যক্তি বিংশতি বৎসর জীবিত থাকে, আর যাহার ললাটের মধ্যভাগ হইতে দুইদিকে একটিমাত্র রেখা আকর্ণবিশ্রান্ত দেখা যায়, সে একশত বৎসর জীবিত থাকে সন্দেহ নাই।

নিম্নৈর্ললাটৈর্বধিকাঃ ক্রুরকর্ম্মরতাস্তথা।
সম্বৃতৈশ্চ ললাটৈশ্চ কৃপণাঃ উন্নতৈর্নৃপাঃ॥

যে ব্যক্তির ললাটদেশ নিম্ন সে বধাহ হয়, আর সে নিরন্তর ক্রুর কার্য্যে অনুরক্ত থাকে। যে ব্যক্তির ললাট সম্বৃত সে কৃপণ হয়, আর যাহার ললাট উচ্চ সে রাজা হইয়া থাকে।

সপ্তত্যায়ুর্দ্বিরেখে তু ষষ্ট্যায়ুস্ত্রিস্তভির্ভবেৎ।
ব্যক্তাব্যক্তাভীরেখাভির্বিংশত্যায়ুর্ভবেন্নরঃ॥

যাহার ললাটদেশে দুইটি সরল রেখা দৃষ্ট হয়, সে সপ্ততিবৎসর জীবিত

থাকে, যে ব্যক্তির ললাটে ঐ প্রকার রেখাত্রয় অঙ্কিত থাকে, সে ষষ্টি বৎসর জীবনধারণ করে, আর যাহার কপালে কতকগুলি স্পষ্ট ও কতকগুলি অস্পষ্ট রেখা দৃষ্ট হয়, সে বিংশতি বৎসর মাত্র জীবিত থাকে।

ত্রিশূলং পট্টিশং বাপি ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
ধনপুত্রসমাযুক্তঃ স জীবেৎ শরদঃ শতম্ ॥

যাহার ললাটে ত্রিশূলচিহ্ন বা পট্টিশচিহ্ন লক্ষিত হয়, সে ধনবান্ ও পুত্রবান্ হইয়া শতবৎসর জীবনধারণ করে।

আচার্য্যাঃ শুক্তিবিশালৈঃ শিরাঢ্যৈঃ পাপকারিণঃ।
উন্নতাভিঃ শিরভিশ্চ স্বস্তিকাভির্ধনেশ্বরাঃ ॥

যাহার ললাট ঝিনুকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট ও অধিক বিস্তৃত, সে আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হয়, যাহার ললাটদেশ বহু শিরাব্যাপ্ত, সে পাপিষ্ঠ হইয়া থাকে, যাহার ললাটে স্বস্তিকচিহ্ন দেখা যায়, আর যাহার ললাটের শিরাসমূহ উন্নত, সে বহু সম্পত্তির অধিকারী হয়।

চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি হীনরেখস্তু জীবতি।
ভিন্নাভিশ্চৈব রেখাভিরপমৃত্যুর্নরস্য হি।

যাহার ললাটদেশে একটিমাত্র রেখাও দেখা যায় না, সে চত্বারিংশৎ বৎসর জীবিত থাকে। যে ব্যক্তির ললাটে ছিন্নভিন্ন বহু রেখা দেখা যায়, অপঘাতে তাহার মৃত্যু হয়।

উন্নতৈর্বিপুলৈঃ শঙ্খৈর্ললাটৈর্বিষমৈস্তথা।
নির্ধনা ধনবন্তশ্চ অর্দ্ধেন্দুসদৃশৈর্নরঃ ॥

যে ব্যক্তির ললাট উন্নত, বিপুল, শঙ্খের আকারের ন্যায়, বিষম ও অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি, সে ব্যক্তি নির্ধন হইলেও কালে ধনী হইয়া থাকে।

যস্যোন্নতং ললাটে তাম্রবর্ণঞ্চ দৃশ্যতে।
রেখাহীনশ্চ কক্ষশ্চ স চোন্মত্তো মহীং ভ্রমেৎ ॥

যাহার ললাট উন্নত ও লোহিতবর্ণ, এবং যাহার কক্ষদেশে কোনরূপ রেখা নাই, সে উন্মত্ত হইয়া বসুন্ধরা ভ্রমণ করে।

ললাটে দৃশ্যতে যস্য বক্ররেখাচতুষ্টয়ং।
অশীত্যায়ুঃ সমাপ্নোতি পঞ্চরেখা শতং সমাঃ

যাহার ললাটে চারিটি বক্ররেখা দেখা যায়, সে অশীতিবৎসর জীবিত থাকে। যাহার ললাটে পাঁচটি সরল রেখায় অঙ্কিত থাকে, সে শতবৎসর জীবন ধারণ করে।

কেশান্তোপগতাভিশ্চ অশীত্যায়ুর্নরো ভবেৎ।
নবভিঃ স্যাদেকরেখাভির্বিচ্ছিন্নাভিস্তু পুংশ্চলঃ ॥

যাহার ললাটের রেখা কেশের প্রান্তভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত, সে অশীতিবৎসর জীবনধারণ করে। যে ব্যক্তির ললাটে একটিমাত্রও রেখা নাই, সে নবতিবৎসর জীবিত থাকে যাহার ললাটস্থ রেখা সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে অঙ্কিত সে লম্পট হয়।

ললাটোপস্থলাস্তিস্রো রেখাঃ স্যুঃ শতবর্ষিণাং।
নৃপত্বং স্যাচ্চতসৃভিরায়ুঃ পঞ্চ নবত্যথ ॥

যাহার ললাটে রেখাত্রয় বিরাজমান থাকে, তাহার পরমায়ুঃ শতবৎসর। যাহার ললাটদেশ চারিটি রেখায় ভূষিত, সে পঞ্চনবতিবৎসর জীবিত থাকে।

চত্বারিংশচ্চ রক্তাভিস্ত্রিংশদ্ ভ্রূতলগামিভিঃ।
বিংশতিবামবক্রাভিরায়ুঃ ক্ষুদ্রাভিরল্পকম্ ॥

যাহার ললাটে পাঁচ, ছয় অথবা সাতটি রেখা লক্ষিত হয়, তাহার

পরমায়ুঃ পঞ্চাশৎ বৎসর। যাহার ললাটে রক্তবর্ণ অথবা বক্ররেখা বিদ্যমান থাকে, সে চত্বারিংশৎ বৎসর জীবন ধারণ করে। যে ব্যক্তির ললাট-দেশস্থ রেখা ভ্রূতলযাবৎ বিস্তৃত, তাহার পরমায়ুঃ ত্রিশবৎসর জানিবে। যাহার ললাটস্থিত রেখাসমূহ বক্রভাবে বামপার্শ্বে অঙ্কিত, সে বিংশতি বৎসর মাত্র জীবন ধারণ করে। যদি ঐ সকল রেখা ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অতি অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

উন্নতেন ললাটেন ধনাঢ্যো জায়তে নরঃ।
বিষমেন ললাটেন দুঃখিতো দুর্জ্জনো নরঃ।
ললাটৈশ্চার্দ্ধচন্দ্রাভৈর্জ্জায়তে পৃথিবীপতিঃ॥

যে ব্যক্তির ললাট উন্নত, সে ধনী হয়। যে ব্যক্তির ললাট বিষম, সে দরিদ্র ও দুশ্চরিত্র হয়। যাহার ললাট অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখাযুক্ত সে রাজা হইয়া থাকে।

বিপুলেন ললাটেন ধনাঢ্যা জায়তে নরঃ।
অল্পেন চ ললাটেন চাল্পায়ুর্জ্জায়তে নরঃ।
খরক্রয়করো নিত্যং প্রাপ্নোতি বধবন্ধনম্॥

যাহার ললাট বিশাল, সে ধনী হইয়া থাকে, যে ব্যক্তির ললাট ক্ষুদ্র সে অল্পকাল জীবিত থাকে; বধ ও বন্ধনলাভ করে, আর সর্ব্বদা গর্দ্দভ প্রভৃতি পণ্য ক্রয় বিক্রয় দ্বারা দিনযাপন করে।

ত্রিশূলং কুলিশং চাপং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
ঈশ্বরং তং বিজানীয়াৎ প্রমদাজনবল্লভঃ॥

যাহার ললাটদেশে ত্রিশূল, বজ্র ও চাপচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে সকলের প্রভু হয় আর নারীগণ তাহাকে অতীব ভালবাসে।

পঞ্চভিঃ শতমাদিষ্টো হ্যশীতিঃ ষড়্ভিরেব চ।
ভবেৎ সপ্ততিস্তিসৃভির্দ্বাভ্যাং বৈ বিংশতিদ্বয়ং।
রেখৈকেন ললাটেন বিংশত্যায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতং।
অরেখেন ললাটেন বিজ্ঞেয়ং পঞ্চবিংশতিঃ॥

যাহার ললাটে পাঁচটি রেখা লক্ষিত হয়, সে একশত বৎসর জীবন
ণ করে। যাহার ললাট ছয়টি রেখাযুক্ত তাহার পরমায়ুঃ অশীতি
ৎসর, যাহার ললাটে তিনটি রেখা লক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি সপ্ততিবৎসর
বন ধারণ করে, যাহার কপালে দ্বিরেখাবিশিষ্ট, সে চত্বারিংশৎ বর্ষ,
র যাহার কপালে একটি রেখা লক্ষিত হয়, সে বিংশতিবৎসর জীবিত
কে। যে ব্যক্তির কপালে একটিমাত্রও রেখা লক্ষিত হয় না, সে ব্যক্তি
ঃবিংশতি বর্ষের ন্যূনে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে না।

রেখাঃ পঞ্চ ললাটস্থাঃ সমাঃ কর্ণান্তলোচনাঃ।
ভবেত্তৎ যস্য গম্ভীরং তং বিদ্যাৎ সকলায়ুষম্॥

যাহার ললাটে পাঁচটি সমরেখা অঙ্কিত থাকে, যাহার নেত্রদ্বয় কর্ণান্ত
বিশ্রান্ত ও গভীর, তাহার জীবন সার্থক সন্দেহ নাই।

রেখাচতুষ্টয়ং যস্য ললাটে চ প্রদৃশ্যতে।
চিরায়ুষোঽপি বিদ্বাংশ্চ সুখভোগাদিভির্যুতঃ॥

যাহার ললাটে চারিটি রেখা দৃষ্ট হয়, সে বহুকাল জীবিত থাকে এবং
বিদ্বান্, সুখী ও বিভবশালী হয় সংশয় নাই।

পঞ্চ রেখা ভবেদ্যস্য সুতসৌখ্যস্য কারণং।
হীনায়ুশ্চ ত্রিরেখায়াং রেখৈকেন নৃপো ভবেৎ॥

যাহার ললাটে পাঁচটি রেখা লক্ষিত হয়, সে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ও

৮

সুখী হয়, আর যে ব্যক্তির ললাটে তিনটি রেখা দৃষ্ট হয়, সে অল্পকাল জীবিত থাকে এবং একটি রেখা বিদ্যমান থাকিলে রাজা হইতে পারে।

ললাটে দৃশ্যতে যস্য সমরেখাচতুষ্টয়ং।
গ্রীবারেখাঃ পঞ্চ যস্য শুভং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥

যাহার ললাটে চারিটি সমরেখা দৃষ্ট হয়, আর যে ব্যক্তির গ্রীবাদেশে পাঁচটি রেখা থাকে, তাহার মঙ্গল হইয়া থাকে।

ললাটে দৃশ্যতে রেখাশ্চতস্রঃ পাণ্ডুরূপিকাঃ।
অবিচ্ছিন্না বিবর্ণাঃ স্যুরশীত্যায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

যে ব্যক্তির ললাটে চারিটি পাণ্ডুরবর্ণ, বিবর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন রেখা লক্ষিত হয়, তাহার পরমায়ুঃ অশীতিবৎসর জানিবে।

ভ্রুবোরন্তে ললাটে বা মশকো রাজ্যসূচকঃ॥

যাহার ভ্রুর প্রান্তে অথবা ললাটে মশকচিহ্ন বিরাজমান থাকে সে রাজ্যলাভ করে।

বিষমৈর্জ্জক্রুভির্নিঃস্বাঃ অস্থিনদ্ধৈশ্চ মানবাঃ।
উন্নতৈর্ভোগিনো নিম্নৈর্নিস্বাঃ পীনৈর্ধনান্বিতাঃ॥

শরীরের মধ্যে যে কোন স্থলেই হউক না কেন, যদি জত্রু বিদ্যমান থাকে, আর তাহা বিষম, নিম্ন ও অস্থিসংবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুঃখী হয়। উহা উচ্চ হইলে সে ভোগী এবং জত্রু স্থূল হইলে ধনী হয়।

একমুদ্রো ভবেদ্‌রাজা দশমুদ্রো মহাধনী।
মুদ্রাহীনস্তু দুঃখী স্যাদ্দ্বিত্রিকাভ্যান্তথৈব চ॥

যাহার করতলে একটি মুদ্রা দৃষ্ট হয়, সে রাজ্যেশ্বর হয়, যাহার করে দশটি মুদ্রা থাকে সে ধনী হয়, আর যাহার হস্তে দুইটি কিম্বা তিনটি মুদ্রা

দৃষ্ট হয়, সে দরিদ্র হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির করতলে একটি মুদ্রাও না থাকে, সে যারপর নাই দুঃখ পায়।

একমুদ্রো ভবেদ্‌রাজা দ্বিমুদ্রো ধনবান্নরঃ।
ত্রিমুদ্রো রোগসম্পন্নো বহুমুদ্রো বহুপ্রজাঃ॥

যাহার হস্ততলে একটি মুদ্রা থাকে, সে রাজপদ প্রাপ্ত হয়, যাহার হস্তে দুইটি মুদ্রা দৃষ্ট হয় সে ধনী হয়, তিনটি থাকিলে রোগ জন্মে আর যাহার পাণিতলে বহুমুদ্রা দেখা যায়, সে বহুপুত্রকন্যাবান্ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

(বৃহৎ সংহিতামতে)

পুরুষলক্ষণ

উন্মানমানগতি-সন্ধিসারবর্ণ স্নেহস্বর-প্রকৃতিসত্ত্বমনূকমাদৌ।
ক্ষেত্রং মৃজাং চ বিধিবৎ কুশলোঽবলোক্য।
সামুদ্রবিদ্বদতি যাতমনাগতং চ॥

বিচক্ষণ সামুদ্রিকশাস্ত্রবিৎ দৈবজ্ঞ প্রথমে মানবের দেহের ক্ষেত্র, মৃজা অর্থাৎ লাবণ্য, স্বর, বল, সন্ধি, স্নেহ, বর্ণ, মুখের আকার, উচ্চতা পরিমাণ, প্রকৃতি ও গতি এই সমস্ত বিশেষ প্রকারে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাহার অতীতও অনাগত শুভাশুভ ঘটনা কহিবে।

অস্বেদিনৌ মৃদুতলৌ কমলোদরাভৌ
শ্লিষ্টাঙ্গুলি রুচিরতাম্রনখৌ সুপার্ষ্ণী।
উষ্ণৌ শিরাবিরহিতৌ সুনিগূঢ়গুল্ফৌ
কূর্ম্মোন্নতৌ চ চরণৌ মনুজেশ্বরস্য॥

যে ব্যক্তির চরণ স্বেদহীন, মৃদুতলযুক্ত, কমলোদর তুল্য প্রভাবিশিষ্ট, অঙ্গুলী সকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট, নখ সুন্দর ও রক্তবর্ণ, পার্ষ্ণিদেশ মনোহর, নিরন্তর উষ্ণ, শিরাহীন, গুল্ফ অপ্রকাশিত এবং যে ব্যক্তির চরণ কূর্ম্মের ন্যায় উচ্চ, সেই ব্যক্তি রাজপদ প্রাপ্ত হয়।

শূর্পাকারৌ বিরূক্ষপাণ্ডুরনখৌ বক্রৌ শিরাসন্ততৌ
সংশুষ্কৌ বিরলাঙ্গুলী চ চরণৌ দারিদ্র্যদুঃখপ্রদৌ।
মার্গায়োৎকটকৌ কষায়সদৃশৌ বংশস্য বিচ্ছিত্তিদৌ
ব্রহ্মঘ্নৌ পরিপক্কমৃদ্দ্যুতিতলৌ পীতাবগম্যারতৌ॥

যে ব্যক্তির পদদ্বয় সর্পের ন্যায়, শিরাময়, বক্র, শুষ্ক, বিরলাঙ্গুলীবিশিষ্ট এবং পদনখ সকল রুক্ষ ও পাণ্ডুর, সে ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া যারপর নাই কষ্ট প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তির পদ বৃহৎ, সে অধিক দূর পথ গমন করে। যাহার পদযুগল কষায়বর্ণ, সে নির্ব্বংশ হয়, চরণতলে মৃত্তিকাবৎ বর্ণযুক্ত হইলে সে ব্রহ্মঘাতী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির চরণতল পীতবর্ণ, সে অগম্যা রমণীতে আসক্ত হয়।

প্রবিরলতনুরোমবৃত্তজঙ্ঘা দ্বিরদকরপ্রতিমৈর্ব্বরোরুভিশ্চ।
উপচিতসমজানবশ্চ ভূপা ধনরহিতাঃ শ্বশৃগালতুল্যজঙ্ঘাঃ॥

যে ব্যক্তির জঙ্ঘা বিরল, অল্পমাত্র রোমে আবৃত ও বৃত্তাকৃতি, যে ব্যক্তির উরু গজশুণ্ডাকার এবং জানু বৃহৎ ও পরস্পরের সমান, সে রাজ-

পদ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তির জঙ্ঘা কুকুর বা শৃগালের জঙ্ঘা তুল্য, সে ব্যক্তি নির্ধন হইয়া থাকে।

রোমৈকৈকং কূপকে পার্থিবানাং
দ্বে দ্বে স্তেয়ে পণ্ডিতশ্রোত্রিয়াণাং।
ত্র্যাদ্যৈর্নিঃস্বা মানবা দুঃখভাজঃ
কেশাশ্চৈবং নিন্দিতাঃ পূজিতাশ্চ॥

শরীরের অন্তর্গত প্রতি রোমকূপে এক একটি রোম বিদ্যমান থাকিলে সে ব্যক্তি রাজা, দুইটি দুইটি রোম বিদ্যমান থাকিলে পণ্ডিত বা শ্রোত্রিয় এবং তিন তিনটি অথবা তাহার অধিক দৃষ্ট হইলে সেই পুরুষ ধনহীন ও দুঃখভোগী হয়। এই প্রকার নিয়মে মস্তকপ্রদেশে কেশ থাকিলে সে ব্যক্তি ত্রৈলোক্য পূজিত ও নিন্দিত হইয়া থাকে।

নির্ম্মাংসজানুর্ম্রিয়তে প্রবাসে সৌভাগ্যমল্পৈর্বিস্তৃতৈর্দরিদ্রঃ।
স্ত্রৈনির্জ্জিতাশ্চাপি ভবন্তি নিম্নে রাজ্যং সমাংসৈশ্চ মহদ্ভিরায়ুঃ॥

যে ব্যক্তির জানু মাংসহীন, বিদেশে তাহার প্রাণত্যাগ হয়। যাহার জানু খর্ব্ব, সে সৌভাগ্যশালী যাহার বিস্তৃত, সে নির্ধন, যাহার নিম্ন সে স্ত্রৈণ, যাহার মাংসল, সে রাজা এবং যাহার জানু বৃহৎ, সে দীর্ঘজীবী হয়।

লিঙ্গেঽল্পৈর্ধনবানপত্যরহিতঃ স্থূলে বিহীনো ধনৈ-
র্মেঢ্রে বামনতে সুতার্থরহিতো বক্রেঽন্যথা পুত্রবান্।
দারিদ্র্যং বিনতে ত্বধোঽল্পতনয়ো লিঙ্গে শিরাশন্ততে।
স্থূলগ্রন্থিযুতে সুখী মৃদু করোঽন্তাস্তং প্রমেহাদিভিঃ॥
কোষনিগূঢৈর্ভূপা দীর্ঘৈর্ভগ্নৈশ্চ বিত্তপরিহীনাঃ।
ঋজুবৃত্তশেফসো লঘুশিরালশিশ্নাশ্চ ধনবন্তঃ।
জলমৃত্যুরেকবৃষণো বিষমৈঃ স্ত্রীচঞ্চলঃ সমৈঃ ক্ষিতিপঃ।

হ্রস্বায়ুশ্চোদ্বদ্ধৈঃ প্রলম্ববৃষণস্য শতমায়ুঃ ।
রক্তৈরাঢ্যা মনিভিনি দ্রব্যাঃ পাণ্ডুরৈশ্চ মলিনৈশ্চ ।
সুখিনঃ সশব্দমূত্রা নিঃস্বাঃ নিঃশব্দধারাশ্চ ।
দ্বিত্রিচতুর্দ্ধারাভিঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তবলিমূত্রাভিঃ ।
পৃথ্বীপতয়ো জ্ঞেয়া বিকীর্ণমূত্রাশ্চ ধনহীনাঃ ॥

যে ব্যক্তির মূত্র দুই, তিন কিম্বা চারিধার ও দক্ষিণাবর্ত্তভাবেনিপতিত হয়, সে রাজ্যাধিপতি হইয়া থাকে। যাহার মূত্র বিকীর্ণভাবে নিপতিত হয়, সে নির্দ্ধন হয়।

সমবক্ষসোঽর্থবন্তঃ পীনৈঃ সুয়াস্তকিঞ্চনাস্তনুভিঃ ।
বিষমং বক্ষো যেষাং তে নিঃস্বাঃ শস্ত্রনিধনাশ্চ ॥

যাহার বক্ষঃ সমান, সে অর্থবান্, যাহার ক্ষুদ্র, সে ধনহীন এবং যাহার বক্ষঃস্থল অসমান, সে দরিদ্র হয় আর শরাঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

বিষমৈর্ব্বিষমো জত্রুগিরর্থবিহীনোঽস্থিসন্ধিপরিণদ্ধৈঃ ॥
উন্নতজত্রুর্ভোগী নিম্নৈর্নিঃস্বোঽর্থবান্ পীনৈঃ ॥

যাহার জত্রু অসমান, সে দুঃশীল হয়। যাহার অস্থিসন্ধি বৃহৎ, সে দরিদ্র হইয়া থাকে। যাহার জত্রু উচ্চ, সে ভোগী, যাহার নিম্ন, সে নির্দ্ধন এবং যাহার জত্রু স্থূল সে অর্থশালী হয়।

চিপিটগ্রীবো নিঃস্বঃ শুষ্কা সশিরা চ যস্য বা গ্রীবা ।
মহিষগ্রীবঃ শূরঃ শস্ত্রান্তো বৃষসমগ্রীবঃ ॥

যদি গ্রীবা চিপিট, শুষ্ক ও শিরাব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে ধনহীন হইয়া থাকে, যে ব্যক্তির গ্রীবা মহিষের গ্রীবার ন্যায় সে মহাবলিষ্ঠ হয় আর যে ব্যক্তির গ্রীবা বৃষের গ্রীবার ন্যায় অস্ত্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

কম্বুগ্রীবো রাজা প্রলম্বকণ্ঠঃ প্রভক্ষণো ভবতি।
পৃষ্ঠমভগ্নমরোমশমর্থবতামশুভদমতোঽন্যৎ॥

যাহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায়, সে রাজা এবং যাহার কণ্ঠ লম্বিত, সে বহু ভোগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির পৃষ্ঠ অভগ্ন ও রোমহীন, সে অর্থশালী হয়, যদি ইহার বিপরীত হয় তাহা হইলে অমঙ্গলের কারণ জানিবে।

অস্বেদনপীনোন্নতসুগন্ধিসমরোমসঙ্কুলাঃ কক্ষাঃ।
বিজ্ঞাতব্যা ধনিনামতোঽন্যথার্থৈর্বিহীনানাং॥

যাহার কক্ষ স্বেদহীন, পীনোন্নত, সুগন্ধপূর্ণ, সমান ও রোমাবৃত সে অর্থশালী হয়, ইহার বিপরীত হইলেই সে নির্ধন হইবে।

নির্ম্মাংসৌ রোমচিতৌ ভগ্নাবল্পৌ চ নির্ধনস্যাংসৌ।
বিপুলাবপ্যুন্নতৌ সুশ্লিষ্টৌ সৌখ্যবীর্য্যবতাং॥

যে ব্যক্তির স্কন্ধযুগল মাংসশূন্য, রোমময়, ভগ্ন, ক্ষুদ্র, সে নির্ধন হয়, আর উহা বিস্তৃত, উন্নত ও সংশ্লিষ্ট হইলে সে ব্যক্তি সুখে ও পরাক্রমের সহিত বাস করে।

করিকরসদৃশৌ বৃত্তাবাজানুলম্বিনৌ সমৌ পীনৌ।
বাহূ পৃথিবীশানামধমানাং রোমশৌ হ্রস্বৌ॥

যে ব্যক্তির বাহুদ্বয় গোলাকৃতি, গজশুণ্ডাকার, পরস্পর সমান, স্থূল ও আজানু লম্বমান, সে নৃপতিপদ প্রাপ্ত হয়; আর উহা হ্রস্ব এবং রোমময় হইলে সে নরাধম হইয়া থাকে।

হস্তাঙ্গুলয়ো দীর্ঘাশ্চিরায়ুষামবলিতাশ্চ সুভগানাং।
মেধাবিনাং চ সূক্ষ্মাশ্চিপিটাঃ পরকর্ম্মনিরতানাং॥

যে ব্যক্তির হস্তের অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ, সে বহুদিন জীবিত থাকে। হস্তের

হস্তের অঙ্গুলী যদি বলিশূন্য হয়, তবে সে ব্যক্তি ভোগবান্, যদি স্থূল হয়, তবে সে মেধাবী আর উহা চিপিট হইলে সে ব্যক্তি পরের কিঙ্কর হইয়া থাকে।

স্থূলাভির্ধনরহিতা বহির্নতাভিশ্চ শস্ত্রনির্যানাঃ।
কপিসদৃশকরা ধনিনো ব্যাঘ্রোপমপাণয়ঃ পাপাঃ।

যে ব্যক্তির হস্তের অঙ্গুলী সকল স্থূল, সে দরিদ্র হয়। যাহার অঙ্গুলীর অগ্রপ্রদেশ নত, অস্ত্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির হস্ত কপি হস্ত সদৃশ, সে ধনবান্ এবং যে ব্যক্তির হস্ত ব্যাঘ্রের হস্তের ন্যায়, সে পাপিষ্ঠ হইয়া থাকে।

মণিবন্ধৈর্নিগূঢ়ৈশ্চ সুশ্লিষ্টসন্ধিভির্ভূপাঃ।
হীনৈর্হস্তচ্ছেদঃ শ্লথৈঃ সশব্দশ্চ নির্দ্রব্যাঃ॥

যে ব্যক্তির মণিবন্ধ অপ্রকাশিত কঠিন ও যে ব্যক্তির সন্ধিস্থান সংশ্লিষ্ট সে নৃপতিপদ প্রাপ্ত হয়। যদি ইহার বিপরীত হয় আর মণিবন্ধের সন্ধিস্থল শিথিল হয়, তাহা হইলে অস্ত্রপ্রহারে তাহার হস্ত ছেদিত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তির মণিবন্ধে হঠাৎ শব্দ সমুত্থিত হয়, সে ধনহীন হয়।

পিতৃবিত্তেন বিহীনা ভবন্তি নিম্নে করতলেন নরাঃ।
সংবৃত্ত নিম্নৈর্ধনিনঃ প্রোত্তানকরাশ্চ দাতারঃ॥

যে সকল ব্যক্তির হস্ততল নিম্ন, সে ব্যক্তি পৈতৃক ধনে বঞ্চিত হয়, আর যাহার করতল গোলাকৃতি ও নিম্ন সে ধনবান্ হয় এবং যাহার করতল উচ্চ সে দানশীল হইয়া থাকে।

একৈব মূত্রধারা বলিতা রূপপ্রধানস্তদাত্রী।
স্নিগ্ধোন্নতসমমণয়ো ধনবলিতারত্নভোক্তারঃ॥
মণিভিশ্চ মধ্যানিম্নৈঃ কন্যাপিতরো ভবন্তি নিঃস্বাশ্চ।
বহুপশুভাজো মধ্যোন্নতৈশ্চ নাত্যুল্বণৈর্ধনিনঃ।

পরিশুষ্কবস্তিশীর্ষৈধনরহিতা দুর্ভাগাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ।
কুসুমসমগন্ধশুক্রা বিজ্ঞাতব্যা মহীপালাঃ।
মধুগন্ধে বহুবিত্তা মৎস্যগন্ধে বহূন্যপত্যানি।
তনুশুক্রঃ স্ত্রীজনকো মাংসসগন্ধো মহাভোগী।
মদিরাগন্ধো যজ্ঞাক্ষারসগন্ধে চ রেতসি দরিদ্রঃ।
শীঘ্রং মৈথুনগামী দীর্ঘায়ুরতোঽন্যথাল্পায়ুঃ।
নিঃস্বোতিস্থূলস্ফিক্ সমাংসলস্ফিক্ সুখান্বিতো ভবতি।
রোগী মধ্যমস্ফিগ্মণ্ডুস্ফগ্নরাধিপতিঃ॥

যে ব্যক্তির নিতম্ব স্থূল, সে ধনহীন হয়, যাহার নিতম্ব মাংসল, সে সুখী হইয়া থাকে, যাহার নিতম্ব মধ্যবিধ সে পীড়িত হয়, আর যাহার নিতম্ব মণ্ডুকের ন্যায় সে নৃপতিপদ প্রাপ্ত হয়।

সিংহকটির্মনুজেন্দ্রঃ কপিকরভকটিধনৈঃ পরিত্যক্তঃ।
সমজঠরা ভোগযুতা ঘটপিঠরনিভোদরা নিঃস্বাঃ॥

যে ব্যক্তির কটিদেশ সিংহের কটি-সদৃশ, সে রাজা, যাহার কটি কপিকটি কিম্বা উষ্ট্রশিশুর কটির সদৃশ, সে নির্ধন হয়। যাহার উদর সমান, সে, ভোগী আর যাহার উদর ঘটের ন্যায়, সে দরিদ্র হয়।

অবিকলপার্শ্বা ধনিনো নিম্নৈর্বক্রৈশ্চ ভোগসন্ত্যক্তাঃ।
সমকুক্ষা ভোগাঢ্যা নিম্নভির্ভোগপরিহীনাঃ॥
উন্নতকুক্ষাঃ ক্ষিতিপাঃ কুটিলাঃ স্যুর্মানবা বিষমকুক্ষাঃ।
সর্পোদরা দরিদ্রা ভবন্তি বহ্বাশিনশ্চৈব॥

যদি পার্শ্বদেশ অবিকল হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ধনবান্ হয়, কুক্ষি বক্র হইলে সে ভোগহীন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির কুক্ষি সমান, সে

ভোগী যাহার কুক্ষি নিম্ন, সে ভোগহীন, যাহার উচ্চ, সে রাজা এবং যাহার কুক্ষি বিষম, সে কুটিল হয়। যদি জঠর সর্পের জঠরের ন্যায় হয়, তবে সে দুঃখী ও বহুভোক্তা হইয়া থাকে।

পরিমণ্ডলোন্নতাভির্বিস্তীর্ণাভিশ্চ নাভিভিঃ সুখিনঃ।
স্বল্পা ত্বদৃশ্যানিম্না নাভিঃ ক্লেশাবহা ভবতি॥

যে ব্যক্তির নাভি বিস্তৃত ও চতুর্দ্দিকে উচ্চ, সে সুখী হয়, আর যাহার নাভি ক্ষুদ্র, অদৃশ্য ও নিম্ন সে দুঃখী হইয়া থাকে।

বলিমধ্যগতা বিষমা স্থূলাবাধং করোতি নৈঃস্ব্যঞ্চ।
শাঠ্যং বামাবর্ত্তা করোতি মেধাং প্রদক্ষিণতঃ॥

যে ব্যক্তির নাভি বলিমধ্যগত ও বিষম, সে শূলরোগ ও দারিদ্র দ্বারা আক্রান্ত হয়। যে ব্যক্তির নাভি বামাবর্ত্ত, সে শঠ ও যাহার দক্ষিণাবর্ত্ত, সে মেধাশীল হইয়া থাকে।

পার্শ্বায়তা চিরায়ুষমুপরিষ্টাচ্চেশ্বরং গ [illegible] মধঃ।
শতপত্রকর্ণিকাভা নাভির্ম্মনুজেশ্বরং কু [illegible]॥

যদি নাভি দুই পার্শ্বে বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে [illegible] ব্যক্তি বহুদিন জীবিত থাকে। উহা উপরিভাগে তির্য্যক্‌রূপে বিস্তৃ[illegible] লে গোগণশালী হয়, যদি নাভির বর্ণ পদ্মপত্রের ন্যায় হয়, তাহা [illegible] সে নৃপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শস্ত্রান্তং স্ত্রীভোগিনমাচার্য্যং বহুসুতং যথাসংখ্যং।
একদ্বিত্রিচতুর্ভির্বলিভির্বিন্দ্যান্নৃপং ত্ববলিম্॥

যে ব্যক্তির নাভিপ্রদেশে একটি বলি দৃষ্ট হয়, শরাঘাতে তাহার মরণ হয়, যদি বলিদ্বয় দেখা যায়, তবে স্ত্রী ভোগী হয়। ঐ প্রকার তিনটি বলি

থাকিলে উপাধ্যায়, আর চারটি বলি থাকিলে বহুপুত্রবান্ হয়। যে ব্যক্তির নাভিতে একটি বলিও না থাকে, সে রাজপদ লাভ করে।

বিষমবলয়ো মনুষ্যা ভবন্ত্যগম্যাভিগামিনঃ পাপাঃ।
ঋজুবলয়ঃ সুখভাজঃ পরদারদ্বেষিণশ্চৈব ॥

যদি বলি বিষম হয়, তাহা হইলে সে পাপিষ্ঠ ও অগম্যাগামী হয়, আর উহা সরল হইলে সুখী ও পরনারীদ্বেষী হইয়া থাকে।

মাংসলমৃদুভিঃ পার্শ্বৈঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তরোমভির্ভূপাঃ।
বিপরীতৈর্নির্দ্রব্যাঃ সুখপরিহীনাঃ পরপ্রেষ্যা ॥

যাহার পার্শ্ব মাংসল, কোমল ও দক্ষিণাবর্ত্ত রোমে আবৃত সে নৃপতিত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ইহার বিপরীত হইলে ধনহীন, দুঃখী ও পরের দাস হয়।

সুভগা ভবন্ত্যনুদ্বদ্ধচুচুকা নির্ধনা বিষমদীর্ঘৈঃ।
পীনোপচিতনিমগ্নৈঃ ক্ষিতিপতয়শ্চচুকৈঃ সুখিনঃ ॥

যাহার স্তনের বোঁটা অনুচ্চ, সে সৌভাগ্যশালী হয়। উহা অসমান ও দীর্ঘ হইলে ধনহীন আর উন্নত, স্থূল ও নিমগ্ন হইলে নৃপতি ও সুখী হয়।

হৃদয়ং সমুন্নতং পৃথুলমাংসলঞ্চ নৃপতীনাং।
অধমানাং বিপরীতং খররোমচিতং শিরালঞ্চ।

যে ব্যক্তির বক্ষঃ উচ্চ, বিস্তৃত ও মাংসল, সে নৃপতি পদলাভ করে, আর যাহার বক্ষঃস্থল কর্কশ, রোমপূর্ণ ও শিরাময়, সে নরাধম হয়।

বিষমৈশ্চ পাপা নিঃস্বশ্চ করতলৈরীশ্বরাস্তু লাক্ষাভৈঃ।
পীতৈরগম্যবনিতাভিগামিনো নির্ধনা রূক্ষৈঃ ॥

যে ব্যক্তির করতলদ্বয় অসমান, সে পাপাত্মা ও দরিদ্র হয়। যে ব্যক্তির করতল লাক্ষার তুল্য রক্তবর্ণ, সে ধনবান্, যাহার পীতবর্ণ, সে অগম্যা-নারীগামী এবং যাহার করতল রূক্ষ সে নির্ধন হয়।

তুষসদৃশনখাঃ ক্লীবাশ্চিপিটৈঃস্ফুটিতৈশ্চ বিত্তসন্ত্যক্তাঃ
কুনখবিবর্ণৈঃ পরতর্কুকাশ্চ তাম্রৈশ্চ ভূপতয়ঃ ॥

যে ব্যক্তির নখ সকল তুষের ন্যায়, সে নপুংসক হয়। যে ব্যক্তির চিপিট অথবা স্ফুটিত, সে নির্ধন, যে ব্যক্তির নখ বিবর্ণ ও কুৎসিত সে পরিতর্ক, আর যে ব্যক্তির নখ সকল লোহিতবর্ণ সে নরপতি হয়।

অঙ্গুষ্ঠযবৈরাঢ্যঃ সুতবন্তোঽঙ্গুষ্ঠমূলজৈশ্চ যবঃ।
দীর্ঘাঙ্গুলিপর্ব্বানঃ সুভগা দীর্ঘায়ুষশ্চৈব ॥

যাহার অঙ্গুষ্ঠে যবরেখা বিদ্যমান থাকে, সে ব্যক্তি ধনবান্, আর যাহার অঙ্গুষ্ঠের মূলে যবরেখা দেখা যায়, সে ব্যক্তি বহুপুত্রশালী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির অঙ্গুলীর পর্ব্বসকল দীর্ঘ, সে ভাগ্যবান্ ও দীর্ঘজীবী হয়।

স্নিগ্ধা নিলা রেখা ধনিনাং তদ্ব্যত্যয়েন নিঃস্বানাং।
বিরলাঙ্গুলয়ো নিঃস্বা ধনসঞ্চয়িনো ঘনাঙ্গুলয়ঃ ॥

যে ব্যক্তির হস্তে চিক্কণ ও গভীর রেখা দৃষ্ট হয়, সে ধনবান্ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির হস্তে ঐ প্রকার রেখা দেখা না যায়, সে দরিদ্র হয়। যে ব্যক্তির অঙ্গুলীসমূহ বিরল সে নির্ধন আর যাহার অঙ্গুলী পরস্পর সংলগ্ন, সে ধনী হয়।

রেখাঃ প্রদেশিনীগাঃ শরায়ুষাং কল্পনীয়মূনাভিং।
ছিন্নাভির্দ্রুমপতনং বহুরেখারেখিণো নিঃস্বাঃ ॥

যে ব্যক্তির করতলে রেখা ঊর্দ্ধগামী হইয়া প্রদেশিনী পর্যান্ত গমন করে, তাহার পরমায়ুঃ এক শতবৎসর জানিবে। যদি ঐ রেখা ন্যূন হয়, তাহা হইলে পরমায়ুরও ন্যূনতা বুঝিতে হয়। উক্ত রেখা ছিন্ন হইলে বৃক্ষ হইতে তাহার পতন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির করে বহুরেখা দেখা যায় কিম্বা একটিও রেখা না থাকে, সে নির্ধন হয় সন্দেহ নাই।

বাপীদেবগৃহাদ্যৈর্ধর্ম্মং কুর্ব্বন্তি চ ত্রিকোণাভি।
অঙ্গুষ্ঠমূলরেখাঃ পুত্রাঃ স্যুর্দ্দারিকাঃ সূক্ষ্মাঃ ॥

যাহার করতলে পুষ্করিণী, মন্দির ও ত্রিকোণাকৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠের মূলে যতগুলি রেখা থাকে, তন্মধ্যস্থ বৃহৎ রেখাগুলি পুত্র ও ক্ষুদ্রগুলি কন্যাসূচক।

তিস্রো রেখা মণিবন্ধোত্থিতাঃ করতলোপগা নৃপতেঃ।
মীনযুগাঙ্কিতপাণির্নিত্যমন্নপ্রদো ভবতি ॥

যে ব্যক্তির মণিবন্ধ হইতে রেখাত্রয় সমুত্থিত হইয়া করতল যাবৎ গমন করে, সে নরপতি হয়, আর করে দুইটি মীনচিহ্ন লক্ষিত হইলে সে প্রত্যহ বহুব্যক্তিকে অন্নদান করে।

বজ্রাকারা ধনিনাং বিদ্যাভাজাং তু মীনপুচ্ছনিভাঃ।
শঙ্খাতপত্রশিবিকাগজাশ্বপদ্মোপমা নৃপতেঃ ॥

যে ব্যক্তির করতলে বজ্রচিহ্ন থাকে, সে ধনবান্, যাহার হস্তে মীনপুচ্ছ চিহ্ন দেখা যায়, সে বিদ্যাবিশারদ আর যাহার হস্তে শঙ্খ, ছত্র, শিবিকা, হস্তী ঘোটক ও পদ্মচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি নরপতিপদ প্রাপ্ত হয়।

কলসমৃণালপতাকাঙ্কুশোপমাভির্ভবন্তি নিধিপালাঃ।
দামনিভাভিশ্চাঢ্যাঃ স্বস্তিকরূপাভিরৈশ্বর্য্যম্ ॥

যাহার করতলে কলস, মৃণাল, পতাকা, অঙ্কুশ, রজ্জু ও স্বস্তিকচিহ্ন থাকে, সে নৃপতিপদ প্রাপ্ত হয়।

চক্রাসিপরশুতোমরশক্তিধনুঃকুন্তসন্নিভা রেখাঃ।
কুর্ব্বন্তি চমূনাথং যজ্বানমুদুখলাকারাঃ ॥

যে ব্যক্তির করতলে চক্র, অসি, তোমর, পরশু, শক্তি, ধনু ও কুন্তচিহ্ন

দৃষ্ট হয়, সে সৈন্যাধ্যক্ষ হয়, আর উদূখলচিহ্ন লক্ষিত হইলে সে যাজ্ঞিক হইয়া থাকে।

মকরধ্বজগোষ্ঠাগারসমন্নিভাভিমহাধনোপেতাঃ।
বেদীনিভেন চৈবাগ্নিহোত্রিণো ব্রহ্মতীর্থেন॥

যাহার করতলে কলস, মৃণাল, ধ্বজ, গোষ্ঠ ও গৃহাকার চিহ্ন দেখা যায়, সে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়, আর যাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে বেদি-চিহ্ন থাকে, সে অগ্নিহোত্রী হয় সন্দেহ নাই।



(৫নং চিত্র)

পঞ্চম অধ্যায়।

নারীলক্ষণ

বিবিধ করচিহ্ন-

মৃদু মধ্যোন্নতং রক্তং তলং পাণ্যোররন্ধ্রকং ।

প্রশস্তং শস্তরেখাঢ্যং অল্পরেখাং শুভপ্রদাং ॥

যে রমণীর করতল মৃদু, লোহিতবর্ণ, ছিদ্রশূন্য, অল্পরেখা দ্বারা সমলঙ্কৃত, প্রশস্ত রেখাবিশিষ্ট, প্রশস্ত ও মধ্যস্থলে উন্নত, সেই নারী সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকে।

* নারীর করতলে কতকগুলি চিহ্ন বিষময় ফল প্রদান করে—

১। কবন্ধ :—সম্মোহন শক্তিসম্পন্না যে কোন পুরুষকে বশ, বাধ্য করিতে পারে।

২। খড়্গ :—বিভেদ বুদ্ধি সম্পন্না নারী গৃহে নিত্য অশান্তি সৃষ্টি করে।

বিধবা বহুরেখেণ বিরেখেণ দরিদ্রিণী।
ভিক্ষুকী সুশিরাঢ্যেন নারী করতলেন বৈ॥

যে রমণীর হস্ততলে বহুসংখ্যক রেখা দৃষ্ট হয়, সেই নারী বিধবা হইয়া থাকে। যে নারীর করতলে নির্দ্দিষ্ট রেখাসমূহ দৃষ্ট না হয়, সেই নারীকে চিরদিন দুঃখ ভোগ করিতে হইয়া থাকে। শিরা বিদ্যমান থাকিলে সেই রমণী ভিক্ষুকী হয়।

৩। ত্রিশূল :—ভৈরবী, বিনাশী, উদাসীন ও অলস ও নেশায় আসক্ত হয়। সম্ভোগে আসক্তি থাকে কিন্তু পুরুষকে পীড়ন করে, ঘৃণা করে, বিপদগ্রস্ত করে প্রবাসে সম্ভ্রম রক্ষা অসম্ভব হয়।

৪। বাণ :—প্রণয়, কুশলে, নিরহীর দুঃখে দুর্দ্দশায় সুখী হয়, স্থায়ী প্রণয় কাহার সহিত হয় না।

৫। মন্দিরচিহ্ন :—শুচিতাবাইগ্রস্থ।

৬। বজ্রচিহ্ন :—আঘাত করে প্রতিবাদ অসহ্য, বিপ্লবীমন সংস্কারকে তুচ্ছ করে। পুরুষ শক্তিসম্পন্ন ওষ্ঠ রোমপূর্ণ স্বাধীন প্রকৃতি।

৭। চক্রচিহ্ন :—মায়াময়ী, ব্যক্তিত্ব বুঝা কঠিন। প্রণয় সম্বন্ধে বলা অপেক্ষা শুনিতে ভালবাসে। উল্লাস থাকে না আদর্শ হীন কর্ম্ম করে। হিতাহিত চিন্তা করে না।

৮। অঙ্গুলীপর্ব্বে যবচিহ্ন নারীকে জটিল ও অবুঝ করে। করতলে ধনুচিহ্ন স্বার্থপর পরশ্রী কাতর এবং স্বামী পুত্র ছাড়া কর্ত্তব্য হীনা করে। বৃদ্ধাঙ্গুলীর মধ্যাকরে যব থাকি[illegible] জেদী প্রকৃতি। তর্জ্জনীতে যব থাকিলে প্রাধান্য বিস্তার করে। মধ্যমাতে যব থাকিলে অ[illegible]র্ম্ম অবনতিকারক হয়। অনামিকাতে যব থাকিলে যে কোন শুভকর্ম্মে বিঘ্ন সমুপস্থিত হয়। কনিষ্ঠায় যব থাকিলে অর্থশোষণের গুণ থাকে। কৃপণ হয়।

৯। সর্পচিহ্ন থাকিলে সন্তানের যশ ও সম্মানেও হিংসা করে। জীবনে কোথাও কাহারো সহিত বনিবনা হয় না। উপযাচক হইয়া পরের গৃহে যায় ও কলহের উপকরণ যোগায়।

মৎস্যেন সুভগা নারী স্বস্তিকেন চ সুপ্রজা ।
পদ্মেন ভূপতেঃ পত্নী জনয়েৎ ভূপতিং সুতং ॥

যদি রমণীর করতলে মীনরেখা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই নারী সুভগা, স্বস্তিকচিহ্ন থাকিলে উৎকৃষ্ট কুলপাবন সন্তানবতী এবং পদ্মচিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে সেই নারী রাজমহিষী হয়, আর তাহার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সেই পুত্রও নৃপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকে।

চক্রবর্ত্তিস্ত্রিয়াঃ পাণৌ নন্দ্যাবর্ত্ত প্রাদক্ষিণঃ ।
শঙ্খাতপত্রকমঠাঃ রাজমাতৃত্বসূচকাঃ ॥

যে নারীর হস্ততলে দক্ষিণাবর্ত্ত মণ্ডল দৃষ্ট হয়, সেই রমণী রাজচক্রবর্ত্তীর রাণী হইয়া থাকে, কিম্বা স্বয়ং সে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হয়। যে নারীর হস্ততলে শঙ্খ, ছত্র ও কমঠচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে রাজ জননী হয়।

যস্যাঃ পাণিতলে রেখা প্রাকারতোরণং ভবেৎ ।
অপি দাসকুলে জাতাঃ রাজ্ঞিত্বমধিগচ্ছতি ॥

যে স্ত্রীর হস্ততলে প্রাকার ও তোরণচিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই নারী দাসকুলে সমুৎপন্ন হইলে ও রাজমহিষী হয়।

কৃষীবলস্য পত্নী স্যাচ্ছকটেন যুগেন বা ।
চামরাঙ্কুশকোদণ্ডৈ রাজপত্নী ভবেদ্ ধ্রুবং ॥

যে রমণীর করতলে চামর, অঙ্কুশ কিম্বা ধনুচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সেই রমণী রাজার মহিষী হয়, আর যে রমণীর হস্ততলে শকটচিহ্ন কিম্বা যুগচিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই নারী কৃষিজীবীর পত্নী হইয়া থাকে।

অঙ্কুশং কুণ্ডলং চক্রং যস্যাঃ পাণিতলে ভবেৎ ।
পুত্রং প্রসূয়তে নারী নরেন্দ্রং লভতে পতিং ॥

যে রমণীর হস্ততলে অঙ্কুশ, কুণ্ডল ও চক্রচিহ্ন লক্ষিত হয়, সে নৃপতিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হয় এবং তদীয় পুত্র পরম সুন্দর হইয়া থাকে।

অঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধাগত্য রেখা যাতি কনিষ্ঠিকাং।
যদি স্যাৎ পতিহন্ত্রী সা দূরতস্তাং ত্যজেৎ সুধীঃ॥

যে রমণীর অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর মূলদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া একটা রেখা কনিষ্ঠার মূলদেশ পর্য্যন্ত যায়, সেই স্ত্রী স্বামীঘাতিনী হইয়া থাকে। তাদৃশী নারীকে পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অল্পায়ুষে লঘুচ্ছিন্না দীর্ঘচ্ছিন্না মহায়ুষে।
শুভন্তু লক্ষণং স্ত্রীণাং প্রোক্তন্ত্বশুভমন্যথা॥

যে ব্যক্তির অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর অধোদিকে রেখা অল্প অল্প ছিন্নভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে, সে অল্পদিনের মধ্যে কালগ্রাসে নিপতিত হয়, আর ঐ রেখা দীর্ঘভাবে ছিন্নভিন্ন থাকিলে সে ব্যক্তি বহুদিন জীবিত থাকে। নারীজাতির হস্তে ঐ রেখা দৃষ্ট হইলে শুভ হয়, কিন্তু ঐ রেখা না থাকিলে সেই নারীর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

বাজিকুঞ্জরশ্রীবৃক্ষ-যূপেষুযবতোমরৈঃ।
ধ্বজচামরমালাভিঃ শৈলকুণ্ডলবেদিভিঃ।
শঙ্খাতপত্রপদ্মৈশ্চ মৎস্যস্বস্তিকসদ্রথৈঃ।
লক্ষণৈরঙ্কুশাদ্যৈশ্চ স্ত্রিয়ঃ স্যুরাজবল্লভাঃ॥

যে নারীর করতলে বা পদতলে হস্তী, ঘোটক, বিল্ববৃক্ষ, যূপ, শর, যব, তোমর, ধ্বজ, চামর, মালা, ক্ষুদ্র, শৈল, কর্ণালঙ্কার, বেদী, শঙ্খ, ছত্র, পদ্ম, মৎস্য, স্বস্তিক, চতুষ্পদ, উৎকৃষ্ট রথ, অঙ্কুশ* ইত্যাদির

* চিহ্নগুলি প্রথম চিত্রে (রাশিচক্র সম্বলিত করচিত্রে দ্বাদশরাশির নিম্নে একটী বৃত্ত অঙ্কন করিয়া দেওয়া হইয়াছে)।

যে কোন চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সেই নারী রাজার প্রিয়তমা হয় সন্দেহ নাই।

ত্রিশূলাসিগদাশক্তিদুন্দুভ্যাকৃতিরেখয়া।
নতস্বিনী কীৰ্ত্তিমতী করেণ পৃথিবীতলে॥

যে স্ত্রীর হস্ততলে ত্রিশূল, খড়্গ, শক্তি অথবা দুন্দুভিচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সেই নারী পৃথিবীতলে কীর্ত্তিশালিনী হয়।

অঙ্কুশং কুণ্ডলং যানং যস্যাঃ পানিতলে ভবেৎ।
দীর্ঘায়ুষং পতিং প্রাপ্য পুত্ৰবৃদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং॥

যে নারীর হস্ততলে অঙ্কুশ, কুণ্ডল ও যানচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, সেই নারীর পতি বহুকাল জীবিত থাকে, আর সে বহুসংখ্যক সন্তানের জননী হয়।

বিধবা বহুরেখেন বিরেখেন দরিদ্রিণী।
ভিক্ষুকী সুশিরাঢ্যেন নারী করতলেন বৈ॥

যে নারীর হস্ততলে বহুসংখ্যক রেখা বিদ্যমান থাকে, সে পতিহীনা হয়, যাহার হস্তে নির্দ্দিষ্ট রেখা মাত্র দৃষ্ট হয় না, সেই রমণী দরিদ্রা হইয়া থাকে, আর যাহার করতলে শিরা দৃষ্ট হয়, সে ভিক্ষুক হয় সন্দেহ নাই।*

তুলামানাকৃতী রেখা বণিকপত্নীত্বহেতুকা।
গজবাজিবৃষাকারা করে বামে মৃগীদৃশাং॥

যে নারীর হস্ততলে তুলাদণ্ডাকার চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, আর

* পশুচিহ্নগুলি মানুষকে পশুসুলভ প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি দেয়। অঙ্গ বিশেষের গঠন বিশেষ বিশেষ পশুর অনুরূপ হয়। (জ্যোতিষে যোনিকূট অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মৎপ্রণীত "শিক্ষা ও সাধনা" পুস্তকে স্বরোদয় অধ্যায়ে স্বরের বিচার ও বিকাশ দেখুন।

যাহার হস্ততলে অশ্ব, গজ ও বৃষচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই নারী বণিকের ভার্য্যা হয়।

কঙ্কজম্বুকমণ্ডুকবৃকবৃশ্চিকভোগিনঃ।
রাসভোষ্ট্রবিড়ালাঃ স্যু করস্থ দুঃখদাঃ স্ত্রিয়াঃ।
পাণৌ প্রদক্ষিণাবর্ত্তো ধর্ম্মো বামো ন শোভনঃ॥

যে রমণীর হস্ততলে কঙ্ক, শৃগাল, মণ্ডুক, ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, অহি, রাসভ, উষ্ট্র ও মার্জ্জারচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই নারী পতির দুঃখদায়িনী হইয়া থাকে। নারীজাতির হস্ততলে দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা বিদ্যমান থাকিলে ধর্ম্মপরায়ণা এবং বামাবর্ত্ত রেখা থাকিলে হতভাগ্যা হইয়া থাকে।*

রক্তাব্যক্তা গভীরা চ স্নিগ্ধা পূর্ণা চ বর্ত্তুলা।
কররেখাঙ্গনায়াঃ স্যাচ্ছুভা ভাগ্যানুসারতঃ॥

যে রমণীর হস্ততলের রেখাসমূহ লোহিতবর্ণ, স্পষ্ট, গভীর, সমুজ্জ্বল, পূর্ণ ও বৃত্তাকৃতি হয়, সেই নারী তদীয় ভাগ্যানুসারে সুলক্ষণাবিশিষ্টা হয়।

রেখা প্রাসাদবজ্রাভা সুতে তীর্থকরং সুতং।
কৃষীবলস্য পত্নী স্যাচ্ছকটেন মৃগেণ বা॥

যে রমণীর হস্ততলে বজ্র ও প্রাসাদচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সেই নারী তীর্থকর পুত্র প্রসব করে, আর যাহার হস্তে শকট বা মৃগচিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই নারী কৃষকের নারী হইয়া থাকে।

মৎস্যেন সুভগা নারী স্বস্তিকেন বসুপ্রদা।
পদ্মেন ভূপতেঃ পত্নী জনয়েদ্ ভূপতিং সুতম্॥

---

* লম্বমান রেখাগুলি লঘুচিহ্ন। বিঘ্ন সৃষ্টিকারিউৰ্দ্ধরেখার শক্তিক্ষয়কারী সূক্ষ্ম রেখাগুলি অনুভূতির চিহ্ন।

যে নারীর হস্ততলে মীনচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী স্বস্তিকচিহ্ন দৃষ্ট হইলে বিভব সম্পন্না, আর পদ্মচিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই স্ত্রী রাজমহিষী ও রাজজননী হয়।

যস্যাঃ করতলে রক্তা দীর্ঘরেখা চ দৃশ্যতে।
নৃপতিঞ্চ পতিং প্রাপ্য বহুপুত্রবতী ভবেৎ॥

যে নারীর হস্ততলে লোহিতবর্ণ দীর্ঘ রেখা লক্ষিত হয়, সেই নারী রাজমহিষী ও বহুপুত্রবতী হয় সন্দেহ নাই।

পাণিপাদতলে রেখা তাম্রবর্ণা নখানি চ।
জীববৎসা চিরঞ্জীবিপুত্রপৌত্রসমন্বিতা॥

যে নারীর হস্ততলে ও চরণতলে তাম্রবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয় এবং নখও তাম্রবর্ণ, সেই নারী জীবপুত্রিকা ও দীর্ঘজীবি পুত্রপৌত্রবতী হয়।

যস্যাঃ করতলে পদ্মং পূর্ণকুম্ভং তথৈব চ।
রাজপত্নীত্বমাপ্নোতি পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রবর্দ্ধতে॥

যে রমণীর হস্ততলে পঙ্কজ ও পূর্ণকুম্ভচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই নারী রাজমহিষী ও পুত্রপৌত্রশালিনী হইয়া থাকে।

অনামিকা ভবেচ্ছিন্না সা ভবেৎ কলহপ্রিয়া।
মধ্যমা চ ভবেচ্ছিন্না সা নারী কুটিলা স্মৃতা।
তর্জ্জনী চ ভবেচ্ছিন্না বিধবা সা প্রকীর্ত্তিতা।
কনিষ্ঠা চ ভবেচ্ছিন্না সা নারী দুঃখভাগিনী॥

যে নারীর অনামিকাস্থ রেখাসমূহ ছিন্ন হয় সে কলহপ্রিয়া হইয়া থাকে। এইরূপ যাহার মধ্যমাঙ্গুলীস্থিত রেখা সমূহ ছিন্ন হয়, সে কুটিলা, যাহার তর্জ্জনীস্থ রেখাসমূহ ছিন্ন হয়, সে বিধবা এবং যাহার কনিষ্ঠাস্থ রেখা ছিন্ন হয়, সেই নারী অতিশয় দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে।

বিবিধ পদচিহ্ন

যস্যাঃ করতলে পাদে চোর্দ্ধরেখা চ দৃশ্যতে।
যদি নীচকুলে জাতা রাজপত্নী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

যে রমণীর হস্ততলে ও চরণতলে উর্দ্ধরেখা সকল বিদ্যমান থাকে সেই রমণী নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও রাজমহিষী হয়।

যস্যাঃ পাদতলে রেখা সা ভবেৎ ক্ষিতিপাঙ্গনা।
ভবেদখণ্ডভোগা চ যা মধ্যাঙ্গুলিসঙ্গতা॥

যে রমণীর চরণতলে মধ্যমাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘরেখা সমস্থিত থাকে সেই নারী রাজমহিষী ও অখণ্ড ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া থাকে।

বজ্রাব্জহলচিহ্নঞ্চ দাস্যাঃ পদে সদাস্থিতং।
রাজপত্নী তু সা জ্ঞেয়া রাজভোগপ্রদায়কম্॥

যে নারীর পদে বজ্র, কমল ও হলচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই রমণী দাসী হইলে রাণীর ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় আর প্রত্যহ রাজভোগে তাহার জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকে।

স্নিগ্ধন্নতৌ তাম্রনখৌ নার্য্যশ্চ চরণৌ শুভৌ।
মৎস্যাঙ্কুশাব্জচিহ্নৌ চ চক্রলাঙ্গললক্ষিতৌ॥

যে রমণীর পদদ্বয় স্নেহযুক্ত অর্থাৎ চাকচিক্যশালী, মনোহর, উন্নত ও তাম্রবর্ণ নখবিশিষ্ট আর পদযুগলে মীন, অঙ্কুশ, কমল, চক্র, লাঙ্গল প্রভৃতি চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সেই নারী কল্যাণকারিণী সন্দেহ নাই।

পাণিপদতলে রেখা তাম্রবর্ণা নখানি চ।
জীববৎসা চিরঞ্জীবিপুত্রপৌত্রসমন্বিতা॥

যে রমণীর হস্ততলে চরণতলে তাম্রবর্ণ রেখা বিদ্যমান থাকে আর

যাহার নখসমূহ তাম্রবর্ণ, সেই রমণী জীববৎসা হয় এবং তাহার পুত্রপৌত্রাদি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

স্নিগ্ধাঃ সমুন্নতাস্তাম্রা বৃত্তাঃ পাদনখাঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞিত্বসূচকং স্ত্রীণাং পাদপৃষ্ঠসমুন্নতিঃ॥

যে রমণীর পদের নখসকল স্নিগ্ধ, উন্নত, লোহিতবর্ণ, বর্ত্তুল ও সুদৃশ্য আর যে রমণীর চরণতলের পূর্ব্বভাগ উন্নত, সেই নারী রাজমহিষী হইয়া থাকে।

রাজ্ঞ্যাঃ স্নিগ্ধৌ সমৌ পাদৌ তলৌ তাম্রনখৌ তথা।
শ্লিষ্টাঙ্গুলী চোন্নতাগ্রৌ তাং প্রাপ্য নৃপতির্ভবেৎ।
নিগূঢ়গুল্‌ফোপচিতৌ পদ্মকান্তিতলৌ শুভৌ।
অস্বেচিনৌ মৃদুতলৌ মৎস্যাঙ্কমকরাঙ্কিতৌ।
বজ্রাব্জহলচিহ্নৌ চ রাজ্ঞ্যাঃ পাদৌ ততোন্যথা॥

যে নারীর পদ স্নিগ্ধ ও সমান, নখ লোহিতবর্ণ, অঙ্গুলীসমূহ পরস্পর মিলিত, চরণের অগ্রভাগ সমুন্নত, গুল্‌ফ অপ্রকাশ্য ও প্রশস্ত চরণতল কমলবৎ কমনীয় মৃদু ও স্বেদশূন্য, আর যাহার চরণে মীন, মকর, অঙ্কুশ, যব, বজ্র, কমল ও হলচিহ্ন বিদ্যমান আছে, সেই নারী রাজমহিষী হইয়া থাকে।

চক্রস্বস্তিকশঙ্খাব্জধ্বজমীনাতপত্রবৎ।
যস্যাঃ পাদতলে রেখা সা ভবেৎ ক্ষিতিপাঙ্গনা॥

যে রমণীর চরণতলে চক্র, স্বস্তিক, শঙ্খ কমল, ধ্বজ, মীন ও ছত্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই রমণী রাজাকে পতিত্বেলাভ করে।

প্রদেশিনী ভবেদ্ যস্যা অঙ্গুষ্ঠব্যতিরেকিণী।
কন্যৈব কুলটা সা স্যাৎ এষ বাবিবিনিশ্চয়ঃ॥

যে নারীর চরণতলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অপর অঙ্গুলীতে প্রদর্শনীরেখা সংমিলিত থাকে, সেই রমণী ব্যাভিচারিণী হয়, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভলেদখণ্ডভোগায়ার্দ্ধা মধ্যমাঙ্গুলী সঙ্গতা।
রেখাখুসর্পকাকাভা দুঃখদারিদ্রসূচকাঃ ॥

যে রমণীর চরণতলে উর্দ্ধরেখা মধ্যমাঙ্গুলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, সেও নারী অখণ্ড সুখভোগিণী হয়। আর চরণতলে ইন্দুর, সর্প ও কাকরেখা অঙ্কিত থাকিলে, সেই নারী দরিদ্রা ও দুঃখিনী হইয়া থাকে।

যস্যাঃ অনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ পৃথিব্যান্নৈব তিষ্ঠতঃ।
পতিং মারয়তে সাপি স্বতন্ত্রং চৈব বর্ত্ততে ॥

যে রমণীর চরণের অনামা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গমন সময়ে ভূমিতল স্পর্শ না করে সে বিধবা হয় এবং যথেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

কনিষ্ঠিকানামিকা বা যস্যা ন স্পৃশতে মহীং।
অঙ্গুষ্ঠং বা গতাতীতা তর্জ্জনী কুলটা হি সা ॥

যে নারীর পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলী বা অনামা গমন সময়ে ভূমিতল স্পর্শ না করে কিম্বা তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠের উপর দিয়া যায়, সেই নারী কুলটা হয় সন্দেহ নাই।

চরণানামিকা যস্যাঃ ক্ষিতিং ন স্পৃশতে যদি।
দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া বা সা কন্যা সুখবর্জ্জিতা ॥

যে রমণীর পদের তর্জ্জনী, মধ্যমা কিম্বা অনামা, গমন সময়ে মৃত্তিকা স্পর্শ না করে সেই রমণী সুখসৌভাগ্যহীনা হইয়া থাকে।

যস্যা গমনমাত্রেণ ভূমৌ কম্প প্রজায়তে।
বহ্বাশিনীং প্রলোভঞ্চ তাং নারীং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যে নারীর গমন সময়ে ভূমিতল কম্পিত হইতে থাকে, আর যে রমণী লোভপরায়ণা ও বহুভোজনকারিণী, তাহাকে পরিত্যাগ করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

যস্যানাম্ভূমিকাঙ্গুলৌ পৃথিব্যাং নোপসর্পতঃ।
পতিং নাশয়তে ক্ষিপ্রং সা রণ্ডা চিরজীবিনী॥

যে রমণীর অনামা ধরণীতলে স্পৃষ্ট না হয়, সেই নারী অচিরে পতিহীনা হয় এবং রণ্ডা ও দীর্ঘজীবিনী হইয়া থাকে।

যস্যাঃ সংস্পৃশতে ভূমিমঙ্গুলী ন কনিষ্ঠিকা।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্তি দ্বিতীয়ং চৈব বিন্দতি॥

যে রমণীর পদের কনিষ্ঠা ভূতল স্পর্শ করে না, সেই নারী প্রথম পতির ধ্বংসকারিণী হয় এবং দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিয়া থাকে।

যস্যাঃ সর্প্পমাণয়া ভূমিশব্দঃ প্রজায়তে।
সা নারী বিধবা জ্ঞেয়া সামুদ্রবচনং যথা॥

যে রমণীর গমন সময়ে ধরাতলে পদশব্দ হয়, সেই রমণী বিধবা হইয়া থাকে। সামুদ্রিকশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে।

সমাপার্ষ্ণী শুভা নারী পৃথুপার্ষ্ণীশ্চ দুর্ভাগা।
কুলটোন্নতপার্ষ্ণী স্যাদ্দীর্ঘপার্ষ্ণী চ দুঃখভাক্॥

যে রমণীর পার্ষ্ণিদেশ সমান, সেই রমণীকে সুলক্ষণ সম্পন্ন বলিয়া জানিবে। যে রমণীর পার্ষ্ণিবিস্তৃত তাহাকে দুর্ভাগা হইতে হয়। যে স্ত্রীর পার্ষ্ণি সমুন্নত সেই নারী কুলটা হইয়া থাকে, আর যে স্ত্রীর পার্ষ্ণিদেশ দীর্ঘ তাহাকে চিরজীবন দুঃখভোগ করিতে হয়।

স্ত্রীণানং পাদতলং স্নিগ্ধং মাংসলং মৃদুলং সমং।
অস্বেদমুষ্ণমরুণং বহুভোগচিতং স্মৃতম্॥

যে রমণীর চরণতল স্নিগ্ধ মাংসল, মৃদু ও সমান, স্বেদশূন্য উত্তপ্ত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ সেই নারী ভাগ্যশালিনী ও প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া থাকে।

যস্যা স্নিগ্ধৌ সমৌ পাদৌ ধরণ্যাং সা প্রতিষ্ঠতি।
পাদলক্ষণসংপূর্ণা সা কন্যা লভতে সুখম্ ॥

যে রমণীর পদ স্নিগ্ধ ও সমান, সেই রমণী ধরাতলে কীর্ত্তিমতী হইয়া থাকে আর যাহার চরণতলে যাবতীয় সুলক্ষণ বিরাজমান থাকে, সে সুখভাগিনী হয়।

রাজহংসগতির্ব্বাপি মত্তমাতঙ্গগামিনী।
সিংহশার্দ্দুলমধ্যা চ সা ভবেৎ সুখভাগিনী ॥

যে রমণীর গতি রাজহংস কিম্বা মত্তমাতঙ্গের গতির ন্যায় মন্থর এবং যাহার কটিদেশ সিংহ কিম্বা ব্যাঘ্রের কটির ন্যায় ক্ষীণ, সে নারী সুখসৌভাগ্যশালিনী হয়।

সূর্পাকারৌ বিরূপৌ চ বক্রৌ চ বিরলাঙ্গুলৌ।
কঠোরদর্শনৌ পাদৌ দরিদ্রাণাং প্রকীর্ত্তিতৌ ॥

যাহার পদদ্বয় সূর্পবৎ বৃহৎ কদৃশ্য, কুটিল ও কঠোর আর চরণাঙ্গুলী সমূহ বিরল, সে দরিদ্রা হইয়া থাকে।

শ্লিষ্টাঙ্গুলৌ তাম্রনখৌ পাদৌ তুচ্ছশিরাঙ্কিতৌ।
কূর্ম্মোন্নতৌ গূঢ়গুল্‌ফৌ সা হি সা নৃপতেঃ স্মৃতা ॥

যে রমণীর পদের অঙ্গুলীসমূহ পরস্পর সংলগ্নপ্রায়, নখ লোহিতবর্ণ চরণদ্বয় উচ্চশিরবিশিষ্ট ও কচ্ছপপৃষ্ঠবৎ উচ্চ আর যাহার গুল্‌ফদেশ গূঢ়ভাবাপন্ন, সেই রমণী রাজপত্নী হইয়া থাকে।

অস্বেদিতৌ মৃদুতলৌ প্রশস্তৌ চরণৌ স্ত্রিয়াঃ।
শুভে জঙ্ঘে বিরোমে চ ঊরু হস্তিকরোপমৌ ॥

যে রমণীর পদতল কোমল ও কিঞ্চিৎ স্বেদবিশিষ্ট, পদ প্রশস্ত, জঙ্ঘা রোমশূন্য, উরুদেশ গজশুণ্ডাকার, স্থূল শীতল, বর্ত্তুল, ক্রমসূক্ষ্ম ও লাবণ্য বিশিষ্ট, তাদৃশী নারী কল্যাণকারিণী হইয়া থাকে।

যস্যা গমনমাত্রেণ ভূমিকম্পো'হি জায়তে।
পতিং মারয়তে ক্ষিপ্রং স্বেচ্ছাচারেণ বর্ত্ততে॥

গমন সময়ে রমণীর পদভরে ধরাতল কম্পিত হইতে থাকে সে আশু বিধবা হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হয়।

রুক্ষং বিবর্ণং পরুষং খণ্ডিতং প্রতিবিম্বকং।
সূর্পাকারং বিশুষ্কঞ্চ দুঃখদৌর্ভাগ্যসূচকম্॥

যে রমণীর পদতলে কর্কশ, বিবর্ণ, কঠোর, খণ্ডিত, সর্পবৎ বৃহৎ ও শুষ্ক সেই নারী হতভাগ্যা ও দুঃখিনী হইয়া থাকে।

চিপিটাভির্ভবেদ্দাসী বিরলাভির্দরিদ্রিণী।
পরস্পরং সমারূঢ়া পাদাঙ্গুল্যো ভবন্তি হি।
হত্বা বহূনপি পতীন্ পরপ্রেষ্যা তদা ভবেৎ॥

যে রমণীর অঙ্গুলীসমস্ত চিপিট অর্থাৎ চেপ্টা, সে পরের কিঙ্করী হইয়া থাকে। যে রমণীর পদাঙ্গুলী পরস্পর বিরল, তাহাকে দুঃখিনী হইতে হয়। যাহার অঙ্গুলীসমস্ত পরস্পর সংলগ্ন, সে বহু স্বামী নিহত করিয়া পরিশেষে পরের দাসী হইয়া জীবন অতিবাহিত করে।

যস্যাঃ কনিষ্ঠিকা ভূমিং ন গচ্ছন্ত্যাঃ পরিস্পৃশেৎ॥
সা নিহত্য পতিং ঘোরা দ্বিতীয়ং কুরুতে পতিম্॥

গমন সময়ে যে রমণীর চরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলী ধরাতল স্পর্শ না করে, সেই নারী প্রথম পতিকে নাশ করিয়া অন্য পতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিধবা বিপুলেন স্যাদ্দীর্ঘাঙ্গুষ্ঠেন দুর্ভগা।
মৃদবোঙ্গুলয়ঃশস্তা ঘনবৃত্তাঃ সমুন্নতাঃ ॥

যে রমণীর পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বিস্তৃতা ও দীর্ঘ, সেই নারী পতিহীনা ও ভাগ্যহীনা হয়, আর যাহার চরণাঙ্গুলী সমূহ মৃদু, ঘন, বর্ত্তুল ও সমুন্নত সে কল্যাণকারিণী হইয়া থাকে।

যস্যাঃ পথি সামাযান্ত্যা রজো ভূমেঃ সমুচ্চলেৎ।
সা পাংশুলা প্রজায়েত কুলত্রয় বিনাশিনী ॥

পথিমধ্যে যে নারীর গমন সময়ে ভূতল হইতে ধূলিরাশি সমুৎক্ষিপ্ত হয় সেই নারী কলঙ্কিনী, পিতৃ-মাতৃ ও পতি এই কুলত্রয়নাশিনী হইয়া থাকে।

উন্নতো মাংসলাঙ্গুষ্ঠো বর্ত্তুলোহতুলভোগদঃ।
বক্রো হ্রস্বশ্চ চিপিটঃ সুখসৌভাগ্যভঞ্জকঃ ॥

যে নারীর চরণের অঙ্গুষ্ঠ বর্ত্তুলাকৃতি ও মাংসল, আর উহার অগ্রদেশ সমুন্নত সেই স্ত্রী যারপর নাই সুখসৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়া থাকে। যে স্ত্রীর চরণের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী বক্র, হ্রস্ব ও চিপিট, সেই নারী সুখসৌভাগ্যশূন্যা হয়।

দীর্ঘাঙ্গুলিভিঃ কুলটা কৃশাভিরতিনির্ধনা।
হ্রস্বায়ুষ্যা চ হ্রস্বাভিভুর্গ্নাভিভুর্গ্নবর্ত্তিনী ॥

যে রমণীর পদের অঙ্গুলী দীর্ঘ, সেই নারী কুলটা হয়। যে নারীর চরণের অঙ্গুলী কৃশ, সেই রমণী যারপর নাই ধনহীনা হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর চরণের অঙ্গুলীসমূহ হ্রস্ব সে অধিক দিন জীবিত থাকে না, তাহাকে অল্পদিনের মধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হয়, আর যে রমণীর চরণের অঙ্গুলী সকল কুটিল, সেই নারী ভগ্ন অবস্থায় দিনপাত করে।

যস্যা ন স্পৃশতে ভূমিমঙ্গুলীশ্চ কনিষ্ঠিকা।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্তি মৃতো ভবতি পুত্রকঃ ॥

গমন সময়ে যে রমণীর চরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলী মৃত্তিকাস্পৃষ্ট না হয়, সেই নারী প্রথমতঃ পতিহীনা হয়, তৎপরে তাহার পুত্রও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

অনামিকা চ মধ্যা চ যস্যা ভূমিং ন সংস্পৃশেৎ।
পতিদ্বয়ং নিহন্ত্যাদ্যা দ্বিতীয়া চ পতিত্রয়ম্ ॥

যে রমণীর পদের অনামা ও মধ্যমা ধরাতল স্পর্শ না করে, সেই নারী উপর্য্যুপরি দুই পতিকে নিহত করিয়া তৃতীয় স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করে।

গূঢ়ৌগুল্‌ফৌ শিবায়োক্তাবশিরালৌ সুবর্ত্তুলৌ।
স্থপুটৌ শিথিলৌ দৃশ্যৌ স্যাতাং দৌর্ভাগ্যসূচকৌ ॥

যে নারীর গুল্‌ফযুগল অপ্রকাশিত, শিরাশূন্য ও সুবর্ত্তুল হয়, সেই নারী কল্যাণকারিণী জানিবে, আর যাহার গুল্‌ফদ্বয় বিষম, সমুন্নত ও দেখিতে শ্লথ সেই নারী অমঙ্গলের কারণ সন্দেহ নাই।

দরিদ্রা মধ্যনম্রেণ শিরালেন সদাধ্বগা।
রোমাঢ্যেন ভবেদ্দাসী নির্ম্মাংসেন চ দুর্ভগা ॥

যে নারীর চরণের মধ্যস্থল নত, সে দরিদ্রা হয়, আর যাহার চরণ শিরাময় সে নিরন্তর পথভ্রমণ করিয়া থাকে, যাহার চরণে রোমপূর্ণ, দাসী বৃত্তি দ্বারা তাহাকে দিনপাত করিতে হয়, আর যে স্ত্রীর পদ মাংসশূন্য সে হতভাগ্যা হইয়া থাকে।

জানুলক্ষণ

অনুল্বং সন্ধিদেশং সমজানুদ্বয়ং শুভং।
বৃত্তং পিশিতসংলগ্নং জানুযুগ্মং প্রশস্যতে।
নির্ম্মাংসং স্বৈরচারিণ্যা দরিদ্রায়াশ্চ বিশ্লথম্ ॥

যদি নারীজাতির জানুযুগল সমান হয়, আর জানুসন্ধি উচ্চ ও নীচ না হয়, তাহা হইলে সেই নারী কল্যাণকারিণী হইয়া থাকে। যাহার জানুদ্বয় সুবর্ত্তুল ও মাংসলগ্ন সেই রমণী সৌভাগ্যশালিনী হয়। যাহার জানুদ্বয় কৃশ সে স্বেচ্ছাচারিণী এবং যাহার জানু শিথিল, সেই স্ত্রী দরিদ্রা হইয়া থাকে।

জঙ্ঘালক্ষণ

রোমজঙ্ঘে চ নারীণাং মহাদুঃখপ্রদায়কে।
একরোমা রাজপত্নী দ্বিরোমা চ সুখাবহা॥
ত্রিরোমা রোমকূপেষু ভবেদ্‌বৈধব্যদুঃখভাক্‌॥

যে নারীর জঙ্ঘাদেশে রোম বিদ্যমান থাকে, সে ক্লেশের কারণ হয়। যে নারীর জঙ্ঘাদেশস্থ প্রত্যেক রোমবিবরে এক একটি রোম দৃষ্ট হয়, সে রাজমহিষী, যাহার জঙ্ঘাদেশস্থ প্রতি রোমকূপে দুইটি রোম দৃষ্ট হয়, সে সুখভাগিনী আর যাহার জঙ্ঘাস্থ প্রত্যেক রোমবিবরে তিনটি রোম বিদ্যমান থাকে, সেই স্ত্রী পতিহীনা হয়।

রোমহীনে সমে স্নিগ্ধে জঙ্ঘে চ ক্রমবর্ত্তুলে।
সা রাজপত্নী ভবতি বিশিরে সুমনোহরে॥

যে রমণীর জঙ্ঘাদেশ অতীব রমণীয়, শিরাশূন্য, সু[illegible]ল, ক্রমসূক্ষ্ম, সমানাকৃতি স্নিগ্ধ ও রোমহীন, সে রাজমহিষী হইয়া থাকে।

জঙ্ঘে চ রোমরহিতে সুবৃত্তে সরলে শুভে॥

যে রমণীর জঙ্ঘাদেশ লোমহীন, শিরাবিহীন, সরল ও সুবর্ত্তুল সমান, তাহাকে কল্যাণদায়িনী জানিবে।

উরুলক্ষণ

উরু করিকরাকরৌ আরোমৌ চ সমৌ শুভৌ।
বিশিরৈঃ করভাকারৈরূরুভির্ম্মসৃণৈর্ঘনৈঃ।
সুবৃত্তৈরোমরহিতৈর্ভবেয়ুর্ভূপবল্লভাঃ॥

যে নারীর উরুদ্বয় করিকরবৎ রোমহীন এবং সমান, সেই নারী কল্যাণকারিণী হয়। যাহার উরুদ্বয় শিরাবিহীন, হস্তীশিশুর শুণ্ডবৎ সুদৃশ্য, মসৃণ, ঘন, সুবর্ত্তুল ও রোমশূন্য, সেই নারী রাজার মহিষী হয়।

বৈধব্যং রোমশৈরুক্তং দৌর্ভাগ্যং চিপিটৈরপি।
মধ্যচ্ছিদ্রৈর্মহাদুঃখং দারিদ্র্যং কঠিনত্বচৈঃ॥

যদি নারীজাতির উরুযুগল রোমপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সে পতিহীনা হইয়া থাকে। এইরূপ চিপিট হইলে দুর্ভাগ্যবতী, মধ্যভাগে ছিদ্রাকার থাকিলে দুঃখিনী এবং উরুদেশের চর্ম্ম কর্কশ হইলে সেই নারী দরিদ্রা হইয়া থাকে।

স্ফিকলক্ষণ

সমুন্নতো নিতম্বশ্চ চতুরস্রো মৃগীদৃশাং।
নিতম্ববিম্বো নারীণাং উন্নতো মাংসল পৃথুঃ।
মহাভোগায় সংপ্রোক্তং তদন্যোঽশর্ম্মণায় চ॥

যে নারীর নিতম্বদেশ উন্নত ও চতুরস্র, সেই নারী কল্যাণকারিণী জানিবে। আর যাহার নিতম্ব উন্নত, মাংসল ও বিস্তৃত, সেই স্ত্রী সুখে কালাতিপাত করে। ইহার বিপরীত হইলেই তাহাকে দুঃখপ্রাপ্ত হইতে হয়।

কপিত্থফলবদ্বৃত্তৌ মৃদুলৌ মাংসলৌ ঘনৌ।
স্ফিচৌ বলিবিনির্ম্মুক্তৌ রতিসৌখ্যবিবর্দ্ধনৌ॥

যে রমণীর নিতম্বযুগল কপিত্থবৎ, সুবর্ত্তুল, অতি মৃদু, মাংস ...ল, বিপুল ও বলিরেখাশূন্য সেই নারী সহবাসে পরম আনন্দ জন্মে।

নাভিলক্ষণ

নাভিঃ প্রশস্তা গম্ভীরা দক্ষিণাবর্ত্তিকা শুভা ॥

যদি নাভিদেশ প্রশস্ত গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্তবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে কল্যাণকারিণী হইয়া থাকে।*

উদরলক্ষণ

সুবিশালোদরী নারী নিরপত্যা চ দুর্ভগা।
প্রলম্বজঠরা হন্তি শ্বশুরঞ্চাপি দেবরম্ ॥

যে রমণীর জঠর অত্যন্ত বৃহৎ, সেই নারী নিঃসন্তানা ও দুর্ভাগিনী আর যাহার জঠর লম্বিত, সে অচিরে শ্বশুর ও দেবরকে বিনাশ করে।

কুম্ভকারং দরিদ্রায়াঃ জঠরঞ্চ মৃদঙ্গবৎ।
কুষ্মাণ্ডাভং যবাভঞ্চ দুস্কুলং জায়তে স্ত্রিয়াঃ ॥

যে নারীর জঠর কুম্ভাকৃতি কিম্বা মৃদঙ্গাকার সে দরিদ্র হয়, আর যাহার উদর কুষ্মাণ্ডবৎ অথবা যবের ন্যায় আকারসম্পন্ন, সেই নারীকে অসদ্বংশীয়া বলিয়া জানিবে।

* বামবর্ত্তিকানাভি নারীর থাকিলে কুমারী অবস্থায় ...র আসক্ত হয়, মৎসোদর হইলে বহু সন্তানের জননী, বিস্তৃত হইলে নিষ্কাম। উন্নত নাভিমণ্ডল থাকিলে কুমার-তন্ত্র ও চিকিৎসা বিদ্যা পারদর্শিনী হয়, কিন্তু বিকৃত ও উন্নত অর্থাৎ যে নাভি ঠেলিয়া উঠিতেছে তাহা রোগের পরিচয় দান করে। যাহার নাভি বৃহৎ ও নিম্ন অথচ তলপেট উন্নত সে নারী সম্ভোগ সুখে সুখী হইতে চায়, গ্রন্থীযুক্ত নাভি নারীকে মদগর্ব্বা করে—সম্ভোগ রত্নাকর—

উদরেণ হ্যতুঙ্গেন বিশিরেণ মৃদুত্বচা।
যোষিদ্ ভবতি ভোগাঢ্যা নিত্যমিষ্টান্নসেবিনী ॥

যে রমণীর জঠরদেশ অত্যুন্নত ও শিরাশূন্য এবং জঠরের চর্ম্ম কোমল সেই নারী প্রত্যহ মিষ্টান্ন সেবন করে আর ভোগশালিনী হয়।

কটিলক্ষণ

বিনতা চিপিটা দীর্ঘা নির্ম্মাংসা সঙ্কটা কটিঃ।
হ্রস্বা রোমযুতা নার্য্যা দুঃখবৈধব্যসূচিকা ॥

যে স্ত্রীর কটি অবনত, চিপিট, দীর্ঘ ও মাংসশূন্য, সেই স্ত্রী নিরন্তর মহা-পদে নিপতিত হয়, আর যাহার কটি অতীব হ্রস্ব ও রোমপূর্ণ, তাহাকে বৈধব্যযন্ত্রণা ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

রোমরাজীলক্ষণ

মধ্যক্ষামা চ সুভগা ভোগাঢ্যা সুবলিত্রয়া।
ঋজ্বী তন্বী চ রোমালী যস্যাঃ সা শর্ম্ম নর্ম্মভূঃ ॥

যে স্ত্রীলোকের মধ্যস্থল কৃশ এবং জঠরদেশ ত্রিবলিসম্পন্ন, সেই নারী ভাগ্যশীলা ও ভোগপরায়ণা হইয়া থাকে, আর যে নারীর দেহে অতি সূক্ষ্ম ও সরল রোমপংক্তি লক্ষিত হয়, সেই রমণী সর্ব্বসুখশালিনী হইয়া নানা-প্রকার আমোদে দিনপাত করে।

কপিলা কুটিলা স্থুলা বিচ্ছিন্ন রোম রাজিকা।
চৌরবৈধব্যদৌর্ভাগ্যং বিদধ্যাদিহ যোষিতাম্ ॥

যে নারীর রোমরাজী কপিলবর্ণ, কুটিল, স্থুল ও বিচ্ছিন্ন, সেই নারী দুঃখভাগিনী হয়। অধিকন্তু তাদৃশী রমণী চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণা, বিধবা ও দুর্ভাগ্যবতী হইয়া থাকে।

উদ্‌বৃত্তকপিলা যস্যা রোমরাজী নিরন্তরং।
অপি রাজকুলে জাতা দাসীত্বমুপগচ্ছতি ॥

যে স্ত্রীর জঠরের ঊর্দ্ধদেশে গোলাকৃতি ও কপিলবর্ণ রোমপংক্তি লক্ষিত হয়, সেই রমণী রাজবংশে সমুৎপন্ন হইলেও তাহাকে দাসীবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দিনপাত করিতে হয়।

কক্ষলক্ষণ

সমকক্ষাশ্চ ভোগাঢ্যা নিম্নকক্ষা ধনোত্‌ঝিতাঃ।
নৃপাশ্চোন্নতকক্ষাঃ স্যুর্জিহ্মা বিষমকক্ষকাঃ ॥

যে রমণীর কক্ষযুগল সমান অর্থাৎ গভীর নহে সেই স্ত্রী নানাপ্রকার সুখভোগে দিনপাত করিয়া থাকে, আর যে রমণীর কক্ষযুগল নিম্ন, সে নির্ধন হয়। যে পুরুষের কক্ষপ্রদেশ উন্নত সেই ব্যক্তি নৃপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকে, আর যাহার কক্ষদ্বয় বিষম, সেই ব্যক্তি কুটিল হয় সন্দেহ নাই।

বক্ষোলক্ষণ

উদ্ভিরোমহৃদয়া পতিং হন্তি বিনিশ্চিতং।
অষ্টাদশাঙ্গুললম্বুরঃ পীবরমুন্নতম্‌।
সুখায় দুঃখায় ভবেৎ রোমশং বিষমকং পৃথু ॥

যে রমণীর বক্ষঃপ্রদেশে রোম জন্মে, সে বিধবা হয় সন্দেহ নাই। যে নারীর বক্ষঃপ্রদেশ অষ্টাদশ অঙ্গুলী বিস্তৃত, স্থূল ও উন্নত সেই রমণী সুখভোগে দিতপাত করে, আর যাহার বক্ষঃপ্রদেশ রোমপূর্ণ, বিষম ও বিস্তৃত, সে দুঃভাগিনী হয়।

সমবক্ষা হি ভোগাঢ্যাঃ নিম্নবক্ষা ধনোজ্‌ঝিতাঃ।
বিস্তির্ণহৃদয়া যোষা পুংশ্চলী নির্দ্দয়া তথা।

যে রমণীর বক্ষঃপ্রদেশ সমতল সেই নারী ভোগশালিনী হয়, আর যাহার বক্ষঃবস্থ নিম্ন সে নির্ধনা হইয়া থাকে। যে রমণীর বক্ষঃপ্রদেশ বিস্তীর্ণ, সে কুলটা ও নির্দ্দয়া হয়।

নির্লোমহৃদয়ং যস্যাঃ সমং নিম্নত্ববর্জ্জিতং।
ঐশ্বর্য্যাশ্চাপাবৈধব্যা প্রিয়প্রেমা চ সা ভবেৎ॥

যে রমণীর বক্ষঃপ্রদেশ রোমহীন সমতল ও নিম্নতাহীন, সেই স্ত্রী ঐশ্বর্য্যশালিনী ও পতিব্রতা হয়, এবং স্বামীর একান্ত প্রণয়পাত্রী হইয়া থাকে।

পার্শ্বপৃষ্ঠলক্ষণ

অন্তর্নিমগ্নবংশাস্থিঃ পৃষ্ঠ স্যান্মাংসলা শুভা।
পৃষ্ঠেন রোমযুক্তেন বৈধব্যং লভতে ধ্রুবম্।
ভুগ্নেন বিনতেনাপি সশিরেণাপি দুঃখিতা॥

যে রমণীর পৃষ্ঠদেশস্থ অস্থিসমূহ অন্তর্নিমগ্ন ও পৃষ্ঠ মাংসল, সেই রমণী কল্যাণদায়িণী হইয়া থাকে, আর যে নারীর পৃষ্ঠভাগ রোমপরিপূর্ণ, সেই স্ত্রী পতিহীনা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। যে রমণীর পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন অবনত ও শিরাসম্পন্ন, সেই নারী দুঃখভোগ করিয়া থাকে।

যস্যাঃ দৃশ্যশিরে পার্শ্বে উন্নতে রোমসংযুতে।
নিরপত্যা চ দুঃশীলা সা ভবেৎ দুঃখসেবিনী॥

যে রমণীর পার্শ্বযুগল শিরাবিশিষ্ট, উন্নত ও রোমপূর্ণ, সেই স্ত্রী দুশ্চারিণী হইয়া থাকে, আর সে নিঃসন্তানা হয়।

অরোমশাভগ্নপৃষ্ঠং শুভাপ্যশুভমন্যথা।
সমৈঃ সমাংসৈ মৃদুভির্যোষিন্মগ্নাস্থিভিঃ শুভৈঃ।
পার্শ্বৈঃ সৌভাগ্যসুখয়োর্নিধানং স্যাদসংশয়ম্॥

যাহার পৃষ্ঠ রোমহীন ও অভগ্ন, সেই নারী শুভলক্ষণা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, আর যাহার পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন ও রোমপূর্ণ, সে কুলক্ষণা সন্দেহ নাই। যে রমণীর পার্শ্বযুগল সমান, মাংসপূর্ণ ও অস্থিসমূহ নিম্ন সেই রমণী সৌভাগ্য-শালিনী হয় সন্দেহ নাই।

কুক্ষিলক্ষণ

সূতে সুতান্ বহূন্ নারী পৃথুকুক্ষিঃ সুখাস্পান্।
ক্ষিতীশং জনয়েৎ পুত্রং মণ্ডুকাভেন কুক্ষিণা॥

যে রমণীর জঠর বিস্তৃত সেই নারী সুখাস্পদ বহুসংখ্যক তনয় প্রসব করিয়া থাকে। আর যে স্ত্রীর জঠরদেশ ভেকের সদৃশ, সেই নারীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র নৃপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

উন্নতেন বলীভাজা সাবর্ত্তেনাপি কুক্ষিণা।
বন্ধ্যা প্রব্রজিতা দাসী ক্রমাদ্ যোষা ভবেদিহ॥

যে রমণীর উদর উন্নত, সে বন্ধ্যা হইয়া থাকে, যে স্ত্রীর উদর বলি বিশিষ্ট, সে প্রব্রজিতা হয় এবং যাহার উদর আবর্ত্তের ন্যায় সেই রমণী পরের কিঙ্করী হইয়া জীবন অতিবাহিত করে।

স্তনলক্ষণ

মূলে স্থূলৌ ক্রমকৃশাবগ্রে তীক্ষ্ণৌ পয়োধরৌ।
সুখদৌ বাল্যকালে তু পশ্চাদত্যন্তদুঃখদৌ॥

যে রমণীর স্তনযুগল মূলে স্থূল ও ক্রমশঃ অগ্রদেশ কৃশ ও সূক্ষ্ম, সেই নারী বাল্যাবস্থায় সুখভোগ করে, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

অরঘট্টঘটীতুল্যৌ কুচৌ দৌঃশীল্যসূচকৌ।
পীবরাস্যৌ সান্তরালৌ পৃথুপান্তৌ ন শোভনৌ॥

যে রমণীর স্তনযুগল অরঘট্টযন্ত্রের ন্যায়, সেই রমণী দুশ্চরিত্রা হয়, আর যাহার স্তনযুগলের উপরিদেশ স্থূল, বিরল ও উপান্তদেশ বিস্তৃত, সেই নারী অলক্ষণা জানিবে।

দক্ষিণোন্নতবক্ষোজা পুত্রিণী হ্যগ্রণীর্ম্মতা।
বামোন্নতকুচা সূতে কন্যাং সৌভাগ্যসুন্দরীম্ ॥

যে রমণীর দক্ষিণ স্তন উচ্চ, সেই স্ত্রী পুত্রবতী ও সকলের শ্রেষ্ঠা হয়। আর যে স্ত্রীর বাম স্তন উন্নত, সেই রমণীর গর্ভে যে কন্যা জন্মে, সে সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকে।

স্তনৌ সুবিপুলৌ যস্যাঃ পতিতৌ জঠরোপরী।
তস্যাশ্চ ম্রিয়তে ভর্ত্তা সামুদ্রবচনং যথা ॥

যে রমণীর বিপুল স্তনযুগল জঠরের উপর নিপতিত হয়, সেই স্ত্রী বিধবা হইয়া থাকে। সামুদ্রিকশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে।

অরোমশৌ স্তনৌ পীনৌ ঘনাববিষমৌ শুভৌ।
ঘনৌ বৃত্তৌ দৃঢ়ৌ পীনৌ সমৌ শস্তৌ পয়ধরৌ।
স্থূলাগ্রৌ বিরলৌ সূক্ষৌ বামোরূণাং ন যশর্ম্মদৌ ॥

যে রমণীর স্তনযুগল রোমবিহীন, স্থূল, ঘন ও সম সেই নারী সুলক্ষণা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা। স্ত্রীজাতির স্তনযুগল ঘন, বৃত্তাকৃতি, কঠিন, স্থূল ও সমোচ্চ হইলেই তাহা সুলক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সকল রমণীর স্তন বিরল ও সূক্ষ্ম, আর স্তনের অগ্রদেশ স্থূল, তাহারা সুখভাগিনী হইতে পারে না।

স্তনৌ সরোমাবশুভৌ কর্ণৌ চ বিষমৌ তথা।
করালা বিষমা দন্তাঃ ক্লেশায় চ ভায়ায় চ ॥

যে নারীর স্তনদ্বয় রোমপূর্ণ, তাহাকে অলক্ষণা বলিয়া জানিবে। যে

নারীর কর্ণযুগল অসমান এবং দন্তপংক্তি করাল ও অসমান, সে দুঃখ ও ভয়ের কারণ হয় সন্দেহ নাই।

যস্যাস্তু রোমশৌ পার্শ্বে ী রোমশৌ চ পয়োধরৌ।
উন্নতৌ চাধরোষ্ঠৌ চ ক্ষিপ্রং মারয়তে পতিম্॥

যে নারীর পার্শ্বদ্বয় ও স্তনযুগল রোমময়, যাহার ওষ্ঠ ও অধর উচ্চ, সেই স্ত্রী আশু পতিকে বিনাশ করিয়া থাকে।

চূচকলক্ষণ

সুদৃশ্যং চুচকযুগং শস্তং শ্যামং সুবর্ত্তুলং।
অন্তর্ম্মগ্নঞ্চ দীর্ঘঞ্চ কৃশং ক্লেশায় জায়তে॥

যে রমণীর স্তনযুগলের অগ্রদেশ সুদৃশ্য, শ্যামবর্ণ ও বর্ত্তুল, সেই নারী সুলক্ষণা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হয়। আর যাহার স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ অন্তর্নিমগ্ন দীর্ঘ ও কৃশ সেই নারী অশেষ ক্লেশভোগ করে।

স্কন্ধলক্ষণ

অবদ্ধাবনতৌ স্কন্ধাবদীর্ঘাবকৃশৌ শুভৌ।
বক্রৌ স্থূলৌ চ রোমঢ্যৌ প্রৈষ্যবৈধব্যসূচকৌ॥

যে রমণীর স্কন্ধযুগল অবদ্ধ, অবনত, হ্রস্ব ও স্থূল, সেই নারী কল্যাণ-দায়িনী হইয়া থাকে। আর যে স্ত্রীর স্কন্ধদেশ কুটিল স্থূল ও বহুসংখ্যক রোমে পরিপূর্ণ সে পতিহীনা হইয়া পরের কিঙ্করী হয় সন্দেহ নাই।

নিগূঢ়সন্ধী স্রস্তাগ্রৌ শুভাবংশৌ সুসংহতে।
বৈধব্যদৌ সমুচ্চাগ্রৌ নির্ম্মাংসাবতিদুঃখদৌ॥

যে রমণীর স্কন্ধযুগল গূঢ়সন্ধি, স্রস্তাগ্র ও সুগঠিত, সেই রমণী সুলক্ষণা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা, আর যে রমণীর স্কন্ধযুগলের অগ্রদেশ উচ্চ ও কৃশ সে পতিহীনা ও ক্লেশভাগিনী হইয়া থাকে।

স্কন্ধসন্ধিলক্ষণ

পীবরাভ্যাঞ্চ জক্রাভ্যাং ধনধান্যনিধির্বধূঃ।
শ্লথাস্থিভ্যাঞ্চ নিম্নভ্যাং বিষমাভ্যাং দরিদ্রিণী॥

যে সকল নারীর স্কন্ধসন্ধি স্থূল, সে বহুধন-ধান্য ও রত্ন প্রভৃতির অধিকারিণী হইয়া থাকে। যে সকল স্ত্রীর স্কন্ধসন্ধি নিম্ন ও বিষম আর সেই স্থলের অস্থি সমুহ শিথিল, তাহারা ক্লেশভাগিনী হয়।

বাহুলক্ষণ

বৈধব্যং স্থূলরোমাণৌ হ্রস্বৌ দৌর্ভাগ্যসূচকৌ।
পরিক্লেশায় নারীণাং পরিদৃশ্যশিরৌ ভূজৌ॥

যে সকল রমণীর বাহুদ্বয় স্থূল, রোমপূর্ণ ও হ্রস্ব, তাহারা পতিহীনা ও দুর্ভাগ্যবতী হইয়া থাকে। আর যাহাদিগের বাহুদেশে শিরা লক্ষিত হয়, তাহারা চিরদিন দুঃখভোগ করে।

স্যাতাং দোষৌ সুনির্দোষৌ গূঢ়াস্থি গ্রন্থিকোমলৌ।
বিশিরৌ চ বিরোমাণৌ সরলৌ হরিণীদৃশাম্॥

যে স্ত্রীর বাহুযুগল দোষহীন সরল এবং বাহুদ্বয়ের অস্থি নিগূঢ়, গ্রন্থি মৃদু, আর বাহু শিরাশূন্য ও লোমহীন, সেই নারী সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিতা।

হস্তলক্ষণ

ক্রব্যাদরূপৈর্হস্তৈশ্চ বৃককাকাদিসন্নিভৈঃ।
শিরালৈর্বিষমৈঃ শুষ্কৈর্দ্দিতহীনা ভবন্তি হি॥

যে রমণীর হস্ত রাক্ষস, ব্যাঘ্র ও বায়স প্রভৃতির হস্তের ন্যায়, সেই নারী অতীব কুলক্ষণা জানিবে, আর যে রমণীর হস্ত শিরাময়, বিষম ও শুষ্ক সে দরিদ্রা হইয়া থাকে।

মণিবন্ধলক্ষণ

নিগূঢ়মণিবন্ধৌ চ পদ্মগর্ভোপমৌ করৌ।
ন নিম্নং নোন্নতং স্ত্রীণাং ভবেৎ করতলং শুভম্।
দুঃখিতা পাপনিরতা চোর্দ্ধনাড়ী চ ডাকিনী॥

যে রমণীর হস্তের মণিবন্ধ নিগূঢ়, হস্ত কমলোদরবৎ মনোহর, আর করতল অবন্ধুর, সেই নারী ঐশ্বর্য্যভোগ করে, আর যে স্ত্রীর মণিবন্ধ উর্দ্ধনাড়ী বিশিষ্ট, সেই নারী পাপরতা, ডাকিনী ও দুঃখভাগিনী হয়।

করতললক্ষণ

মৃদুমধ্যোন্নতং রক্তং তলং পাণ্যরন্ধ্রকং।
প্রশস্তং শতরেখাঢ্যমল্পরেখং শুভপ্রদম্॥

যে রমণীর করতল কোমল, লোহিতবর্ণ, ছিদ্রশূন্য অল্পরেখায় অলঙ্কৃত প্রশস্তরেখা বিশিষ্ট ও মধ্যস্থল উন্নত সেই স্ত্রী সৌভাগ্যবতী হয়।

পাণিপৃষ্ঠলক্ষণ

বিরোমং বিশিরং শস্তং পানিপৃষ্ঠং সমুন্নতং।
বৈধব্যহেতু রোমাঢ্যং নির্ম্মাংসং স্নায়ুমত্ত্যজেৎ॥

যে সকল রমণীর পাণিতলের পৃষ্ঠদেশ রোমহীন, শিরাশূন্য ও সমুন্নত, সেই সকল নারী সুলক্ষণা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হয়। যে রমণীর পাণিতলের পৃষ্ঠভাগ রোমযুক্ত সে পতিহীনা এবং যাহারা পাণিপৃষ্ঠ রোমযুক্ত সে পতি হীনা এবং যাহার পাণিপৃষ্ঠ কৃশ ও শিরাবিশিষ্ট, সে কুলক্ষণা জানিবে সুতরাং তাদৃশী নারীকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

অঙ্গুলীলক্ষণ

দীর্ঘাঙ্গুলিভিঃ কুলটা কৃশাভিরতিনির্ধনা।
হ্রস্বাভিঃ স্যাচ্চ হ্রস্বায়ুভগ্নাভির্ভগ্নবর্ত্তিনী॥

যে নারীর অঙ্গুলী দীর্ঘ সেই স্ত্রী কুলটা হয়, যে নারীর অঙ্গুলী কৃশ সে ধনহীনা হইয়া থাকে, যে রমণীর করাঙ্গুলী খর্ব্ব সেই স্ত্রী অতি অল্প দিন মাত্র জীবন ধারণ করে, আর যে রমণীর করাঙ্গুলী ভগ্নবৎ সেই স্ত্রী ভগ্ন অবস্থায় দিনপাত করে সন্দেহ নাই।

চিপিটাভির্ভবেদ্দাসী চিপিটাভির্দরিদ্রিণী।
পরস্পরং যদাঙ্গুল্যঃ সমারূঢ়া ভবন্তি হি।
হত্বা বহনপি পতীন্ পয়প্রেষ্যা তদা ভবেৎ॥

যে রমণীর করাঙ্গুলী চিপিট, সে দরিদ্র ও পরের কিঙ্করী হয় আর যে রমণীর হস্তের অঙ্গুলীসমূহ পরস্পর সংলগ্ন সে বহু স্বামী ধ্বংস করিয়া পরের দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে।

অরুণাঃ সশিখাস্তুঙ্গাঃ করজাঃ সুদৃশাঃ শুভাঃ।
নিম্না বিবনাঃ শুক্ত্যাভাঃ পীতা দারিদ্র্যদায়কাঃ॥

যে রমণীর করাঙ্গুলীসমূহ লোহিতবর্ণ, শিখাবিশিষ্ট ও উচ্চ, সেই নারী সুলক্ষণা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা, আর যাহার অঙ্গুলীসমূহ নিম্ন, বিবর্ণ, পীতবর্ণ অথবা শুক্তিবৎ বর্ণবিশিষ্ট, সে অর্থহীনা হইয়া থাকে।

অম্ভোজমুকুলাকারমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিসম্মুখম্।
হস্তদ্বয়ং মগাক্ষীণাং বহুভাগায় জায়তে॥

যে রমণীর করদ্বয় মনোহর এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রদেশ কমলমুকুলবৎ ক্ষীণাগ্র, সেই স্ত্রী সুখসৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। সামুদ্রিক শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে।

অতিহ্রস্বাঃ কৃশা বক্রা বিরলা রোগহেতুকাঃ।
দুঃখায়াঙ্গুল্যঃ স্ত্রীণাং বহুপর্ব্বসমন্বিতাঃ॥

যে রমণীর অঙ্গুলীসমূহ অত্যন্ত হ্রস্ব, কৃশ, বক্র ও বিরল, সেই রমণী

চিরদিন রোগযাতনায় অভিভূত থাকে, আর যে রমণীর অঙ্গুলীতে তিনের অধিক পর্ব্ব বিদ্যমান থাকে, সে অশেষ ক্লেশভাগিনী হয়।

শুভদঃ সরলাঙ্গুষ্ঠো বৃত্তো বৃত্তনখো মৃদুঃ।
অঙ্গুল্যাশ্চ সুপর্ব্বাণো দীর্ঘা বৃত্তাঃ ক্রমাৎ কৃশাঃ।
চিপিটাঃ স্ফুটা রুক্ষাঃ পৃষ্ঠরোমযুজোঽশুভাঃ॥

অঙ্গুষ্ঠ সরল, সুবৃত্ত, মৃদু ও সুগোল নখসম্পন্ন হইলে সেই নারী সুলক্ষণা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হয়। যে রমণীর আঙ্গুলীসমূহ দীর্ঘ, সুবৃত্ত ও মূলদেশ হইতে অগ্র পর্য্যন্ত ক্রমসূক্ষ্ম, আর অঙ্গুলীর পর্ব্বগুলি অতি সুদৃশ্য, সেই রমণী সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। যে রমণীর অঙ্গুলীসমূহ চিপিট, বিষম, উন্নত, রুক্ষ ও অঙ্গুলীর পৃষ্ঠ রোমপূর্ণ, সে নারী পদে পদে অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়।

কণ্ঠলক্ষণ

মাংসলো বর্ত্তুলঃ কণ্ঠঃ প্রশস্তশ্চতুরঙ্গুলঃ।
শস্তা গ্রীবা ত্রিরেখাঙ্কা ত্বব্যক্তাস্থিঃ সুসংহতা।
নির্ম্মাংসা চিপিটা দীর্ঘা স্ফুটা ন শুভপ্রদা॥

যে সকল স্ত্রীর কণ্ঠদেশ মাংসল, সুগোল ও চতুরঙ্গুল পরিমিত দীর্ঘ, তাহারা সুলক্ষণা বলিয়া কীর্ত্তিতা। রমণীগণের গ্রীবা সুগঠিত ও রেখা-ত্রয়ে বিভূষিত হইলেও তত্রস্থ অস্থিসমূহ অব্যক্ত হইলে তাহা প্রশস্ত জানিবে। যে সকল নারীর কণ্ঠ কৃশ, চিপিট, দীর্ঘ বিষমোচ্চ সেই রমণী সকল অমঙ্গলকারিণী সন্দেহ নাই।

কণ্ঠঘণ্টি (আলজিভ) লক্ষণ

কণ্ঠেঽস্থূলা সুবৃত্তা চ ক্রমতীক্ষ্ণা সুলোহিতা।
অপ্রলম্বা শুভাঘণ্টী স্থূলা কৃষ্ণা চ দুঃখদা॥

যে রমণীর কণ্ঠঘন্টি (উপজিহ্বা) সুগোল, ক্রমসূক্ষ্ম, রক্তবর্ণ, অলম্বিত ও অস্থূল সেই নারী কল্যাণকারিণী হয়। যে নারীর কণ্ঠদেশ অতীব স্থূল, সে দুঃখভোগ করিয়া থাকে।

গ্রীবালক্ষণ

কঠিনা রোমশা শস্তা মৃদুগ্রীবা চ কম্বুভা।
গ্রীবয়া হ্রস্বয়া নিঃস্বা দীর্ঘয়া চ কুলক্ষয়া॥
পৃথুলয়া প্রচণ্ডাশ্চ স্ত্রিয়ঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ

যে রমণী গ্রীবা কঠিন, রোমপূর্ণ, কোমলস্পর্শ ও শঙ্খের সদৃশ সেই নারী সুলক্ষণা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইয়া থাকে। যে নারীর গ্রীবা অত্যন্ত হ্রস্ব, সে ধনহীনা হয়, যে স্ত্রীর গ্রীবা দীর্ঘ, সে কুলক্ষয়কারিণী হইয়া থাকে। আর যে রমণীর গ্রীবা কিম্বা গলদেশ বিস্তৃত, সে অতীব প্রচণ্ডা হয় সন্দেহ নাই।

স্থূলগ্রীবা চ বিধবা বক্রগ্রীবা চ কিঙ্করী।
বন্ধ্যা হি চিপিটগ্রীবা হ্রস্বগ্রীবা চ নিঃসুতা॥

যে রমণীর গ্রীবা স্থূল, সে পতিহীনা হইয়া থাকে, যে রমণীর গ্রীবা বক্র, সে পরের কিঙ্করী হয়, যে স্ত্রীর গ্রীবা চিপিট, সে বন্ধ্যা হইয়া থাকে, আর যে নারীর গ্রীবা হ্রস্ব, সে সন্ততিবিহীনা হয় সন্দেহ নাই।

কৃকাটিকালক্ষণ

ঋজ্বী কৃকাটিকা শ্রেষ্ঠা সমাংসা চ সমুন্নতা।
শুষ্কা শিরালা রোমাঢ্যা বিশালা কুটিলাশুভা॥

যে সকল নারীর কৃকাটিকা (ঘাড়) সরল, স্থূল, উন্নত, সেই সকল নারী সুলক্ষণা, আর যাহার কৃকাটিকা শুষ্ক, শিরাযুক্ত, রোমশ, বিস্তৃত ও বক্র, সেই নারী অলক্ষণা জানিবে।

মুখলক্ষণ

সমং সমাংসং সুস্নিগ্ধং স্বামোদং বর্ত্তুলং মুখং ।
জনেতৃবদনচ্ছায়ং ধন্যানামিহ জায়তে ॥

যে রমণীর বদনমণ্ডল সমভাবে পূর্ণিত, সুস্নিগ্ধ সদ্‌গন্ধপূর্ণ সুবর্ত্তুল ও পিতার মুখের অনুরূপ, সেই রমণী ধরাধামে কীর্ত্তিমতী হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

মস্তকলক্ষণ

প্রলম্বমস্তকো যস্যা দেবরং হন্তি সা ধ্রুবম্ ।
রোমশেন শিরালেন প্রাংশুনা রোগিণী মতা ॥
স্থূলমূর্দ্ধা চ বিধবা দীর্ঘশীর্ষা চ বন্ধকী ।
বিশালেনাপি শিরসা ভবেদ্দৌর্ভাগ্যভাজনম্ ॥

যে নারীর শিরোদেশ দীর্ঘ সে দেবরঘাতিনী হয়। যে রমণীর মস্তক রোমশ ও শিরাল, সে চিররুগ্ন হইয়া থাকে। যে নারীর শিরোদেশ স্থূল, সে পতিহীনা হয়, আর যে নারীর মস্তক দীর্ঘ সে বন্ধ্যা এবং যাহার মস্তক বিশাল সে দুর্ভাগিনী হইয়া থাকে ।

কেশলক্ষণ

কেশা অলিকুলচ্ছায়াঃ স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাঃ সুকোমলাঃ ।
কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাগ্রাশ্চ কুটিলাশ্চাতিশোভনাঃ ॥

যে রমণীর কেশসমূহ অলিকুলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম ও সুকোমল আর কেশের অগ্রদেশ ঈষৎ আকুঞ্চিত ও কুটিল, সেই নারী সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকে ।

সীমন্তলক্ষণ

সীমন্তঃ সরলঃ শস্তো মৌলিঃ শস্তঃ সমুন্নতঃ।
গজকুম্ভনিভো বৃত্তঃ সৌভাগ্যৈশ্বর্য্যসূচকঃ

যে সকল রমণীর সীমন্ত (সিঁতে) সরল ও মস্তক উন্নত, তাহারা সুলক্ষণা বলিয়া গণনীয়া হয়, আর যে রমণীর মস্তক গজকুম্ভকার ও সুবৃত্ত, সেই নারী ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া থাকে।

নেত্রলক্ষণ

মধুপিঙ্গাক্ষী রমণী ধনধান্যসমৃদ্ধিভাক্।
প্রলম্বমণিকং যস্যা দেবরং হন্তি সা ধ্রুবম্॥

যে নারীর নেত্রদ্বয় মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, সেই স্ত্রী ধন-ধান্য প্রভৃতি সমৃদ্ধির অধিকারিণী হয়। যে নারীর নেত্রের মণি লম্বমান্, সে দেবর ঘাতিনী হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

ললনালোচনে শস্তে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে।
গোক্ষীরবর্ণবিষদে সুস্নিগ্ধে কৃষ্ণপক্ষ্মিণী॥

যে নারীর নেত্রপ্রান্ত রক্তবর্ণ আর তারকা কৃষ্ণবর্ণ এবং তারার চারিদিক দুগ্ধবৎ শুভ্র ও স্নিগ্ধ আর পক্ষরোম সকল কৃষ্ণবর্ণ, সেই নারী সুলক্ষণা বলিয়া প্রসিদ্ধা হয়।

কামিনীনান্ত নিরতাং গোপিঙ্গাক্ষী সুদুর্ম্মদা।
পারাবতাক্ষী দুঃশীলা রক্তাক্ষী ভর্তৃঘাতিনী॥

যে নারীর নেত্র গাভীর নেত্রবৎ পিঙ্গলবর্ণ, সে যারপর নাই অহঙ্কৃতা হইয়া থাকে। যে রমণীর নেত্র কপোতের চক্ষুর ন্যায়, সে দুশ্চরিত্রা আর যাহার নেত্র কৃষ্ণবর্ণ সে স্বামীঘাতিনী হয়।

কোটরনয়না দুষ্টা গজনেত্রা ন শোভনা।
পুংশ্চলী বামকাণাক্ষী বন্ধ্যা দক্ষিণকাণিকা॥

যে রমণী কোটরনেত্রা সে দুশ্চরিত্রা হইয়া থাকে। যে নারীর নেত্র গজচক্ষুর ন্যায় সে সুলক্ষণা, যাহার বামনেত্র কাণা, সে পুংশ্চলী এবং যে নারীর দক্ষিণ নেত্র কাণা সে বন্ধ্যা হইয়া থাকে।

উন্নতাক্ষী ন দীর্ঘায়ুঃ বৃত্তাক্ষী কুলটা ভবেৎ।
মেষাক্ষী মহিষাক্ষী চ কেকরাক্ষী ন শোভনা॥

যে রমণীর নেত্রদ্বয় উন্নত, সে অল্পদিন জীবীত থাকে। যে রমণীর চক্ষুদ্বয় গোল সে কুলটা, যাহার নেত্র মেষচক্ষু বা মহিষচক্ষুর সদৃশ কিম্বা কেকর, সেই স্ত্রী অলক্ষণা জানিবে।

নীলোৎপলনিভং চক্ষুর্নাসালগ্নং শুভাবহং।
কেকরে পিঙ্গলে নেত্রে শ্যামে লোলেক্ষণেঽসতী॥

যে রমণীর নেত্র নীলপদ্মের ন্যায় ও নাসালগ্ন, সেই নারী সুলক্ষণা। যে নারীর নেত্রদ্বয় টেরা, পিঙ্গলবর্ণ শ্যামবর্ণ ও চঞ্চল, সে ভ্রষ্টা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

ললনালোচনে শস্তে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে॥

যে সকল নারীর নেত্রের প্রান্তভাগ লোহিতবর্ণ ও তা[illegible]কা কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিতা।

ন স্ত্রী ত্যজতি রক্তাক্ষং নার্থঃ কপিললোচনং।
ন সুনেত্রা মহৈশ্বর্য্যং নরোরূপং ধনং সুখম্॥

যে ব্যক্তির নেত্র লোহিতবর্ণ, তাহাকে নারীবিরহ ভোগ করিতে হয় না, যে যে রমণীর নেত্র কপিলবর্ণ তাহাকে অর্থভাবে কষ্ট পাইতে

হয় না, আর যে পুরুষের চক্ষুদ্বয় অতি মনোহর, তাহার ঐশ্বর্য্য, রূপ, ধন ও সুখের অভাব ঘটে না।

পক্ষলক্ষণ

পক্ষাভিঃ সুঘনৈঃ স্নিগ্ধৈঃ কৃষ্ণৈঃ সুক্ষ্মৈঃ সৌভাগ্য ভাক্।
কপিলৈর্বিরলৈঃ স্থূলৈর্বন্ধ্যা ভবতি ভামিনী॥

যদি নেত্রের পদ্ম ঘন, স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ ও সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে উহা সুলক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। যে রমণীর নেত্রের পদ্ম কপিলবর্ণ, বিরল ও স্থূল, সেই নারী অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।

ভ্রূলক্ষণ

খররোমা চ পৃথুলা বিকীর্ণা সরলা স্ত্রীয়াঃ।
ন ভ্রূঃ প্রশস্তা মিলিতা দীর্ঘরোমা চ পিঙ্গলা॥

যে রমণীর ভ্রূযুগল কর্কশ রোমযুক্ত, বিস্তৃত, বিকীর্ণ, রেখাবৎ সরল, পরস্পর সংযুক্ত, পিঙ্গলবর্ণ ও দীর্ঘরোমবিশিষ্ট, সেই রমণী কুলক্ষণা সন্দেহ নাই।

ভ্রুবৌ সুবর্ত্তূলে তস্যাঃ স্নিগ্ধে কৃষ্ণে অসংহতে।
প্রশস্তে মৃদুরোমাণৌ সুভ্রুবঃ কার্ম্মূকাকৃতি॥

যে রমণীর ভ্রূদ্বয় সুগোল, স্নিগ্ধ-কৃষ্ণবর্ণ, পরস্পর অসংলগ্ন, মৃদু রোমযুক্ত ও ধনুকের ন্যায় বক্র, সেই রমণী সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিতা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। সামুদ্রিক শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অশ্রুলক্ষণ

অনশ্রুস্নিগ্ধরুদিতং অদীনমশুভং নারীনাং।
প্রচুরস্বেদিনং রুক্ষং রুদিতঞ্চ সুখাবহম্॥

রোদনসময়ে যে সকল রমণীর অশ্রু নিপতিত না হয় সেই রমণী ভাগ্যহীনা বলিয়া জানিবে, আর যে রমণীর রোদনসময়ে ভুরিপরিমাণে অশ্রু নিপতিত হয়, আর ক্রন্দন শ্রবণ করিলে শোকের উদয় হইয়া থাকে, সেই নারী ভাগ্যবতী সন্দেহ নাই।

কর্ণলক্ষণ

অমাংসলং কর্ণযুগ্মং সমং মৃদু সমাহিতং।
লম্বৌ কর্ণৌ শুভাবর্ত্তৌ সুখদৌ চ শুভপ্রদৌ।
শষ্কুলীরহিতৌ নিন্দ্যৌ শিরালৌ কুটিলৌ কৃশৌ॥

যে রমণীর শ্রবণদ্বয় অধিক স্থূল নহে অথচ সমাকার, মৃদু ও সুগঠিত সেই নারী সুলক্ষণা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হয়, যে নারীর কর্ণযুগল লম্বিত ও আবর্ত্তবিশিষ্ট সেই স্ত্রী পতির কল্যাণকারিণী হইয়া থাকে, আর যে রমণীর কর্ণকুহর দৃষ্ট হয় না এবং কর্ণ সুস্পষ্ট শিরাসম্পন্ন, এবং বক্র ও কৃশ সেই নারী মন্দভাগিনী হয় সন্দেহ নাই।

নাসালক্ষণ

নাসা সমা সমপুটা স্ত্রীণান্তু রুচিরা শুভা।
শুকনাসঃ সুখী স্যাচ্চ শুষ্কনাসেতি জীবন

যে রমণীর নাসা সমান ও নাসারন্ধ্রযুগল সমাকার লাবণ্যবিশিষ্ট সে ভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। যে পুরুষের নাসা শুকনাসাবৎ সে সুখী হয়, আর যে ব্যক্তির নাসা শুষ্ক সে দীর্ঘজীবী হইতে পারে না।

আকুঞ্চিতারুণাগ্রা চ বৈধব্যক্লেশদায়িনী।
পরপ্রেষ্যা চ চিপিটা হ্রস্বা দীর্ঘা কালপ্রিয়া॥

যে নারীর নাসার অগ্রভাগ কুঞ্চিত ও লোহিতবর্ণ সেই, রমণী

বৈধব্যাদি দুঃখভোগ করিয়া থাকে। যে নারীর নাসা চিপিট, সেই নারী পরের কিঙ্করী এবং যাহার নাসা হ্রস্ব বা দীর্ঘ, সেই রমণী বিবাদপ্রিয়া হয়।

স্ত্রীমৃত্যুশ্চিপিটনাসে সুনাসো ভোগবান্ ভবেৎ।
নাসা সমা সমপুটা স্ত্রীণান্তু রুচিদা শুভা॥

যে ব্যক্তির নাসা চিপিট তাহার নারীবিয়োগ হয়। যে ব্যক্তির নাসা দেখিতে সুন্দর, সে ভোগশীল হইয়া থাকে। যে সকল রমণীর নাসা সমপুট সমদৃশ, তাহারা সুলক্ষণা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা।

অধরোষ্ঠলক্ষণ

মসৃণো মত্তকাশিন্যাশ্চোত্তরোষ্ঠঃ সুভোগদঃ।
কিঞ্চিন্মাধ্যোন্নতোহরোমা বিপরীতো বিরুদ্ধকৃৎ॥

যে রমণীর উত্তরোষ্ঠ সুচিক্কণ, মধ্যস্থল ঈষৎ উন্নত ও রোমহীন, সে ভোগশীলা হয়, আর ইহার বিপরীত লক্ষণবিশিষ্টা নারী দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কৃশঃ প্রলম্বঃ স্ফুটিতো রুক্ষো দৌর্ভাগ্যসূচকঃ।
শ্যামঃ স্থূলোধরোষ্ঠঃ স্যাদ্বৈধব্যকলহপ্রদঃ॥

যাহার অধর লম্বিত, কৃশ, স্ফুটিত ও রুক্ষ, সেই রমণী দুর্ভাগ্যবতী হয়, আর যে নারীর অধর ও ওষ্ঠ ধূসরবর্ণ এবং স্থূল সে পতিহীনা ও বিবাদপ্রিয়া হইয়া থাকে।

শ্যামঃ স্থূলোহধরোষ্ঠঃ স্যাদ্ বৈধব্যকলহপ্রিয়ঃ।
মসৃণো মত্তকাশিন্যাশ্চোত্তরোষ্ঠঃ সুভোগদঃ॥

যে রমণীর অধর ও ওষ্ঠ শ্যামবর্ণ ও স্থূল, সেই রমণী পতিহীনা ও

বিবাদপ্রিয়া হইয়া থাকে, আর যাহার অধর মসৃণ সেই স্ত্রী নানারূপ সুখভোগে দিনপাত করে।

পাটলো বর্ত্তুলঃ স্নিগ্ধো রেখাভূষিতমধ্যভূঃ।
সীমন্তিনীনামধরো রাজ্ঞাঞ্চৈব প্রিয়ো ভবেৎ॥

যে রমণীর অধর পটলবর্ণ, বর্ত্তুল, স্নিগ্ধ ও মধ্যস্থলে রেখা দ্বারা অলঙ্কৃত সেই রমণী নৃপতির মহিষী হয়।

সমুন্নততরৌষ্ঠি যা কলহৈরুক্ষভাষিণী।
যা তু রোমোত্তরৌষ্ঠি স্যান্ন শুভা ভর্ত্তুরেব হি॥

যে রমণীর ওষ্ঠদ্বয় অতি উন্নত সে কলহপ্রিয়া হয় এবং তাহার বাক্য অতীব কর্কশ হইয়া থাকে, আর যে রমণীর ওষ্ঠপ্রান্তে রোম দৃষ্ট হয় সে পতির অমঙ্গলকারিণী হয়।

হাস্যলক্ষণ

যস্যাস্তু হসমানায়াঃ আরক্তো দৃশ্যতে মুখে।
তৃতীয়ে স্বামিনং হত্বা চতুর্থে সুখমেধতে॥

হাস্যকালে যে রমণীর বদনমণ্ডল আরক্তবর্ণ হয়, সে বয়সের তৃতীয়ভাগে পতিকে ধ্বংস করিয়া চতুর্থভাগে সুখী হয়।

অকম্পং হসিতং শ্রেষ্ঠং নিমীলিতমঘাবহং।
অসকৃদ্ধসিতং দুষ্টং সোন্মাদস্য হ্যনেকধা॥

হাস্য করিবার সময় যাহার মস্তক কম্পিত না হয়, সে সুলক্ষণা বলিয়া অভিহিতা। যে নারীর হাস্য স্পষ্টরূপে প্রকাশিত না হয়, তাহার হৃদয়ে কোন দুরভিসন্ধি আছে স্থির করিবে। যে নারী মুহুর্মুহুঃ হাস্য করে সে দুঃশীলা বা উন্মত্তা সন্দেহ নাই।

যস্যাশ্চ হসনে কূপৌ গণ্ডয়োরুপজায়তে।
সা নাশয়তি ভর্ত্তারং গোপনে কামচারিণী ॥

হাস্যকালে যে রমণীর গণ্ডস্থলে বিবর দৃষ্ট হয়, সেই স্ত্রী পতিকে ধ্বংস করিয়া গোপনে মনোভিলাষ পূর্ণ করে।

অলক্ষিতস্মিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফুল্লকপোলকং।
স্মিতং প্রশস্তং সুদৃশামনিমীলিতলোচনম্ ॥

হাস্যসময়ে অথবা কথা কহিবার সময় যাহার দন্তশ্রেণী দেখা যায়, যাহার গণ্ডপ্রদেশ কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হাস্য তুষ্টিকর ও নেত্রদ্বয় মুদ্রিত প্রায় সেই নারী কল্যাণদায়িনী হইয়া থাকে।

স্মিতেকূপে গণ্ডয়োশ্চ সা ধ্রুবং ব্যভিচারিণী।

হাস্য করিবার সময়ে যে রমণীর গণ্ডপ্রদেশে কূপবৎ চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই রমণী ব্যভিচারিণী হয় সন্দেহ নাই।

দন্তলক্ষণ

অধস্তাদধিকৈর্দন্তৈর্মাতরং ভক্ষয়েৎ স্ফুটং।
পতিহীনা চ বিকটৈঃ কুলটা বিরলৈর্ভবেৎ ॥

যে রমণীর নিম্নপংক্তিতে অধিক দন্ত বিদ্যমান থাকে, সেই রমণী তাহার মাতার মৃত্যুর হেতু হয়। যে নারীর দন্ত বিকট, সেই নারী পতিহীনা হয় সন্দেহ নাই।

করালা বিষমা দন্তাঃ ক্লেশায় চ ভবন্তি তে।
তথৈব বিষমা দন্তাঃ ক্লেশায় চ ভয়ায় চ ॥

যে রমণীর দশনসমূহ করাল ও বিষম সেই রমণী কষ্টভাগিনী ও যাহার দশন বিষমাকার সেই স্ত্রী দুঃখে ও সভয়ে দিনপাত করে।

গোক্ষীরসন্নিভাঃ স্নিগ্ধা দ্বাত্রিংশদ্দশনাঃ শুভাঃ ।
অধস্তাদুপরিষ্টাচ্চ সমাঃ স্তোকসমুন্নতাঃ ॥

যে রমণীর দশনসমূহ দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, সংখ্যায় দ্বাত্রিংশতের অধিক বা ন্যূন নহে আর পংক্তিদ্বয়ে সমসংখ্যায় বর্ত্তমান আছে ও ঈষৎ উন্নত, সেই নারী কল্যাণকারিণী হইয়া থাকে ।

পীতাঃ শ্যামাশ্চ দশনাঃ স্থূলা দীর্ঘা দ্বিপংক্তয়ঃ ।
শুক্ত্যাকারাশ্চ বিরলা দুঃখদৌর্ভাগ্যকারণম্ ॥

যে রমণীর পংক্তিদ্বয়ে দশনসমূহ পীতবর্ণ বা শ্যামবর্ণ, স্থূল, দীর্ঘ, শুক্তির বর্ণযুক্ত ও বিরল, সেই স্ত্রী দুর্ভাগা হইয়া কষ্টে দিনপাত করিয়া থাকে ।

স্বপ্তা পরস্পরং যা তু দন্তান্ কিটিকিটায়তে ।
সুলক্ষ্মাপি ন সা শস্তা যা কিঞ্চিৎ প্রলপেত্তথা ॥

যে রমণী নিদ্রিতসময়ে দশনে দশন ঘর্ষণ করতঃ একরূপ বিকৃত শব্দ উৎপাদন করে, আর নিদ্রাবস্থাতে প্রলাপবচন প্রয়োগ করে, সেই রমণী সুলক্ষণাবিশিষ্টা হইলেও তাহাকে কুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিতা করিতে হইবে সংশয় নাই। সামুদ্রিক শাস্ত্রবিৎ মহাত্মাগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ।

জিহ্বালক্ষণ

সিতয়া তোয়মরণং শ্যাময়া কলহপ্রিয়া ।
দরিদ্রিণী মাংসলয়া লম্বয়া অভক্ষ্যভক্ষিণী ।
বিশালয়া রসনয়া প্রমদাতিপ্রমাদভাক্ ॥

যে রমণীর জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, সেই রমণী সলিলে মগ্ন হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করে, যাহার রসনা শ্যামবর্ণ, সেই নারী অতি কলহপ্রিয়া হয়

…হার রসনা অতি স্থূল, সেই নারী দরিদ্রা হয়, যাহার রসনা অতি লম্বমান, …সে অখাদ্য ভোজনে আসক্ত হয়, আর যাহার জিহ্বা অতি বিস্তৃত, সে প্রমাদভাগিনী হইয়া থাকে।

জিহ্বেষ্টমিষ্টভোক্ত্রী স্যাচ্ছোণা মৃদ্বী তথা সিতা।
দুঃখায় মধ্যসংকীর্ণা পুরোভাগসুবিস্তরা॥

যে রমণীর রসনা লোহিতবর্ণ, কোমল কিম্বা শ্বেত অপরাজিতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সেই রমণী মিষ্ট ভোজনে আসক্তা হয়। রসনার মধ্যস্থল সংকীর্ণ ও অগ্রদেশ বিস্তীর্ণ হইলে সেই রমণী ক্লেশভাগিনী হইয়া থাকে।

স্বরলক্ষণ

হংসস্বরা চ যা কন্যা কুমারী কোকিলস্বরা।
ধনধান্যবতী সা তু যৌবনে চক্রবাক্ স্বরা॥

যে রমণীর কণ্ঠস্বর বাল্যাবস্থাতে হংসের ন্যায়, কুমারীকালে কোকিলের ন্যায় আর যৌবন সময়ে চক্রবাকের ন্যায় থাকে, সেই রমণী ধনধান্যবতী হইয়া সুখভোগে দিনপাত করে সন্দেহ নাই।

তালুলক্ষণ

স্নিগ্ধং কোকনদাভাসং প্রশস্তং তালু কোমলং।
সিতে তালুনি বৈধব্যং পীতে প্রব্রজিতা ভবেৎ।
কৃষ্ণেপত্যবিয়োগার্ত্তা রূক্ষে ভূরিকুটুম্বিনী॥

যে স্ত্রীর তালু সুস্নিগ্ধ, মৃদু ও রক্তোৎপল সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, সেই নারী সুলক্ষণা বলিয়া প্রসিদ্ধা। যে রমণীর তালু শুভ্রবর্ণ, সে পতিহীনা, যাহার পীতবর্ণ, সে তপস্বিনী যাহার কৃষ্ণবর্ণ সে অপত্যবিরহে কাতরা এবং যে রমণীর তালুদেশ রুক্ষ, সে কুটুম্ববতী হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

গণ্ডলক্ষণ

সিতে কূপে গণ্ডয়োশ্চ সাধুবদ্ব্যাভিচারিণী।
ভোগী বৈ নিম্নগণ্ডঃ স্যান্মন্ত্রী সংপূর্ণষণ্ডকঃ ॥

যে রমণীর গণ্ডদেশ শ্বেতবর্ণ ও তাহাতে গর্ত্তের ন্যায় চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সেই রমণী সাধ্বী বলিয়া অনুমিত হয় বটে, কিন্তু সে ব্যাভিচারিণী সন্দেহ নাই। যে পুরুষের গণ্ডদেশ নিম্ন, সেই ব্যক্তি ভোগী এবং যাহার গণ্ডস্থল সম্পূর্ণ, সেই ব্যক্তি মন্ত্রণা-বিশারদ হয়।

শস্তৌ কপোলৌ বামাক্ষ্যাঃ পীনৌ বৃত্তৌ সমুন্নতৌ।
রোমশৌ পরুষৌ নিম্নৌ নির্ম্মাংসৌ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যে সকল নারীর গণ্ডস্থল স্থূল, সুগোল ও উন্নত, সেই সকল স্ত্রী সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিতা, আর যে নারীর গণ্ডদ্বয় রোমপূর্ণ, কর্কশ, নিম্ন ও মাংসহীন, সেই নারীকে অলক্ষণা বলিয়া জানিবে, সুতরাং তাদৃশী নারী সর্ব্বদা পরিত্যজ্যা।

অপরাপর বিবিধ লক্ষণ

যা চ কাঞ্চনবর্ণাভা রক্তহস্তসরোরুহা।
সহস্রাণান্তু নারীণাং ভবেৎ সাপি পতিব্রতা ॥

যে নারীর শরীরের লাবণ্য স্বর্ণের ন্যায়, যাহার করতল রক্তোৎপল সদৃশ লোহিতবর্ণ সেই নারী সহস্র রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা পতিব্রতা বলিয়া পরিগণিতা হয়।

বক্রকেশা চ যা কন্যা মণ্ডলাক্ষী চ যা ভবেৎ।
ভর্ত্তা চ ম্রিয়তে তস্যা নিয়তং দুঃখভাগিনী ॥

যে স্ত্রীর কেশ বক্র ও চক্ষু গোলাকৃতি, সে চিরকাল দুঃখিনী হয় ও অল্পদিনের মধ্যে পতিহীনা হইয়া থাকে।

যস্যাস্তু কুঞ্চিতাঃ কেশা মুখঞ্চ পরিমণ্ডলং।
নাভিশ্চ দক্ষিণাবর্ত্তা সা কন্যা কুলবর্দ্ধিনী॥

যে নারীর কেশপাশ কুঞ্চিত, মুখ গোলাকার ও নাভিদেশ দক্ষিণাবর্ত্ত-বিশিষ্ট, সে সুলক্ষণাক্রান্তা, পতিপুত্রাদিবিশিষ্টা ও বংশবৃদ্ধিকারিণী হইয়া থাকে।

পূর্ণচন্দ্রমুখী কন্যা বালসূর্য্যসমপ্রভা।
বিশালনেত্রা বিম্বোষ্ঠী সা কন্যা লভতে সুখম্॥

যে নারীর মুখ পূর্ণ শশধরের সদৃশ, শরীরের কান্তি তরুণ অরুণবৎ চক্ষু আয়ত এবং ওষ্ঠ বিম্বফল সদৃশ, সে বালা চির-সুখভোগ করে।

শুভে জঙ্ঘে বিরোমে চ ঊরু করিকরোপমৌ।
অশ্বত্থপত্রসদৃশং বিপুলং গুহ্যমুত্তমং॥
নাভিঃ প্রশস্তা গম্ভীরা দক্ষিণাবর্ত্তিকা শুভা।
অরোমা ত্রিবলী নার্য্যা হৃৎস্তনৌ রোমবর্জ্জিতৌ॥

যে নারীর জঙ্ঘাদ্বয় রোমহীন, ঊরুযুগল করিশুণ্ডের ন্যায়, গুহ্য অশ্বত্থ-পত্রের সদৃশ, নাভিদেশ প্রশস্ত, গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্তবিশিষ্ট, ত্রিবলী রোমহীন আর বক্ষঃস্থল ও স্তনদ্বয় রোমশূন্য, সে স্ত্রী সুলক্ষণা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হয়।

কার্য্যেঽপি মন্ত্রীপত্নী স্যাৎ সখী স্যাৎ করণেষু চ।
স্নেহেষু ভার্য্যা মাতা স্যাদ্বেশ্যা চ শয়নে শুভা॥

যে স্ত্রী কার্য্যসম্পাদনার্থে স্বামীকে মন্ত্রীবৎ সুপরামর্শ দেয়, আজ্ঞা পালনকালে যে নারী সখীবৎ আজ্ঞা রক্ষা করে, যে স্ত্রী স্নেহবিষয়ে

মাতার তুল্য এবং শয়ন সময়ে বেশ্যার ন্যায় আমোদ দান করে, তাহাকেই সুলক্ষণা জানিবে।

স্ত্রীণাং সমং শিরঃ শ্রেষ্ঠং ভ্রুবৌ চাথ ললাটকং।
ঊর্দ্ধং দ্বাভ্যাং পিণ্ডিকাভ্যাং জঙ্ঘে চাতি শিরালকে।
রোমশে চাতিমাংসে চ কুম্ভাকারং তথোদরং।
বামাবর্ত্ত্য নিম্নকল্পং দুঃখিতানান্ত গুহ্যকম্॥

যে সমস্ত রমণীর মস্তক সমান আকার, আর ভ্রূদ্বয় ও ললাট সমান তাহাদিগকে সুলক্ষণা বলিয়া জানিবে। যে সমস্ত নারীর জঙ্ঘার ঊর্দ্ধভাগে পিণ্ডিকদ্বয়যুক্ত, শিরাব্যাপ্ত, রোমপূর্ণ ও স্থূল, উদর কুম্ভবৎ এবং গুহ্য বামাবর্ত্ত, নিম্ন ও ক্ষীণ, সেই সকল নারী চিরদুঃখভোগ করে।

অনুন্নণং সন্ধিদেশং সমং জানুদ্বয়ং শুভা।
মৃদুগ্রীবা কম্বুভা চ কঠিনৌ বর্ত্তুলৌ স্তনৌ॥

যে সমস্ত নারীর সন্ধিস্থল উন্নত নহে, জানুদ্বয় সমান, কুচযুগল গোল ও দৃঢ়, গ্রীবা মৃদু ও শঙ্খতুল্য ত্রিরেখাবিশিষ্ট, সেই রমণীগণ কল্যাণদায়িনী হয় সন্দেহ নাই।

আরক্তাবধরৌ শ্রেষ্ঠৌ মাংসলং বর্ত্তুলং মুখং।
কুন্দপুষ্পসমা দন্তা ভাষিতং কোকিলাসমম্॥

যদি নারীজাতির অধর রক্তবর্ণ, মুখ গোলকৃতি ও মাংসপূর্ণ, দন্ত কুন্দপুষ্পসদৃশ এবং কণ্ঠস্বর কোকিলের স্বরের তুল্য হয়, তাহা হইলে সে সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিতা হইয়া থাকে।

শ্রোণী ললাটকং স্ত্রীণাং উরঃ কূর্ম্মোন্নতং শুভং।
গূঢ়মণিশ্চ শুভদো নিতম্বশ্চ গুরুঃ শুভঃ॥

যে স্ত্রীর কটিদেশ, ললাট ও বক্ষঃস্থল কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উচ্চ, মণি গূঢ় ও অপ্রকাশিত এবং নিতম্ব বিশাল, সেই নারীকে সুলক্ষণা জানিবে।

প্রলম্বিনী ললাটে তু দেবরং হন্তি চাঙ্গনা।
উদরে শ্বশুরং হন্তি পতিং হন্তি স্ফিচোর্দ্বয়োঃ ॥

যে নারীর ললাটে লম্বিত রেখা লক্ষিত হয়, সে দেবর ঘাতিনী হইয়া থাকে, যে রমণীর উদরে ঐরূপ রেখা দৃষ্ট হয়, তাহার শ্বশুর আশু শমন-ভবনে গমন করে, আর যে স্ত্রীর নিতম্বদ্বয়ে ঐ প্রকার রেখা দেখা যায়, সে পতিহীনা হয়।

স্তনৌ সরোমাবশুভৌ কর্ণৌ চ বিষমৌ তথা।
করালা বিষমা দন্তাঃ ক্লেশায় চ ভয়ায় চ ॥

যে নারীর স্তনদ্বয় রোমপূর্ণ, তাহাকে অলক্ষণা বলিয়া জানিবে। যে নারীর কর্ণযুগল অসমান এবং দন্তপংক্তি করাল ও অসমান, সে দুঃখ ও ভয়ের কারণ হয় সন্দেহ নাই।

সমুন্নত্তরোষ্ঠী যা কন্যাচ রুক্ষকেশিনী।
স্ত্রীষু দোষা বিরূপাসু যত্রাকারা গুণাস্ততঃ ॥

যে রমণীর ওষ্ঠ অধিক উচ্চ এবং কেশপাশ রুক্ষ, সেই রমণী বিবাদ-প্রিয়া হয় এবং তাহার বাক্য অতীব কর্কশ হইয়া থাকে। আকার ভেদে রমণীর হস্তপদাদির বিকৃতি ঘটিত সমস্ত শুভাশুভ চিহ্ন কথিত হইল।

ত্রীণি যস্যাঃ প্রলম্বানি ললাটমুদরং ভগং।
ত্রীণি সা ভক্ষয়েন্নারী শ্বশুরং দেবরং পতিম্।
ললাটে শ্বশুরং হন্যাৎ জঠরে দেবরং তথা।
গুহ্যঞ্চ হন্যাদ্‌ভর্ত্তারং মহাদোষাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

যে রমণীর ললাট, জঠর ও যোনি এই অঙ্গত্রয় লম্বিত, সে শ্বশুর, স্বামী

ও দেবর এই তিন জনকে গ্রাস করে অর্থাৎ তাহার শ্বশুর, পতি ও দেবরের মৃত্যু হয়। ললাট প্রলম্বিত হইতে শ্বশুর, জঠর লম্ববান হইলে দেবর, যোনি লম্বিত হইলে পতি বিনষ্ট হয়, সুতরাং ঐ তিনটি নারীজাতির পক্ষে মহাদোষজনক সন্দেহ নাই।

সুলক্ষণাপি দুঃশীলা কুলক্ষণাশিরোমণিঃ।
কুলক্ষণাপি যা সাধ্বী সর্ব্বলক্ষণভূস্তু সা॥

সমস্ত সুলক্ষণ শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও যে রমণী দুঃশীলা হয়, তাহাকে কুলক্ষণার শিরোমনি জানিবে। আর সমস্ত কুলক্ষণ দেহে বিদ্যমান থাকিলেও যে পতিব্রতা হয়, তাহাকে সুলক্ষণা বলা যায়।

বিরলা দশনা যস্যাঃ কৃষ্ণৌষ্ঠী কৃষ্ণজিহ্বিকা।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্তি দ্বিতীয়ঞ্চৈব বিন্দতি॥

যে স্ত্রীর দন্তপংক্তি বিরল, ওষ্ঠ ও জিহ্বা, কৃষ্ণবর্ণ সে প্রথমে স্বামীকে বিনষ্ট করিয়া অপর পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

যস্যা অত্যুৎকটং নার্য্যা বক্ষশ্চ বিস্তৃতং ভবেৎ।
উত্তরোষ্ঠে চ লোমানি শীঘ্রং সা ভক্ষয়েৎ পতিম্॥

যে স্ত্রীর বক্ষঃস্থল অত্যুৎকট ও বিস্তৃত আর উত্তরোষ্ঠে রোম বিদ্যমান থাকে সে আশু পতিহীনা হয়।

কৃষ্ণা কপিলকেশী চ মিলির ভ্রুকুটিস্তথা।
গমনং সত্বরঞ্চৈব ত্যক্তব্যা স্যাৎ সদা বুধৈঃ॥

যাহার বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ পিঙ্গল আর ভ্রূকুটিকালে ভ্রূযুগল মিলিত হয় এবং যে নারী দ্রুতপদে গমন করে, বধুগণ তাহাকে কুলক্ষণা বলিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

অঙ্গুলী বিরলা যস্যাঃ সলোমগাত্রকর্কশা।
ভেকাভৈকস্তনী ক্ষুদ্রা দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যে রমণীর অঙ্গুলীসমূহ বিরল এবং যে নারীর গাত্র কর্কশ ও রোমময়, যাহার স্তনযুগলের মধ্যে এক স্তন ভেকবৎ আর যাহার আকার খর্ব্ব, সে সৌভাগ্যলাভ করিতে পারে না, তাহাকে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

নাসাগ্রে দৃশ্যতে যস্যাস্তিলকং মশকোহপি বা।
কৃষ্ণদন্তা কৃষ্ণজিহ্বা দশাহেন পতিং হরেৎ ॥

যে রমণীর নাসিকার অগ্রদেশে তিল আর মশক চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং যে নারীর দন্ত ও রসনা কৃষ্ণবর্ণ, সে বিবাহান্তে দশদিনের মধ্যে পতিকে নিহত করে।

মৃদুগ্রীবা কম্বুসমা অরোমা হৃদয়ঃ শুভঃ ॥

গ্রীবা খর্ব্ব ও শঙ্খবৎ রেখাত্রয়বিশিষ্ট ও হৃদয় রোমহীন হইলে সুলক্ষণা জানিবে।

গ্রীবা হ্রস্বা চ গুহ্যন্ত দীর্ঘা তত্র কুলক্ষয়ঃ।
পৃথুগলাঃ প্রচণ্ডাশ্চ স্ত্রিয়ঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥

যে নারীর গ্রীবা ক্ষুদ্র ও গুহ্য দীর্ঘ, তাহার কুলক্ষয় হয়, আর যাহার গলা মোটা সে প্রচণ্ডা ও বিবাদপ্রিয়া হয় সন্দেহ নাই।

সূক্ষ্মকেশা তু যা কন্যা গৌরবর্ণা চ যা ভবেৎ।
অষ্টৌ জনয়তে পুত্রান্ প্রাপ্নোতি বিপুলং সুখম্ ॥

যাহার কেশকলাপ সূক্ষ্ম ও দেহ গৌরবর্ণ, সেই নারী ক্রমে ক্রমে আটটি পুত্র প্রসব করে এবং সুখভাগিনী হয়।

নীলোৎপলনিভং চক্ষুর্নাসালগ্নঃ সলম্বকং।
পৃথুলে বালেন্দুনিভে ভ্রুবৌ শুভে ললাটকে ॥

যে রমণীর চক্ষুযুগল নীলপদ্মের ন্যায় আয়ত, প্রান্তদ্বয় ক্রমসূক্ষ্ম নাসার তুই পার্শ্বে সংলগ্ন ও আকর্ণবিশ্রান্ত এবং যে নারীর ভ্রূদ্বয় ললাটের উপরে নবীন শশাঙ্করেখার ন্যায় বঙ্কিম ও বিস্তৃত, তাহাকে সুলক্ষণা বলিয়া জানিবে।

শিরালৈর্বিষমৈর্গুল্ফৈর্বিত্তহীনা ভবন্তি হি।
তুঃখিতাঃ পাপনিরতাশ্চোর্দ্ধেনাড়ী চ ডাকিনী॥

যে রমণীর গুল্ফ শিরাব্যাপ্ত ও অসমান, সে দরিদ্রা হয়। যদি চরণের নাড়ী উর্দ্ধদিকে থাকে, তাহা হইলে সেই রমণী তুঃখিনী, পাপীয়সী ও ডাকিনী হইবে।

মুখমূর্দ্ধং শরীরঞ্চ বিশালঞ্চ ভবেৎ সুখং
ততোঽপি নাসিকা শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠে তত্রাপি চক্ষুষী॥

যে ব্যক্তির বদনাদি, দেহের উর্দ্ধাংশ বিশাল এবং নাসা উন্নত ও নেত্র প্রশস্ত সে সুখী হয়।

বর্ণাদ্বহুতরং দেহো দেহাদ্বহুতরঃ স্বরঃ।
স্বরাদ্বহুতরং সত্ত্বং সর্ব্বং সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিতম্॥

বর্ণের সৌন্দর্য্য হইতে শরীরের সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ, শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা স্বরের মধুরতা প্রধান, স্বরমাধুর্য্য হইতে বুদ্ধি প্রখরতা শ্রেষ্ঠ, কারণ বুদ্ধি দ্বারাই যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

শ্লিষ্টাঙ্গুলৌ তাম্রনখৌ পাদৌ তুচ্চশিরাঙ্কিতৌ।
কূর্ম্মোন্নতৌ গূঢ়গুল্ফৌ সা স্ত্রী নৃপতেঃ স্মৃতাঃ॥

যে রমণীর পদের অঙ্গুলীসমূহ পরস্পর সংলগ্ন, নখ লোহিতবর্ণ, চরণ-যুগল উচ্চ শিরাযুক্ত ও কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ উন্নত আর গুল্ফ গূঢ়ভাবাপন্ন, সেই নারী রাজমহিষী হয়।

বাহুনেত্রান্তরঞ্চৈব জানুজঙ্ঘান্তরস্তথা।

কুচয়োরন্তরঞ্চৈব পঞ্চ দীর্ঘং প্রশস্যতে॥

বাহুযুগল, নেত্রের মধ্যস্থল, জানুযুগল, জঙ্ঘার মধ্যস্থল ও স্তনযুগলের মধ্যভাগ এই অঙ্গপঞ্চ দীর্ঘ হইলে সুলক্ষণা জানিবে।

যস্যাঃ পাদৌ মুখং নেত্রে স্নিগ্ধে ধন্যা নখস্তথা।

অধরৌষ্ঠানি বক্রাণি তাং কন্যাং রময়েদ্‌বুধঃ॥

যে কন্যার চরণযুগল, বদন ও চক্ষু স্নিগ্ধ সে কীর্ত্তিমতী হয়। যাহার নখ অধর ও ওষ্ঠ বক্র, তাহাকে বিবাহ করিলে সুখলাভ হইয়া থাকে

গৌরাঙ্গী বা তথা কৃষ্ণা স্নিগ্ধমঙ্গং মুখং তথা।

দন্তাঃ স্তনং শিরো যস্যাঃ সা কন্যা সুখমেধতে॥

যে নারী গৌরাঙ্গী বা কৃষ্ণবর্ণা, যাহার অঙ্গ, বদন, দশন, স্তন ও মস্তক স্নিগ্ধ, সে চিরদিন সুখভোগ করে।

চন্দ্রমুখী চ যা কন্যা বালসূর্য্যসমপ্রভা।

বিশালনেত্রা রক্তাক্ষী তাং কন্যাং বরয়েদবুধঃ॥

যাহার বদন চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, শরীরকান্তি তরুণ অরুণবৎ, নেত্র বিস্তৃত ও লোহিতবর্ণ, তাহাকে বিবাহ করিলে কল্যাণলাভ হইয়া থাকে।

যস্যাস্ত্রিরেখা গ্রীবায়াং কুক্ষিরেখাস্তথৈব চ।

সুখস্য ভাগিনী স্যাচ্চ ভূপতিঃ স্যাল্ললাটকে॥

যে নারীর গ্রীবাদেশ ও জঠরে রেখাত্রয় লক্ষিত হয়, সে চিরসুখ ভোগ করে। পুরুষের ললাটে ঐ প্রকার রেখা থাকিলে সে রাজপদ প্রাপ্ত হয়।

নভিঃ স্থূলা সূক্ষ্মকেশী নাতিদীর্ঘা সুমধ্যমা।

পীনস্তনী মৃগনেত্রা সা নারী সুখমেধতে॥

যে স্ত্রীর নাভি স্থূল, কেশপাশ সূক্ষ্ম, যাহার আকৃতি অনাতিদীর্ঘ, কটি কৃশ, স্তন পীন ও নেত্র মৃগচক্ষুর ন্যায় মনোহর, সে আজীবন সুখভাগিনী হয়।

যস্যাঃ করতলে পাদ চোর্দ্ধরেখা চ দৃশ্যতে।
যদি নীচকুলে জাতা রাজপত্নী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

যে নারীর করে ও চরণে উর্দ্ধরেখা থাকে, সে নীচকুলজাতা হইলেও রাজমহিষী হয়।

রাজহংসগতির্ব্বাপি মত্তমাতঙ্গগামিনী।
সিংহশার্দ্দুলমধ্যা চ সা ভবেৎ সুখভোগিনী ॥

যে স্ত্রীর গতি রাজহংস বা মত্তহস্তীর গতির ন্যায় মন্থর, যাহার কটি সিংহকটি বা ব্যাঘ্রকটির ন্যায় ক্ষীণ, সেই নারী সুখভোগ করিয়া থাকে।

মৃদ্বঙ্গী মৃগনেত্রা চ মৃগজানু মৃগোদরী।
দাসীজাতা চ সা কন্যা রাজানং পতিমাপ্নুয়াৎ ॥

যে রমণীর অঙ্গ মৃদু, চক্ষু মৃগচক্ষুর ন্যায়, জানু ও জঠর মৃগের জানু ও জঠরের সদৃশ, সেই নারী দাসীগর্ভজা হইলেও নরপতিকে পতিলাভ করে।

আরক্তং পৃষ্ঠতো যস্যাঃ সর্ব্বাঙ্গ গৌরমেব চ।
আবর্ত্তনী দীর্ঘনাসা রাজপত্নী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

যে রমণীর সর্ব্বাঙ্গ গৌরবর্ণ, পৃষ্ঠ ঈষৎ রক্তাভ, নাসা আবর্ত্তবিশিষ্ট ও দীর্ঘ, সেই রমণী রাজার মহিষী হয়।

যস্যাঃ করতলে পাদে দৃশ্যতে চিহ্নমুত্তমং।
রথং বজ্রং ধ্বজং চক্রং বিভূতিবরদা ভবেৎ ॥

যে রমণীর হস্ততলে ও চরণতলে রথ, বজ্র, ধ্বজ ও চক্রচিহ্ন থাকে, সে অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হয়।

যস্যাঃ রেখান্বিতৌ বাহূ মুখে চ তিলকং ধ্রুবং।
অধরোষ্ঠৌ সরলৌ চ ক্ষিপ্রং বৈধব্যলক্ষণম্॥

যে রমণী বাহুদ্বয় রেখাবিশিষ্ট, বদন তিলচিহ্নযুক্ত, অধর ও ওষ্ঠ সরল, সেই নারী বিবাহান্তে আশু বিধবা হয়।

যস্যাঃ কুটিলকেশাশ্চ নেত্রমুৎপলসন্নিভং।
নাভিশ্চ দক্ষিণাবর্ত্তা সা নারী সুখমেধতে॥

যে নারীর কেশপাশ কুটিল, নেত্র পদ্মপত্রসন্নিভ এবং নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত, সে রমণী সুখভোগ করিয়া থাকে।

অতিনীলা স্নিগ্ধকেশী সুমুখী চ সুমধ্যমা।
সুভ্রূ জঙ্ঘা সুনাসা চ সা কন্যা সুখমেধতে॥

যে নারীর কেশপাশ অত্যন্ত নীলবর্ণ ও স্নিগ্ধ, বদনের সৌন্দর্য্য মনোরম, মধ্যস্থল ভ্রূ জঙ্ঘা ও নাসিকা মনোহর, সেই কন্যা সুখভোগ করে।

যা সুবর্ণা প্রসন্নাক্ষী সুলোমা চ মৃদূদরী।
পদ্মপত্রসমাক্ষী চ পুত্রৈঃ সার্দ্ধং প্রবর্দ্ধতে॥

যে নারীর বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, নেত্র প্রসন্ন, রোম মৃদু, জঠর মৃদু, আর নেত্র পদ্মপত্রবৎ বিস্তৃত, সেই রমণী পুত্রাদির সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

স্নিগ্ধকেশী বিশালাক্ষী সুস্থা ধীরা মৃদুত্বচা।
সুমুখী সুভগা কন্যা তাং কন্যাং বরয়েদ্বুধঃ॥

যে নারীর কেশপাশ স্নিগ্ধ, নেত্র আয়ত, দেহ বলিষ্ঠ ও সুস্থ, দেহের চর্ম্ম কোমল আর মুখ মনোহর, সেই নারী স্বামীর সৌভাগ্য বর্দ্ধন করে।

স্নিগ্ধনীলাশ্চ মৃদবো মূর্দ্ধজাঃ কুতাঃ কচাঃ।
স্ত্রীণাং সমং শিরঃ শ্রেষ্ঠং গমনং হংসবত্তথা॥

যে সকল স্ত্রীর কেশ পাশ স্নিগ্ধ, নীলবর্ণ, মৃদু ও আকুঞ্চিত, যাহাদিগের মস্তক গোলাকার ও যাহাদিগের গতি হংসগতির ন্যায়, তাহারা সুলক্ষণা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

কাকবক্ত্রা চ নির্ম্মাংসা বহুলোমসমন্বিতা।
এতৎ সর্ব্বং প্রযত্নেন বর্জ্জয়েৎ পণ্ডিতঃ সদাঃ॥

যে স্ত্রীর মুখ কাকের সদৃশ, শরীর মাংসশূন্য আর বহু রোমে আবৃত, বুধগণ তাদৃশী নারীকে পরিত্যাগ করিবেন।

অতিসিতস্তথা কৃষ্ণমতিরক্তস্তথৈব চ।
এতৎ সর্ব্বত্র যত্নেন বুধেন পরিহার্য্যতে॥

যে সকল রমণী শ্বেতবর্ণা, অতীব কৃষ্ণা কিম্বা অত্যন্ত রক্তবর্ণা, পণ্ডিতেরা তাদৃশী নারীকে পরিত্যাগ করিবেন।

সংক্ষেপতস্তে কথিতং ময়েতৎ বিলক্ষণং চারুনিতম্বিনীনাং।
প্রায়ো বিরূপাঃ প্রভবন্তি দোষা যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি॥

চারু নিতম্বিনী সুন্দর নারীগণের লক্ষণ সংক্ষেপে বলিয়াছি। যে সমস্ত রমণী কুরূপা, তাহারা প্রায়ই দোষযুক্তা এবং যে সকল স্ত্রী রূপবতী, তাহারা প্রায়ই গুণবতী হয়। আকৃতি যে প্রকার, গুণও তদনুরূপ দেখা গিয়া থাকে।

ললাটচিহ্ন

ভালস্থেন ত্রিশূলেন নির্ম্মিতেন স্বয়ম্ভুবা।
নিতম্বিনীসহস্রাণাং স্বামীত্বং যোষিদাপ্নুয়াৎ।

যে নারীর ললাটে ত্রিশূলচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সে সহস্র সহস্র মহিলার মধ্যে প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভালঃ শিরাবিরহিতো নির্লোমার্দ্ধেন্দুসন্নিভঃ।
অনিম্নস্ত্র্যঙ্গুলো নার্য্যাঃ সৌভাগ্যারোগ্য কারণং
ব্যক্তস্বস্তিকরেখঞ্চ ললাটং রাজ্যসম্পদে ॥

যে নারীর ললাটপ্রদেশ শিরাশূন্য, রোমহীন, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, উন্নত ও তিন অঙ্গুলী-পরিমিত, সে নিরোগিণী ও সৌভাগ্যবতী হয়। যাহার ললাটে স্বস্তিকচিহ্ন দেখা যায় সেই নারী অসীম বিভবের অধীশ্বরী ও রাজ্যকর্ত্রী হইয়া থাকে।

শুভমর্দ্ধেন্দুসংস্থানমতুঙ্গং স্যাদলোমশং।
নৃপতীনাং ভবেচ্চিহ্নং ললাটং শুভদর্শনম্ ॥

যাহার ললাট অর্দ্ধচন্দ্রাকার, অনুন্নত, লোমহীন ও সুদৃশ্য সে রাজপদ লাভ করে।

প্রলম্বিনী ললাটে তু দেবরং হন্তি চাঙ্গনা ॥

যে নারীর ললাটদেশে প্রলম্বিনী রেখা দৃষ্ট হয়, সে বিবাহান্তে অচিরে দেবরঘাতিনী হইয়া থাকে।

ন পৃথুবালেন্দুনিভে ভ্রুবৌ চাথ ললাটকং।
শুভমর্দ্ধেন্দুসংস্থানমতুঙ্গং স্যাদলোমকম্ ॥

যে নারীর ভ্রূযুগল বিশাল নহে এবং তরুণ শশিকলার ন্যায় মনোহর, বক্র আর ললাট রোমহীন, অনুন্নত ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার সে মঙ্গলকারিণী হয়।

ললাটে দৃশ্যতে যস্যাস্ত্রিশূলং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
সা পঞ্চ জনয়েৎ পুত্রান্ ধনধান্যং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥

যে নারীর ললাটে কৃষ্ণবর্ণ অথবা পিঙ্গলবর্ণ ত্রিশূলচিহ্ন বিরাজিত থাকে, সেই স্ত্রী পাঁচটি পুত্র প্রসব করে আর তাহার ধনধান্য ইত্যাদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

একরেখা ভবেদ্‌যস্যা ললাটে শোভনা ভবেৎ।
শ্রীবৎসং স্বস্তিকঞ্চৈব ললাটে দৃশ্যতে সদা॥

যে নারীর ললাটদেশে একটিমাত্র রেখা বিদ্যমান থাকে' আর শ্রীবৎস স্বস্তিকচিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই স্ত্রী মঙ্গলের পাত্রী হইয়া থাকে।

নখেষু বিন্দবঃ শ্বেতাঃ প্রায়ঃ স্যুঃ স্বৈরিণীস্ত্রিয়াঃ।
পুরুষা অপি জায়ন্তে দুঃখিনঃ পুষ্পতৈর্নখৈঃ॥

যে সকল স্ত্রীর নখে শ্বেতবর্ণ বিন্দু বিরাজিত থাকে, সে প্রায়ই কুলটা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির নখে পুষ্পচিহ্ন থাকে, সে দরিদ্র হয়।

বামে কপোলে মশকঃ শোণো মিষ্টান্নদঃ শুভঃ।
তিলকং লাঞ্ছনং বাপি হৃদি সৌভাগ্যকারণম্॥

যে রমণীর বামকপোলে লোহিতবর্ণ মশক দেখা যায়, সে যাবজ্জীবন মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে। যাহার বক্ষে তিল অথবা অন্য কোনপ্রকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে সৌভাগ্যবতী হয়।

যস্যা দক্ষিণবক্ষোজে ভবেৎ তিলককাঞ্চনং।
কন্যাচতুষ্টয়ং সুতে সুতে সা চ সুতদ্বয়ম্॥

যে নারীর দক্ষিনস্তনে রক্তবর্ণ তিল দেখা যায়, সেই স্ত্রী চারিটি তনয়া ও দুইটি পুত্র প্রসব করে।

তিলকং লাঞ্ছনং শোণং যস্যা বামকুচে ভবেৎ।
একং পুত্রং প্রসূয়াদৌ অন্তে চ বিধবা ভবেৎ॥

যে নারীর বামস্তনে তিল অথবা অন্য কোনরূপ রক্তবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হয়, সে একটি মাত্র পুত্র প্রসব করিয়া বিধবা হয়।

গুহ্যস্য দক্ষিণে ভাগে তিলকং যদি শোভতে।
তদা ক্ষিতিপতেঃ পত্নী সূতে চ ক্ষিতিপং সুতম॥

যে নারীর গুহ্যের দক্ষিণভাগে তিল বিরাজিত থাকে, সেই নারী রাজার মহিষী হয়, আর তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে সেও রাজপদ লাভ করে।

নাসাগ্রে মশকঃ শোণো মহিষ্যা এব জায়তে।
কৃষ্ণঃ স এব ভর্তৃঘ্ন্যাঃ পুংশ্চল্যা বা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

যে রমণীর নাসিকার অগ্রভাগে লোহিতবর্ণ মশকচিহ্ন দেখা যায়, সে রাজার মহিষী হয়, কিন্তু ঐ চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ হইলে সে বিধবা হইয়া ব্যাভিচারিণী হয়।

নাভেরধস্তাত্তিলকং মশকো লাঞ্ছনং শুভং।
মশকস্তিলকং চিহ্নং গুল্ফদেশে দরিদ্রকম্ ॥

যে নারীর নাভিদেশের নিম্নে তিলচিহ্ন কিম্বা মশকচিহ্ন বিরাজিত থাকে, সেই নারী সৌভাগ্যবতী হয়। যে নারীর গুল্ফদেশে তিলচিহ্ন অথবা মশকচিহ্ন দেখা যায় সে দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

নাসাগ্রে দৃশ্যতে যস্যাস্তিলকং মশকোঽপি চ।
কৃষ্ণদন্তা কৃষ্ণজিহ্বা দশাহেন পতিং হরেৎ ॥

যে নারীর দন্ত ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, সে বিবাহের পর দশমদিবসের মধ্যে বিধবা হয়।

তিলকং বামতো যস্যাঃ কুক্ষিদেশে চ জায়তে।
মাষকসন্নিভং বাপি রাজপত্নী ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥

যে স্ত্রীর বামকুক্ষিতে মাষকলায়বৎ তিলচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে রাজপত্নী হয় সন্দেহ নাই।

পার্শ্বেস্যাদ্দীর্ঘতিলকং যস্যাঃ স্নিগ্ধঞ্চ দৃশ্যতে।
বামহস্তং পতিং প্রাপ্য পুত্রঃ পৌত্রশ্চ বর্দ্ধতে ॥

যে স্ত্রীর পার্শ্বদেশে দীর্ঘ ও মনোহর তিলচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই না
স্বামীর একান্ত প্রিয়তমা ও পুত্রপৌত্রশালিনী হয়।

যস্যা গণ্ডেঽধরে বামে হস্তে কর্ণে গলে তথা।
মাষকং তিলকং বিদ্যাৎ সা কন্যা সুখমেধতে॥

যে নারীর বামকপালে, অধরের বামদিকে, বামহস্তে, বামকর্ণে
গলের বামদিকে মাষকলায়ের ন্যায় তিলচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই স্ত্রী সু
সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকে।

আরক্তং বামকে যস্যাঃ কুক্ষিদেশে চ দৃশ্যতে।
মাষকং তিলকং বামে সা কন্যা সুখভাগিনী॥

যে স্ত্রীর বামকুক্ষিতে রক্তবর্ণ মাষকলায়বৎ তিলচিহ্ন দৃষ্ট হয়,
অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইয়া থাকে।

পাণৌ প্রদক্ষিণাবর্ত্তো ধর্ম্ম্যো বামো ন শোভনঃ।
নাভৌ শ্রুতাবুরসি বা দক্ষিণাবর্ত্ত ঈরিতঃ॥

যে নারীর হস্তে দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা দৃষ্ট হয়, সে সুলক্ষণা বলিয়া পরি
গণিতা। বামাবর্ত্ত রেখা থাকিলে তাহাকে অলক্ষণা জানিবে। নাভি
দেশে, কর্ণে কিম্বা হৃদয়ে দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা থাকিলে কল্যাণ হয়।

সুখায় দক্ষিণাবর্ত্তঃ পৃষ্ঠবংশস্য দক্ষিণে।
অন্তঃ পৃষ্ঠঃ নাভিসমো বহ্বায়ুঃ পুত্রবর্দ্ধনঃ॥

যে স্ত্রীর মেরুদণ্ডের দক্ষিণভাগে দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা দৃষ্ট হয়,
সৌভাগ্যশালিনী হয় এবং যাহার পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে কিম্বা নাভির সমসূত্র
পৃষ্ঠে ঐ প্রকার রেখা দেখা যায়, সে পুত্রবতী হইয়া দীর্ঘায়ুষী হয়।

রাজপত্ন্যাঃ প্রদৃশ্যেত ভগমৌলী প্রদক্ষিণঃ।
সা চেচ্ছকটভঙ্গ স্যাদ্বহ্বপত্যাঃ সুখপ্রদঃ॥

যে স্ত্রীর মূত্রদেশের উপরিভাগে দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা দেখা যায়, সে রাজ-হ্যী হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর মূত্রস্থলের উপর শকটভঙ্গ চিহ্ন লক্ষিত হয়, বহু পুত্রবতী হয় আর সুখভোগ করে।

কটিগোগুহ্যবেধেন পত্যাপত্যনিপাতন।
স্যাতামুদরবেধেন পৃষ্ঠাবর্ত্তো ন শোভনঃ।
একেন হন্তি ভর্ত্তারং ভবেদন্যেন পুংশ্চলী।

গুহ্য হইতে কটিপ্রদেশ যাবৎ দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা দৃষ্ট হইলে সেই স্ত্রী ধবা ও পুত্রহীনা হয়। যদি জঠরদেশ হইতে পৃষ্ঠভাগ যাবৎ ঐ প্রকার রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অমঙ্গলের কারণ সন্দেহ নাই। এই দুই প্রকার চিহ্নের মধ্যে প্রথমটিতে কুলনারী পতিহন্ত্রী ও দ্বিতীয়টিতে স্বৈর-রিণী হয়।

কণ্ঠর্গো দক্ষিণাবর্ত্তো দুঃখবৈধব্যহেতুকঃ॥

যে স্ত্রীর কণ্ঠে দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা লক্ষিত হয়, সে বিধবা হইয়া বহু কষ্ট পায়।

সীমন্তেঽথ ললাটে বা ত্যজ্যা দূরাৎ প্রযত্নতঃ।
সা পতিং হন্তি বর্ষেণ যস্যা মধ্যকৃকাটিকে॥

যে স্ত্রীর ললাট কিম্বা সীমন্তে দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা লক্ষিত হয় সে কুলক্ষণা সন্দেহ নাই। তাদৃশী কন্যাকে বিবাহ করিবে না এবং পরিবর্জ্জন করিবে। যে স্ত্রীর ঘাড়ের মধ্যভাগে দক্ষিণাবর্ত্ত চিহ্ন দেখা যায়, সে বিবাহান্তে একবর্ষ মধ্যে বিধবা হয়।

প্রদক্ষিণো বা বামো বা রোম্নামাবর্ত্তকঃ স্ত্রিয়াঃ।
একো বা মূর্দ্ধনি দ্বৌ বা বামে বামগতৌ যদি।
আদশাহং পতিঘ্না সা ত্যজ্যা দূরাৎ সুবুদ্ধিনা॥

যে স্ত্রীর ললাটে একটি কিম্বা দুইটি রেখা দৃষ্ট হয়, আর সেই রেখা বামাবর্ত্ত কিম্বা দক্ষিণাবর্ত্ত হয়, এবং মূর্দ্ধার বামভাগে দুইটি বামাবর্ত্ত রেখা থাকে, সেই রমণী অলক্ষণা সন্দেহ নাই। সে বিবাহান্তে দশদিনের মধ্যে পতিহীনা হয়। পণ্ডিতগণ তাদৃশী কন্যাকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন।

কট্যাবর্ত্তা চ কুলটা নাভ্যাবর্ত্তা পতিব্রতা।
পৃষ্ঠবর্ত্তা চ ভর্ত্তৃঘ্নী কুলটা বাথ জায়তে ॥

যে স্ত্রীর কটাদেশে আবর্ত্তরেখা লক্ষিত হয়, সেই স্ত্রী স্বৈরিণী হয়। যাহার নাভিতে আবর্ত্তচিহ্ন লক্ষিত হয়, সে যারপর নাই পতিব্রতা হয়, এবং যদি উক্ত রেখা পৃষ্ঠভাগে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সে পতিঘাতিনী কিম্বা কুলটা হয়।

সংক্ষেপাৎ কথিতং সর্ব্বং লক্ষণঞ্চ শুভাশুভং।
এতৎ সর্ব্বং পরিজ্ঞায় বিচার্য্যং বিবুধৈঃ সদা ॥

সামুদ্রিক শুভাশুভ লক্ষণ সংক্ষেপে বলা হইল, পণ্ডিতগণ বিশেষ প্রকারে এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন।

অজ্ঞাত্বা লক্ষণং হ্যেতৎ নরো বৈ কার্য্যমাচরেৎ।
তস্মাৎ দুঃখমবাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

এই সকল লক্ষণ অবগত না থাকিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয়।



(৬নং চিত্র)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ললাটরেখা দৃষ্টে শুভাশুভ নির্ণয়

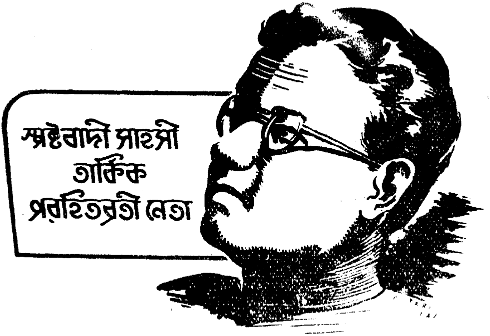
ললাটে লিখিতং ধাত্রা রেখাচিহ্নং শুভাশুভং।
যজ্‌জ্ঞাত্বা পুরুষো লোকে সুবিজ্ঞো সুদর্শী ভবেৎ॥

যেরূপ কর-চরণের চিহ্ন দর্শন করিয়া মানবজীবনের শুভাশুভ নির্ণীত হয়, সেইরূপ ললাটস্থ রেখা দেখিয়াও জীবনের ফলাফল নিরূপণ করা যায়। বিধাতা ললাটদেশে যে সমস্ত শুভাশুভ সূচক চিহ্ন অঙ্কিত

করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বিদিত হইলেই সেই ব্যক্তি ধরাধামে সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকেন।

ললাটে দৃশ্যতে রেখা দুঃখদৌর্ভাগ্যসূচকা।
দুঃসহক্ষতচিহ্নাপি শরীরে প্রভবন্তি হি॥

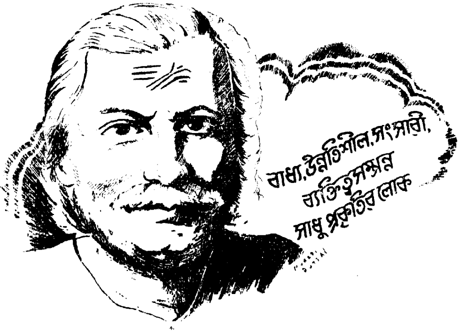
৩নং ছবির ১নং ললাটচিহ্নে যে প্রকার রেখা দেখা যায় ঐরূপ রেখা যাহার ললাটে অঙ্কিত থাকে, সে ব্যক্তি দুর্ভাগা হয় এবং তাহার দেহে দুঃখ জনক ক্ষতচিহ্ন হইয়া থাকে।



(৭নং চিত্র)

দৃশ্যতে যাদৃশী রেখা ললাটে তু শরীরিণঃ।
স্বাধিকারেণ তস্য হি মহদ্ধানিঃ প্রজায়তে॥

৩নং চিত্রে ২নং ললাটচিহ্নে যেরূপ রেখা অঙ্কিত আছে ঐরূপ রেখা বিদ্যমান থাকিলে সেই ব্যক্তির স্বীয় হস্তগত বিষয় দ্বারাই স্বীয় অনিষ্ট হইয়া থাকে।



(৮নং চিত্র)

দৃশ্যতে যাদৃশী রেখা ধনধান্যবিনাশিনী ॥

৩নং ছবির ৩নং ললাটচিহ্নে যে প্রকার রেখা আছে, ঐরূপ রেখা যাহার ললাটে থাকে সেই ব্যক্তির ধনধান্য সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।



(৯নং চিত্র)

কার্ম্মুকাকৃতিরেখা তু দৃশ্যতে যস্য দেহিনঃ।
দুশ্চরিত্রশ্চ দুঃশীলঃ স লোকে চাধমঃ স্মৃতঃ॥

৩নং চিত্রের ৪নং ললাটচিহ্নে যে প্রকার রেখা লিখিত আছে, ঐরূপ রেখা থাকিলে সেই ব্যক্তি দুশ্চরিত্র ও নরাধম হয়।



(১০নং চিত্র)

ঈদৃশী ত্রিরেখা তু দৃশ্যতে যস্য জন্তুনঃ।
নিপত্য উপরিষ্ঠাচ্চ ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

৩নং চিত্রের ৫নং ললাটচিহ্নে যে প্রকার রেখা অঙ্কিত আছে, যাহার ললাটে ঐরূপ রেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি বৃক্ষ প্রভৃতি কোন উচ্চস্থল হইতে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে সংশয় নাই।

বিদ্যতে যাদৃশী রেখা যস্য ভালে চ তাদৃশী।
হন্তারং তং বিজানীয়াৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

৩নং চিত্রের ৬নং ললাটচিহ্নে যেরূপ চিহ্ন আছে ঐ প্রকার চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি হত্যাকারী হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।



(১১নং চিত্র)

ভালে যস্য যাদৃশী রেখা যদি ভবতি তাদৃশী।
হন্তারং তং বিজানীয়াৎ খলং ক্রুরঞ্চ বঞ্চকং ॥



(১২নং চিত্র)

৩নং চিত্রের ৭নং ললাটচিহ্নে যেরূপ রেখা বিদ্যমান আছে, যে ব্যক্তির কপালে ঐরূপ রেখা দেখা যায়, সেই ব্যক্তি নরহত্যাকারী, ক্রুর খল ও প্রবঞ্চক হয়।

চিহ্নেষু বিদ্যমানেষু ম্রিয়তে স উদ্বন্ধনাৎ ॥

৩নং ছবির ৮নং ললাটচিহ্নে যেরূপ চিহ্ন আছে ঐরূপ চিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে সেই ব্যক্তি উদ্বন্ধনে জীবন বিসর্জ্জন করে।



(১৩নং চিত্র)

চিহ্নেষু বিদ্যমানেষু পূর্ব্বোক্তফলমাপ্নুয়াৎ ॥

৩নং ছবির ৯নং ললাটচিহ্নে যে প্রকার চিহ্ন আছে, ঐ প্রকার চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি উদ্বন্ধনে জীবন বিসর্জ্জন করে

চিহ্নঞ্চ বিদ্যতে যস্য মূর্ত্তৌ হি দৃশ্যতে যথা।
নিপত্য জলগর্ভে তু মহদ্দুঃখমবাপ্নুয়াৎ ॥

৩নং ছবির ১০নং ললাটচিহ্নে যেরূপ চিহ্ন বিদ্যমান আছে, যে ব্যক্তির কপালে ঐ প্রকার চিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি জলগর্ভে নিপতিত হইয়া অতীব ক্লেশ প্রাপ্ত হয়।

দৃশ্যতে যাদৃশী রেখা যদি ভবতি তাদৃশী।
হন্তারং তং বিজানীয়াৎ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

৪নং ছবির ১১নং ললাটচিহ্নে যেরূপ চিহ্ন আছে, যে ব্যক্তির কপালে ঐরূপ চিহ্ন দেখা যায় সেই ব্যক্তি নরহত্যাকারী হয়।



(১৪নং চিত্র)

শান্তস্য চ দরিদ্রস্য সুশীলস্য মহামতেঃ।
রুষ্টস্য ঋতুশীলস্য ব্যুৎপন্নবুদ্ধেরেবচ॥
শাস্ত্রার্থে চানুরক্তস্য চতুরস্য মেধাবিনঃ।
বিদ্যতে যাদৃশং চিহ্নং জ্ঞায়তাং তৎ মনীষিভিঃ॥

৩নং ছবির ১২নং কপাল রেখায় যেরূপ চিহ্ন অঙ্কিত আছে, যাহার ললাটে ঐরূপ চিহ্ন থাকে সেই ব্যক্তি শান্ত, দরিদ্র, সুচরিত্র, বুদ্ধিমান্, ক্রুদ্ধ, ঋজুস্বভাব, ব্যুৎপন্নবুদ্ধি, শাস্ত্রার্থে অনুরাগী, চতুর মেধাশীল হইয়া থাকে।



(১৫নং চিত্র)

দৃশ্যতে যদি চিহ্নঞ্চ বামভাগেঽর্দ্ধচন্দ্রবৎ।
বক্তারং তং বিজানীয়াৎ নির্দ্দিষ্টঞ্চ মনীষিভিঃ॥

৩নং ছবির ১৩নং কপাল রেখায় যেরূপ চিহ্ন আছে, যাহার ললাটের বামদিকে প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রাকার ঐ প্রকার চিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি বাচাল হয়।

অধস্থাৎ ক্ষুদ্ররেখা চ ঊর্দ্ধে মধ্যনিকা তথা।
মধ্যে চ আয়তা রেখা ধনধান্যপ্রবর্দ্ধিনী॥

৩নং ছবির ১৪নং ললাটচিহ্নে যেরূপ নিম্নদিকে একটি ক্ষুদ্ররেখা উর্দ্ধে তদপেক্ষা একটি বৃহৎ রেখা, আর ঐ রেখাদ্বয়ের মধ্যভাগে একটি দীর্ঘরেখা দেখা যাইতেছে, যাহার ললাটে ঐ প্রকার তিনটি রেখা বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি ধনধান্যশালী হয়।



(১৬নং চিত্র)

যাবন্তি সন্তি চিহ্নানি যদি ভবন্তি তানিতু।
সরলঃ সচ বিজ্ঞেয়ঃ সুশীলো ধনবান্ স্মৃতঃ ॥

৩নং ছবির ১৫নং কপাল রেখায় যেরূপ চিহ্ন অঙ্কিত আছে, যাহার ললাটে ঐ প্রকার চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি সরল, সুশীল ও ধনশালী হয়।

রেখাদ্বয়ং যথা দৃষ্টং যস্য ভালে প্রদৃশ্যতে।
দরিদ্রঃ স চ বিজ্ঞয়শ্চিররোগী ধনোজ্‌ঝিতঃ॥

৩নং চিত্রের ১৬নং ললাটচিহ্নে যেরূপ চিহ্ন আছে, যে ব্যক্তির ললাটে ঐরূপ চিহ্ন থাকে সেই ব্যক্তি দরিদ্র, চিররোগী ও অর্থহীন হয়।



(১৭নং চিত্র)

ধনিনো ভাগ্যশীলস্য প্রত্যুৎপন্নমতে স্তথা
ভবন্তি তানি চিহ্নানি তাবন্তি লিখিতানি বে॥

কপালে যেরূপ চিহ্ন থাকিলে ভাগ্যশীল, ধনী ও প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি হয়, তাদৃশ চিহ্ন ৩নং চিত্রের ১৭ নং ললাটচিহ্নে অঙ্কিত আছে।

দৃশ্যতে যস্য ভালে তু রেখাত্রয়ং সমায়তং।
বাগ্মী চৈব সুশীলশ্চ নীতিমান্ ভাগ্যবাংস্তথা॥

ধন্যশ্চ প্রিয়ভাষী চ সর্ব্বজনপ্রিয়ঙ্করঃ।
অভিনামশ্চ সর্ব্বেষাং তথা চানন্দবর্দ্ধনঃ॥

৩নং চিত্রের ১৮নং ললাটচিহ্নে যে প্রকার তিনটি সমদীর্ঘ রেখা লক্ষিত হইতেছে, যাহার কপালে ঐ প্রকার রেখা অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি বাগ্মি, সুস্বভাব, নীতিমান্‌, ভাগ্যশীল, ধন্যবাদার্হ, উপকারী ও প্রিয় হয়।



(১৮নং চিত্র)

ঈদৃশং দৃশ্যতে চিহ্নং ললাটে যস্য জন্তুনঃ।
শাঠ্যেনৈব বলেনৈব লভতে বিপুলং ধনম্‌॥

৩নং চিত্রের ১৯নং ললাটচিহ্নে যেরূপ চিহ্ন আছে, ঐরূপ চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি বলপূর্ব্বক ও শঠতাচরণ দ্বারা ভুরি অর্থ উপার্জ্জন করে।

ললাটে দৃশ্যতে রেখা যদি ভবতি তাদৃশী।
সুখদুঃখেন জীবেত স নরো নাত্র সংশয়ঃ ॥



(১৯নং চিত্র)

৩নং চিত্রের ২০নং ললাটচিহ্নে যেরূপ চিহ্ন আছে, যাহার ললাটে ঐরূপ চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি কখন সুখে বা দুঃখে কালাতিপাত করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই অধ্যায়ে ৭নং চিত্র হইতে ১৯নং চিত্র পর্য্যন্ত যে সমস্ত ললাটরেখা আছে, তৎ[illegible]ই তাহার ফল জানিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

শাকুনবিদ্যা*

অথোচ্যতে কাকরুতং রুতানাং মূর্দ্ধ্নি
স্থিতঃ শাকুন ভাষিতানাং।
অচিন্তিতাবেদিতকার্য্যসিদ্ধিং
পূর্ব্বাদিকাষ্ঠাপ্রহরক্রমেণ ॥

শাকুনশাস্ত্রে যে সব পক্ষীস্বর কথিত আছে, কাকশব্দই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এইজন্যই উহাই বর্ণিত হইতেছে। এই বিদ্যাবলে কাকস্বর জ্ঞাত হইলে দিক্‌ভেদে ও প্রহারানুসারে অভাবনীয় এবং অবিদিত কার্য্যসিদ্ধি জ্ঞাত হওয়া যায়।

যো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ
কাকা ভবন্ত্য জপঞ্চমাস্তে।
বর্ণাকৃতিভ্যামুষিতাভ্যাং সদাভিযুক্তৈরুপলক্ষণীয়াঃ ॥

কাক জাতিভেদ পঞ্চবিধ,—বিপ্র, বৈশ্য শূদ্র ও অন্ত্যজ। যে সকল লোক এই শাস্ত্রান্বেষী তাহারা মুনিবচনানুসারে বর্ণ ও আকার দ্বারা বায়সগণের জাতি স্থির করিবে।

---

* নর, পশু, পক্ষী ইত্যাদি জীব কিম্বা কোনদ্রব্য দর্শন করিয়া যাত্রাকালে অথবা অন্যকোন সময়ে যে শুভাশুভ ফল নিরূপণ করা যায়, তাহার নাম শাকুনবিদ্যা, আর যে নর বা পশুপক্ষ্যাদি দেখিয়া ঐ প্রকার নিরূপণ করা যায়, তাহাকে শাকুন কহে। শাকুন বিদ্যার মধ্যে কাকস্বরই প্রধান এইজন্য সাধারণের পরিজ্ঞাতার্থ উহাই এস্থলে কীর্ত্তিত হইল।

বৃহৎপ্রমাশো গুরুদীর্ঘতুণ্ডো
দৃঢ়স্বরঃ কৃষ্ণবপুঃ স বিপ্রঃ।
পিঙ্গাক্ষনীলাক্ষবিমিশ্রবর্ণঃ স্যাৎ
ক্ষত্রিয়স্তীক্ষ্ণরবোতিশূরঃ ॥

যে কাক বৃহৎ, চঞ্চু লম্বা ও স্বর কর্কশ এবং দেহ কৃষ্ণবর্ণ তাহাকেই বিপ্র-জাতি কহে। যে কাকের নেত্র পিঙ্গলবর্ণ কিম্বা নীলবর্ণ, স্বর প্রখর বর্ণ মিশ্রিত সেই কাক ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত।

যঃ পাণ্ডুনীলঃ সিতনীলচক্ষু
র্নাত্যর্থরূঢ়ো রটিতশ্চ বৈশ্যঃ।
ভস্মচ্ছবির্ভূরিককারশব্দঃ শূদ্রঃ
কৃশাক্ষশ্চপলোতিরুক্ষঃ ॥

যে কাকের বর্ণ নীল, কিম্বা, পাণ্ডু, নেত্র শ্বেত ও নীল, শরীর অতি রুক্ষ, সর্ব্বদা চঞ্চল সেই কাকই বৈশ্বজাতীয়, যাহার দেহ কৃশ ও রুক্ষ, চপল, বর্ণ ভস্মের ন্যায়, যে কাক রব করিলে বহু ক-কার উচ্চারিত হয়, সে শূদ্রজাতীয়।

বিরুক্ষসূক্ষ্মাস্যতনুর্ব্বিশঙ্কো যঃ
স্কন্ধরাদীপ্তনখং বিভর্ত্তি।
স্থিরারবঃ স্থৈর্য্যসমেত বুদ্ধিঃ
কাকোঽন্ত্যজাতিঃ খলু পঞ্চমোঽত্র ॥

যে কাকের শরীর ও নেত্র সূক্ষ্ম এবং গলদেশ ও নখর সমুজ্জ্বল, রব, স্থির, বুদ্ধিও স্থির তাহাকে অন্ত্যজ জাতি কহে।

দ্রোণাভিধঃ কৃষ্ণবপুর্দ্বিজো যো গ্রাহ্যঃ
স কাকঃ খলু মুখ্যবৃত্ত্যা।

তস্মাদতে শ্যামগলো নিরীক্ষ্যং শ্বেতশ্চ
নিন্দোঽদ্ভুতদর্শনোঽসৌ ॥

যে দাঁড়কাক কৃষ্ণবর্ণ এবং ব্রাহ্মণজাতি, তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। নতুবা যাহার গলা শ্যাম ও শরীর শুভ্রবর্ণ, তাহাকেই গ্রহণ করিয়া শুভাশুভ গণনা করিতে হয়। যে কাক বিবিধবর্ণে চিত্রিত, সে নিন্দিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বিপ্রং স্ফুটং জল্পতি পৃচ্ছ্যমানো ন্যূনং
ততঃ ক্ষত্রিয়জাতিরাহ।
আখ্যাতি শূদ্রো বলিদানলোভাৎ
ব্রবীতি শূদ্রো বলিদানলোভাৎ ॥

যে কাক বিপ্রজাতীয়, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রকাশিতরূপে ফল বলিয়া থাকে। যে কাক ক্ষত্রজাতীয় তাহাকে বিপ্রজাতীয় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন জানিবে। যে কাক বৈশ্যজাতীয়, অতি যত্ন করিলে সে ফল বলিয়া দেয়, আর যে কাক শূদ্রজাতীয় সে খাদ্যাদি লাভের লোভে ফল প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্রশ্নং কৃতং জল্পতি কৃষ্ণবর্ণঃ সদা
সমস্তং বিহগোঽন্ত্যজাতিঃ।
সদ্যস্ত্রিসপ্তাহদশাপক্ষৈঃ পঞ্চাপি কাকাঃ ফলদাঃ ক্রমেণ ॥

কৃষ্ণবর্ণ অন্ত্যজজাতীয় কাককে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিরন্তর সমস্ত ফল প্রকাশ করে। বিপ্রজাতীয় কাক সদ্য ফল প্রকাশ করে। ঐ প্রকার ক্ষত্রজাতীয় কাক তিনদিনের মধ্যে, বৈশ্যজাতীয় কাক সপ্তাহের মধ্যে, শূদ্রজাতীয় কাক দশদিনের মধ্যে এবং অন্যান্য অন্ত্যজ জাতীয়েরা পক্ষমধ্যে ফলপ্রদান করিয়া থাকে।

শান্তে প্রদীপ্তে চ রটম্ বিহঙ্গঃ
শুভপ্রদো দীপ্তপরাঙ্মুখঃ সন্ ।
ন ক্কাপি রৌদ্রো রটিতঃ প্রশস্তঃ
সর্ব্বত্র শতো মধুরশ্চ রক্তঃ ॥

যদি কাকস্বর শান্ত ও সমুজ্জ্বল হয়, পরাঙ্মুখভাবে উজ্জ্বল স্বর করে, তাহা হইলে সেই স্বর মঙ্গলকর। কাক যে কোন কালেই হউক, কঠোর স্বর করিলে তাহা অমঙ্গলের হেতু হয়। মধুর শব্দ ও স্বর শুনিলে সুশ্রাব্য বলিয়া প্রীতি জন্মে, তাহাই প্রশস্ত।

দীপ্তস্থিতো যঃ পরুষস্বরেণ বিরৌতি
দীপ্তাভিমুখঃ স কার্য্যং ।
নিষ্পাদ্য নির্নাশয়তে চ সম্যক্
দীপ্তোন্মুখঃ শান্তরবো হি সর্দ্ধ্যে ॥

যদি কোন কাক সূর্য্যকিরণে বসিয়া সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া কর্কশ স্বর করে, তাহা হইলে অগ্রে কার্য্যসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যদি কাক সূর্য্যের অভিমুখে বসিয়া শান্তভাবে স্বর করে, তাহা হইলে কর্ম্ম সম্যকরূপে সিদ্ধ হয়।

শান্তঃ প্রদীপ্তাভিমুখো বিধায় শব্দং
প্রবিশ্যাথ পুনঃ প্রদীপ্তং ।
যো রৌতি কাকো মধুরস্বরেণ হৃত্বা
বিরুদ্ধং স দদাতি সিদ্ধিম্ ॥

যে কাক ভাস্করদেবের অভিমুখে বসিয়া শান্তভাবে স্বর করতঃ রৌদ্রে মধুর শব্দ করে, সে যাবতীয় অমঙ্গল দূর করিয়া সিদ্ধি প্রদান করে।

বিধায় দীপ্তাভিমুখং বিরাবং ততঃ
প্রশান্তাভিমুখো বিরৌতি।
যো বায়সোহসৌ বিনিহন্ত্য সম্যক্
কার্য্যানি সর্ব্বানি পুনঃ করোতি ॥

যে কাক অগ্রে সূর্য্যের তাপের দিকে মুখ রাখিয়া রব করতঃ তৎপর ছায়ার অভিমুখে মুখ রাখিয়া উপবেশন করে, সে অগ্রে যাবতীয় অনিষ্টকর কর্ম্ম নাশ করিয়া দেয় বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার সেই সমস্ত উৎপাত হয়।

সূর্য্যোদয়ে পূর্ব্বদিশি প্রশস্ত স্থানে
স্থিতো যোহভিমুখং বিরৌতি।
নাশং রিপোশ্চিন্তিতকার্য্যসিদ্ধিং
স্ত্রীরত্নলাভং স করোতি কাকঃ ॥

সূর্য্য উদয়ের প্রাক্কালে যদি কাক পূর্ব্বদিকে প্রশান্ত স্থলে বসিয়া রব করে, তাহা হইলে যে স্থানে বসিয়া রব করে, সেই স্থলের অধিকারীর অরি বিনাশ ও মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হয় এবং স্ত্রী-রত্নলাভ করিয়া থাকে।

ধ্বাঙ্খঃ প্রভাতে যদি বহ্নিভাগে
বিরৌতি তিষ্ঠন্ রমণীয়দেশে।
শত্রূন্ প্রণশ্যত্যচিরাদ্বিশঙ্কঃ প্রয়াতি
যোষিৎ সমবাপ্যতে চ ॥

প্রাতঃকালে অগ্নিদিকে মনোরম স্থলে বসিয়া রব করিলে অন্তরে শত্রু-বিনাশ করতঃ আশু যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে জানিবে।

রুবন্ প্রভাতে দিশিদক্ষিণাস্যাং
কাকঃ সমাবেদয়তেতি দুঃখং।

রোগার্ত্তিমৃত্যুং পুরুষস্বরেণ রম্যেন
চেষ্টাগমযোষিদাপ্তিম্ ॥

যদি প্রাতঃকালে বায়স দক্ষিণদিকে বসিয়া কর্কশ স্বরে রব করে, তাহা হইলে দুঃখ সঞ্চার হয়, রোগ ও মনঃপীড়া জন্মে এবং মৃত্যু আসন্ন হইয়া থাকে। মিষ্টস্বরে রব করিলে বিত্ত, স্ত্রী ও অর্থলাভ হইয়া থাকে।

নৈঋর্ত্যভাগে যদি চ প্রভাতে
করোতি কাকঃ সহসা বিরাবং।
ক্রূরং ততঃ কর্ম্ম সমভূপৈতি
দূতাগমো মধ্যমিকা চ সিদ্ধিঃ ॥

প্রাতঃকালে কাক নৈঋর্তকোণে উপবেশন পূর্ব্বক স্বর করিলে নিন্দিত ব্যাপার সংঘটিত হয়, কোন স্থান হইতে দূত আগমন করে এবং যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা মধ্যবিধরূপে সম্পন্ন হয়।

প্রাতঃ প্রতিচ্যাং যদি রৌতি কাকো
ধ্রুবং তদা বর্ষতি বারিবাহং।
স্ত্রীবস্ত্রভূভৃৎপুরুষাগমশ্চ কলিঃ
কলত্রেণ সমং তদা স্যাৎ ॥

প্রাতঃকালে কাক পশ্চিমদিকে বসিয়া রব করিলে জলবর্ষণ হয়, স্ত্রী, বস্ত্র, ক্ষেত্র ও পুরুষাগম হয় এবং স্ত্রীর সহিত বিরোধ হইয়া থাকে।

ধ্বাঙ্খস্য শব্দে পবনালয়স্থে বস্ত্রান্নযানাভিমতাগমাঃ স্যুঃ।
পান্থাগমঃ প্রাক্তনবৃত্তিনাশঃ স্যাদন্যদেশে গমনং স্বদেশাৎ ॥

যদি প্রাতঃকালে কাক বয়ূকোণে উপবেশন পূর্ব্বক স্বর করে, তাহা হইলে অনুত্তম আহার, বসন ও বাহনাদি লাভ হয়, কোন পথিক আগমন করে, প্রাচীন বৃত্তি বিনাশ পায় আর বিদেশে গমন করিতে হয়।

দিশ্যুত্তরস্যাং সুরবং প্রভাতে
নিরীক্ষ্যমাণো বলিভুগ্ নরাণাং।
দদাতি দুঃখঃ ভুজগাচ্চ ভীতিং
দরিদ্রতাং নষ্টধনেষ্টলাভম্॥

যদি কাক প্রভাতকালে উত্তরদিকে বসিয়া কোন লোকের দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক রব করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির দুঃখ, সর্পভয় ও দারিদ্রতাতে কষ্ট পাইতে হয়, তাহার হৃতধন লাভ হইয়া থাকে এবং মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়।

দিশীশরত্যাং যদি রৌতি কাক
আগচ্ছতস্তদ্বনিতান্তজাতী।
ব্যাধের্নিমিত্তং প্রিয়বস্তুলাভো
ভবেত্তদা রোগবলেঽবসানম্॥

যদি কাক প্রভাতে ঈশানকোণে বসিয়া স্বর করে, তাহা হইলে রোগনাশার্থ কোন অন্ত্যজা নারী আসিয়া রোগদূর করিয়া দেয়, আর প্রিয় দ্রব্য লাভ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মপ্রদেশে স্থিতাবায়সস্য প্রভাতকালে মধুরস্বরেণ।
অভীপ্সিতার্থগমনং ধ্রুবং স্যাৎ
স্বামিপ্রসাদো দ্রবিণস্য লাভঃ॥

যদি কাক প্রাতঃকালে উর্দ্ধে থাকিয়া মিষ্টরব করে, তাহা হইলে অভিলষিত দ্রব্য ও অর্থ লাভ হয় এবং সেই ব্যক্তির প্রভু সন্তুষ্ট হন।

পূর্ব্বত্র যামে প্রথমে সশব্দঃ কাকো
ভবেচ্চিন্তিতকার্য্যসিদ্ধোঃ।

অভীষ্টলোকাগমনং তথা স্যান্নষ্টার্থ-

লাভো নিয়তং নারাণাং ॥

কোন বায়স দিবাভাগে আদি-প্রহরে পূর্ব্বদিকে উপবেশন পূর্ব্বক রব করিলে বাঞ্ছিত সিদ্ধ হয়, প্রিয় ব্যক্তি আগমন করে এবং অপহৃত অর্থের পুনর্লাভ হয়।

আগ্নেয়ভাগে যদি চাদ্যযামে স্ত্রীলাভবিদ্বেষিবধৌ ভবেতাং।

কৃতান্তভাগে বলিভুগ্বিরাধঃ স্ত্রীলাভসৌখ্যপ্রিয়সঙ্গকারী ॥

দিবার আদি প্রহরে কাক অগ্নিকোণে বসিয়া রব করিলে শত্রুধ্বংস ও দক্ষিণদিকে থাকিয়া রব করিলে নারীলাভ ও সুখলাভ হয় এবং প্রিয় ব্যক্তির সহিত সমাগম হইয়া থাকে।

নৈঋ্‌র্ত্যকোণে প্রিয়যোষিদাপ্তির্মিষ্টাশনং

সিদ্ধ্যতি চিন্তিতোঽর্থঃ।

দিশি প্রতীচ্যাং বিরুতে ভবেতামভ্যর্থনীয়াগগনাম্বুবৃষ্টি ॥

দিবার প্রথম প্রহরের মধ্যে যে কোনকালেই হউক, যদি বায়স নৈঋ্‌র্ত কোণে বসিয়া রব করে, তাহা হইলে প্রিয়তমা রমণীলাভ, মিষ্টদ্রব্য আহার ও বাঞ্ছিত সিদ্ধ হইয়া থাকে, আর যদি পশ্চিমদিকে বসিয়া রব করে, তাহা হইলে অভিলষিত দ্রব্য লাভ ও সেই দেশে জলবর্ষণ হয়।

বায়ব্যকোণে করটঃ শুভঃ স্যাৎ নৃপপ্রসাদোঽধ্বগদর্শনঞ্চ।

সৌম্যা চ ভীতস্তস্করশোকবার্ত্তা সৌম্যা

চ বার্ত্তা ধনলাভবার্ত্তাঃ ॥

যদি দিবার প্রথম প্রহরে বায়ুকোনে বসিয়া রব করে, তাহা হইলে রাজপ্রসাদ লাভ হয় এবং পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হয় আর যদি

উত্তরদিকে বসিয়া রব করে, তাহা হইলে চোর ভয় জন্মে, শোকসংবাদ পাওয়া যায়, মঙ্গলবার্ত্তা লাভ হয় এবং অর্থ সংবাদ প্রাপ্ত হয়।

ঈশানদেশেহভম্যুতেন শংসন্নাশো হুতাশাদ্বহুলোকসঙ্গঃ।
ব্রহ্মপ্রদেশে সুখকামভোগঃ সম্মানসম্পদ্বিণাষ্টসিদ্ধিঃ॥

দিবার প্রথম প্রহরে যদি কোন বায়স ঈশানকোণে থাকিয়া রব করে, তাহা হইলে প্রিয় ব্যক্তির সহিত মিলন হয়, অগ্নিভয় জন্মে এবং বহু-লোকের সমাগম হয়, আর যদি ঊর্দ্ধস্থানে বসিয়া রব করে, তাহা হইলে সুখ, মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি, ভোগ, মান, সম্পত্তি ও অর্থাগম হইয়া থাকে।

প্রাচ্যাং দ্বিতীয়ে প্রহরে বিরবৈঃ কাকস্য
কশ্চিৎ পথিকোহভ্যুপৈতি।
চৌরাদ্ভয়ং ব্যাকুলতা চ বহ্বাজায়তে কাচিন্মহতী চ শঙ্কা॥

যদি দিবার দ্বিতীয় প্রহরে কোন কাক পূর্ব্বদিকে উপবেশন পূর্ব্বক রব করে, তাহা হইলে কোন পথিকের সহিত সমাগম হয়, চোর ভয় জন্মে, চিত্ত চঞ্চল হয় এবং অতীব ভয় জন্মিয়া থাকে সন্দেহ নাই।

হুতাশদেশে নিয়তং কলিস্স্যাৎ প্রিয়াগমাকর্ণনযোষিদাপ্তিঃ।
যাম্যে তু বৃষ্টির্মহতী চ ভীতিঃ প্রিয়স্য
চেষ্টস্য সমাগমঃ স্যাৎ॥

দিবাভাগের দ্বিতীয় প্রহরে যদি কাক অগ্নিকোণে থাকিয়া রব করে, তাহা হইলে স্ত্রীলাভ হয় এবং প্রিয়জনের আগমন সংবাদ শ্রবণ করা যায়, আর যদি দক্ষিণদিকে বসিয়া রব করে, তাহা হইলে জলবর্ষণ, অত্যন্ত ভয় এবং প্রিয়জনের ও ইষ্টজনের আগমন হয়।

রক্ষোদিশি প্রাণভয়ং তদা স্যুঃ স্ত্রীভোজ্যলাভাবিলরুক্প্রণাশাঃ।
ভবেৎ প্রতীচ্যাং প্রবলাবলাপ্তির্যোষাগমো বৃদ্ধিকুবর্ষণঞ্চ॥

দিবার দ্বিতীয় প্রহরে যদি কাক নৈঋ্র্তকোণে বসিয়া রব করে, তাহা হইলে জীবনাশঙ্কা, নারীলাভ ও ভোজ্যপ্রাপ্তি হয় এবং সমস্ত রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। যদি পশ্চিমদিকে বসিয়া রব করে, তাহা হইলে মন্দ মন্দ জলবর্ষণ হয়, আর স্ত্রীলাভ হইয়া থাকে।

সমীরভাগে ধ্বজচৌরসঙ্গো দূতাগমস্ত্রী পিশিতান্নলাভঃ।
সৌম্যে গণেষ্টাগমনং জয়ঞ্চ রম্যেরবে চৌরভয়ং ত্বরণ্যে॥

যদি দিবার দ্বিতীয় যামে কাক বায়ুকোণে বসিয়া রব করে, তাহা হইলে চোরের ও দূতের আগমন হয়, স্ত্রীলাভ হয় এবং মাংসান্ন ভোজন হইয়া থাকে, আর যদি উত্তরদিকে বসিয়া রব করে, তাহা হইলে প্রিয় ব্যক্তির সমাগম হয়, কার্য্যে জয়ী ও চোরের ভয় জন্মিয়া থাকে।

মহেশ্বরাশাবিরুতশ্চ কাকশ্চৌরাগ্নিসংত্রাসবিরুদ্ধবার্ত্তাঃ।
ব্রবীতি রুক্ষৈরটনৈররুক্ষৈঃ সদার্য্যগুর্ব্বাগমনং জয়ঞ্চ॥

দিবার দ্বিতীয় যামে যদি কাক ঈশানদিকে থাকিয়া কঠোর রব করে, তাহা হইলে চোরভয় উৎপন্ন হয় কোনরূপ বিরুদ্ধ সংবাদ পাওয়া যায়, আর যদি মিষ্টস্বর করে, তাহা হইলে মহজ্জনের সহিত মিলন লাভ হয়।

ব্রহ্মপ্রদেশে প্রহরে দ্বিতীয়ে কাকঃ
সুশব্দো নৃপতিপ্রসা[illegible]।
মিষ্টান্নভোজ্যঞ্চ দদাতি পুংসাং
করোত্যহসৌ চৌরভয়ং কুশব্দঃ॥

যদি দিবার প্রথম যামে কাক উর্দ্ধস্থানে উপবেশন করিয়া মিষ্টস্বরে শব্দ করে, তাহা হইলে রাজ-প্রসাদ লাভ হয় এবং মিষ্টান্ন ভোজন হইয়া থাকে আর যদি কঠোর রব করে, তাহা হইলে চোরভয় উৎপন্ন হয়।

ঐন্দ্র্যাং বিরুক্ষঃ প্রহরে তৃতীয়ে
বৃদ্ধিং তথা চৌরভয়ং ব্রবীতি।
কৃষ্ণস্তু রাজাগমনং জয়ঞ্চ করোতি
যাত্রাং শুভকার্য্যসিদ্ধিম্ ॥

দিবার তৃতীয় প্রহরে যদি কাক পূর্ব্বদিকে উপবেশন করিয়া কঠোর শব্দ করে, তাহা হইলে চোরভয় জন্মে, কিন্তু যদি মিষ্টস্বরে শব্দ করে, তাহা হইলে রাজার আগমন, জয় ও সৎকর্ম্ম সিদ্ধি হইয়া থাকে।

আগ্নেয়ীবিভাগেঽগ্নিভয়ং কলিশ্চ বিরুদ্ধবার্ত্তা বিফলা চ যাত্রা।
ভবেদ্বিরুদ্ধৈর্ব্বলিভুঘিরাবৈর্জয়াদিবার্ত্তা চ ভবেদ্বিশুদ্ধিঃ ॥

যদি দিবার তৃতীয় প্রহরে অগ্নিকোণে বসিয়া কাক কর্কশস্বরে রব করে, তাহা হইলে কোন প্রকার বিরুদ্ধ সংবাদ পাওয়া যায়, তৎকালীন যাত্রা নিষ্ফল হয়, যদি ঐ স্বর মিষ্ট হয়, জয়াদি সংবাদ পাওয়া যায়।

কাকুভ্যাবাচ্যাং কুরুতেঽতিতূর্ণং
রোগং তথাপ্তাগমনং বিহঙ্গঃ।
ক্ষুদ্রাণি কার্য্যাণি চ যান্তি সিদ্ধিং
সর্ব্বাণি তন্মুখ্যতয়া নরাণাং ॥

যদি কাক দিবার তৃতীয় প্রহরে দক্ষিণদিকে থাকিয়া রব করে, তাহা হইলে আশু কোনরূপ রোগ জন্মিবে ইহাই বুঝায়, আর মহজ্জনের আগমন এবং ক্ষুদ্রকার্য্য সিদ্ধি হয়।

ক্রব্যাদদেশে জলদাগমঃ স্যান্মিষ্টান্নলাভো রিপবো ন সন্তি।
শূদ্রাগমং স্বামিবিরুদ্ধবার্ত্তা ভবন্তি যাত্রাসু চ কার্য্যনাশঃ ॥

যদি কাক দিবার তৃতীয় প্রহরে নৈঋর্তকোণে উপবেশন করিয়া রব

করে, তাহা হইলে মেঘ উদিত হয়, মিষ্টান্ন লাভ হয়, অরি বিনাশ পায় কোন শূদ্র আগমন করে, পতির বিরুদ্ধ সম্বাদ লাভ হয় এবং তৎকালীন কার্য্যধ্বংস হইয়া থাকে।

স্যাৎ পশ্চিমে নষ্টধনস্য লাভো দূরাধ্বগানং সুহৃদাগমশ্চ।
যোধাগমোঽভীষ্টজয়াদিবার্ত্তা যাত্রাসু রম্যে রটিতেঽর্থসিদ্ধিঃ॥

যদি কাক পশ্চিমদিকে বসিয়া মিষ্টস্বরে রব করে, তাহা হইলে নষ্টধন লাভ হয়, বন্ধু ব্যক্তির সমাগম হয়, যোদ্ধা ব্যক্তি আগমন করে, জয় সংবাদ পাওয়া যায় এবং অর্থলাভ হইয়া থাকে।

বাতালয়ে দুর্দ্দিনমেব বার্ত্তা চৌরাভিনষ্টার্থসমাগমশ্চ।
সন্তোষবার্ত্তা বরযোষিদাপ্তির্যাত্রা রবে স্যান্মধুরে প্রশস্তা।

যদি বায়ুকোণ হইতে বায়সের শব্দ হয়, তাহা হইলে দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, চৌরহৃত দ্রব্য পাওয়া যায়, প্রীতি সংবাদ আইসে, আর উত্তমা রমণীর সহিত মিলন হয়। যদি ঐ শব্দ অত্যন্ত মিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই দিনে যাত্রা করিলে শুভ হয়।

যামে তৃতীয়ে বিরুবন্ত্যদীচ্যাং কার্য্যার্থলাভো নৃপসেবকানাং।
ভোজ্যপ্রবৃদ্ধিঃ শুভদা চ বার্ত্তা প্রয়াণকং বৈশ্যসমাগমশ্চ॥

বায়স দিবাভাগের তৃতীয় প্রহরে উত্তরদিকে উপবেশন করিয়া শব্দ করিলে কার্য্য দ্বারা অর্থ, সুসংবাদ লাভ, রাজসেবা দ্বারা ভোজন লাভ ও বৈশ্যসমাগম হয় এবং সেইদিনে যাত্রা মঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে।

ঈশানদেশে কুরুতে সুশব্দং ভোজ্যং জয়ং হানিকরী কুশব্দং।
ব্রহ্মপ্রদেশে তিলতণ্ডুলাভ্যাং ভোজ্যঞ্চ তাম্বুলযুতং দদাতি॥

বায়স দিবার তৃতীয় প্রহরে ঈশানকোণে উপবেশন পূর্ব্বক মধুর স্বরে রব করিলে উত্তম আহার এবং কার্য্যে জয়ী হওয়া যায়। যদি ঐ স্বর

কর্কশ হয়, তাহা হইলে কোনরূপ ক্ষতি হয়। আর উর্দ্ধদিকে থাকিয়া রব করিলে তিল-তণ্ডুল ও তাম্বুল লাভ হয়।

ঐন্দ্র্যাং তুরীয়ে প্রহরেহর্থলাভো ভূমীশপূজাভয়বৃদ্ধিরোগঃ।
বহ্ন্যেন্দ্বিভাগে ভয়রোগমৃত্যুঃ শিষ্টাগমো বায়সরাসিতেন॥

যদি দিবার শেষ প্রহরে কাক পূর্ব্বদিকে উপবেশন করিয়া রব করে, তাহা হইলে রাজপূজা ভয়বৃদ্ধি ও পীড়া হয়, আর যদি অগ্নিকোণে থাকিয়া রব করে, তবে ভয়, রোগ, শিষ্টজনের আগমন ও মরণ হয়।

যাম্যে রবে তস্করবৈরভীতি স্যাতাং বিশিষ্টাগমরোগমৃত্যুঃ।
স্যাৎ যাতুধানাং মহতী প্রবৃদ্ধিরভীষ্টসিদ্ধিঃ পথি চৌরযুদ্ধম্॥

যদি কাক দিবাভাগের চতুর্থ প্রহরে দক্ষিণদিকে থাকিয়া রব করে, তাহা হইলে চোরভয়, অরিভয়, শিষ্টজনের আগমন, রোগ ও মরণ এই সকল ঘটে। যদি নৈঋতকোণে থাকিয়া রব করে তাহা হইলে বৃদ্ধি অভীষ্ট লাভ, পথিমধ্যে চোর সহ যুদ্ধ এই সকল সংঘটিত হয়।

দিশি প্রতিচ্যাং প্রহরে চতুর্থে দ্বিজাভিরভ্যেতি ততোহর্থলাভঃ।
আয়তি যোষিদ্বিজয়াম্বুবৃষ্টিঃ সিদ্ধিঃ প্রয়াণে নৃপতের্ব্বরশ্চ॥

দিবার চতুর্থ যামে কাক পশ্চিমে থাকিয়া রব করিলে বিপ্রের ও কোন স্ত্রীলোকের আগমন, জয়, বৃষ্টি, যাত্রাতে সিদ্ধি, অর্থ ও রাজপ্রসন্নতা লাভ হয়।

বায়ব্যভাগে করটস্য শব্দৈরায়াতি যোষিৎ প্রিয়মানিনী চ।
ধ্রুবং প্রবাশো দিনসপ্তকেন শীঘ্রাগমঃ স্যাৎ গগনে রুতে চ॥

যদি দিবার চতুর্থ যামে কাক বায়ুকোণ হইতে রব করে, তাহা হইলে

প্রিয়তমা ও মানিনী নারীর আগমন হয়, এবং সাতদিন মধ্যে বিদেশগমন হইয়া থাকে। কিন্তু আশু পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন বুঝায়।

কুবেরভাগে পথিকোঽভ্যুপৈতি তাম্বুললাভঃ কুশলস্য বার্ত্তা।
বৈশ্যাদ্ধনাপ্তিস্তুরগাদিরূঢ়া যাত্রা বিরুদ্ধে ম্রিয়তে চ রোগী॥

দিবার চতুর্থ প্রহরে কাক উত্তরদিকে রব করিলে কোন পথিকের আগমন হয়, তাম্বুল লাভ হয়, মঙ্গল সংবাদ আইসে, বৈশ্য হইতে অর্থ লাভ ও অশ্বারোহণে যাত্রা হয়, রোগ অথবা মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে।

স্থাণৌ স্থিতঃ স্যাদ্বলিভুগ্বিরাবৈঃ সুবর্ণবার্ত্তা সরুজো বিনাশঃ।
ব্রহ্মপ্রদেশে প্রহরে চতুর্থে বার্ত্তা ভবেন্মধ্যমিকা চ সিদ্ধিঃ॥

দিবার চতুর্থ যামে কাক ঈশানকোণে থাকিয়া রব করিলে স্বর্ণ সংবাদ ও রোগক্ষয় হয়, এবং উর্দ্ধস্থান হইতে রব করিলে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা মধ্যবিধরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সমাপ্ত

১২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা—৩, শ্রীধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীশিবমোহন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।